রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–
এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে (ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১ কার্তিক – ৭ কার্তিক, ১৪২৬ ঃ ১৯ অক্টোবর – ২৫ অক্টোবর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 1, 19 October - 25 October, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: ঢাকের বোলে আর কলকাতা ও শহরতলির সেরা

প্রতিমার প্রদর্শনে ভরপুর হয়ে উঠল দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একের পর এক সেরা প্রতিমা তাদের থিমের বর্ণনা সহ শোভাযাত্রা করে এগিয়ে গেল নিরঞ্জনের দিকে।

রবিবার: দাক্ষিণাত্যের পোশাক ও আদব কায়দায় চিনা প্রেসিডেন্ট

শি জিন পিঙ–কে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চেন্নাইয়ের বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরলেন দুই নেতা। বৈঠকে কথা উঠল না কাশ্মীর নিয়ে। শুধু ইমরান তাঁকে কি বলেছেন তা উত্থাপন করলেন পিঙ।

সোমবার: মহারাষ্ট্রের ভোট প্রচারে এবার অন্যতম বড় ইস্যু

হয়ে দাঁড়াল কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দুজনেই একবাক্যে বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ জানালেন এই প্রসঙ্গে। মোদীর বক্তব্য, সাহস থাকে তো ৩৭০ ফিরিয়ে দেখান।

মঙ্গলবার: অর্থনীতিতে ফের নোবেল বাঙালির। কলকাতার

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রাক্তনী অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরিবদের নিয়ে কাজ নোবেল এনে দিল তাঁকে। প্রসঙ্গত, তাঁর উত্তরসূরী অমর্ত্য সেনের নোবেল জয়ের ২১ বছর পর এই সম্মান পেলেন অভিজিত।

বুধবার: কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে

গিয়ে আটক হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার বোন ও মেয়ে। উল্লেখ্য, এর আগে তাঁর পুত্র ওমর আবদুল্লাও আটক হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার: চিটফান্ড তদন্তে নতুন করে নবান্নকে চিঠি

সিবিআইয়ের। রোজভ্যালি জমি সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে এই চিঠি প্রদান করে সিবিআই।

শুক্রবার: রাজ্য পুলিশের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে রাজ্যপালের

নিরাপত্তায় এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফকে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। নিঃসন্দেহে কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কে নতুন করে বৈরিতা তৈরি করবে এই সিদ্ধান্ত।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার ক্রীড়া সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি ● কোচবিহার

তৃণমূলের দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলে কার্যত বিদীর্ণ কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এই সংস্থাকে নিয়ে শাসক দলের নেতারা রীতিমতো ছেলে খেলা করছে। তার প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেল শুক্রবার। এই ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদককে ক্রীড়া সংস্থার অফিস ঘর থেকে বের করে তালা দিয়ে দিয়েছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপ্রধান ভুষন সিং। এদিন তাকেই আবার হাত ধরে নিয়ে সেই ঘরে বসালেন পুরপ্রধান স্বয়ং। জেলার রাজনীতিতে সবসময়ই এই জেলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান ছিল সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণুব্রত বর্মনের। আর এ কারণেই তাকে তারপর থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়েছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপ্রধান কোচবিহার জেলা শাসকের মত এই ক্রীড়া সংস্থার পদাধিকারীরা বারবার এই অভিযোগ সামনে এনেছেন বিব্রত বর্মন সম্প্রতি তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ডানা ছেড়ে দিয়েছে তৃণমূল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দলের জেলা সভাপতির পদ থেকে এবং আশ্চর্যজনক ভাবে এই বিষ্ণু প্রত্যাবর্তনকারী সম্প্রতি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করেছে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এর পরেই দলের প্রথম সারির নেতাদের চাপে কার্যত বাধ্য হয়ে সেদিন বিষ্ণুপদ বর্মন কে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এর পদ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত এই পুরপতি। এদিনের এই ঘটনায় জেলা ক্রীড়া মহলে দেখা দিয়েছে জোর জল্পনা।

কারণ কয়েক মাস আগেই এই বিষ্ণুব্রত বর্মন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিলেন, আগাম নোটিশ না দিয়ে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসে তালা মেরে সংস্থার নিজস্ব তহবিলের ৩০– ৩৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হস্তগত সহ অন্যায়ভাবে কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়াম–এর দখল নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের কোচবিহার জেলা তৎকালীন সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও কোচবিহার পুরসভার তৃণমূলী পুর প্রধান ভূষণ সিং।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানান, আগাম নোটিশ না দিয়ে মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ– এর ইচ্ছানুসারে অন্যায়ভাবে এই কাজ করেছেন কোচবিহার পুরসভার তৃণমূলী পুরপ্রধান ভূষণ সিং। গত ২০১৮ সালের ২৮ এপ্রিল তিনি সংস্থার কার্যকরী কমিটির সকলকে না জানিয়ে কতিপয় সদস্যদের নিয়ে বেআইনিভাবে সুব্রত দত্ত নামে একজনকে এই জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক করে সংস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ এডহক কমিটি গঠন করেন। সংস্থার সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী ঐ মিটিং ডাকার বা ঐ মিটিং – এ সভাপতিত্ব করার কোনো এক্তিয়ার পুরপতি তথা ভূষণ সিং – এর নেই বলে সেদিন দাবি জানান বিষ্ণুব্রত বর্মন। এরপর পাঁচের পাতায়

কংগ্রেসী বাধায় সেদিন সম্ভব হয়নি নামকরণ

শহিদ–স্বরাজ ও পোর্টব্লেয়ার থেকে ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে অনেক দূরে, ঘন অরণ্য আর অঢেল প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব জনজাতি নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে আন্দামানের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ থাকলেও দেশ ভাগের স্বাধীনতায় উপেক্ষার আড়ালে রয়ে গেছে কুখ্যাত সেলুলার জেলের সেই সময়কার বিপ্লবী মুক্তিকামীদের নীরব কান্নার ইতিহাস। ১৯৪৩–এর ৩০ ডিসেম্বর আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে অখন্ড ভারতের আজাদ হিন্দ সরকারের চরকা শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা তোলেন স্বয়ং নেতাজি। ব্রিটিশ কবল মুক্ত সেলুলার জেল পরিদর্শন করে সেখানে

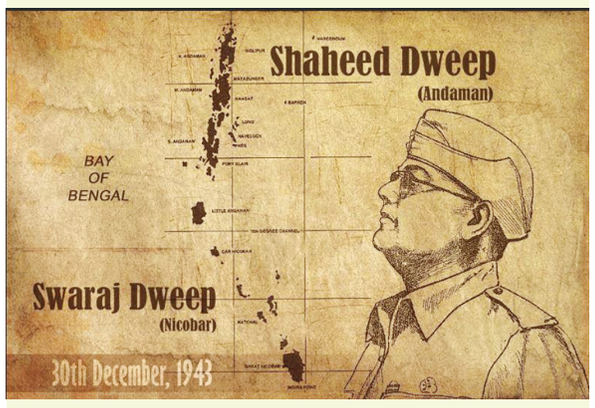

তিনি শহিদ স্মৃতি তর্পণ করেন। পোর্টব্লেয়ারেই তিনি আন্দামানের নামকরণ করেন শহিদ দ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপের নাম দেন স্বরাজ দ্বীপ। এরপর দীর্ঘ বছর কেটে গিয়েছে পারিবারিক গণতন্ত্রের যাঁতাকলে উধাও করে দেওয়া হয়েছে সেদিনের ইতিহাস। লালকেল্লায় বহু শাসক তুলেছেন জাতীয় পতাকা, মাঝে মধ্যে নেতাজি ও আজাদ হিন্দের নাম–কা–ওয়াস্তে উচ্চারিত হলেও শহিদ–স্বরাজ দ্বীপ হারিয়ে গিয়েছিল নেহেরু–গান্ধি পরিবারে স্বৈরতান্ত্রিক ইতিহাস পাঠ–গাথায়। প্রচারটা আজও প্রায় এমনটাই রয়ে গেছে যে, জাপানী সেনারা আন্দামানের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করতো। ব্রিটিশরাই যেন ছিল ত্রাতা। ১৯৪২–৪৫ জাপানী সেনা থাকলেও আজাদ হিন্দ সরকারের উপরেই ছিল সরকারি ভার। আজাদ হিন্দ সরকারের লেঃ কর্ণেল লোগানাথন আন্দামানের দায়িত্বে ছিলেন। ব্রিটিশ বর্বরতার বহু তথ্য ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। সে সব দিনের ইতিহাস নতুন করে কিছুটা হলেও আলোচনায় উঠে আসে গত বছর প্রধানমন্ত্রীর আন্দামান সফরের সময়। তিনি পোর্টব্লেয়ারে সুবিশাল জাতীয় পতাকা ওড়ান সেই স্থানে যেখানে ৭৫ বছর আগে নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা উড়িয়েছিলেন। দ্বীপ রাজ্যের ওই পতাকাও অনেক দূর থেকে দৃশ্যমান হয় প্রতিদিন। সেই সময়ে নেতাজি প্রায় দেড় ঘন্টা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বহু বছর পর প্রধানমন্ত্রী সেই স্মৃতিকে উস্কে দেন। তিনি পোর্টব্লেয়ারের খুব কাছেই থাকা রস আইল্যান্ড যেখানে নেতাজি রাত্রিবাস করেছিলেন সেটির নামকরণ করেন নেতাজি দ্বীপ। এছাড়াও নীল আইল্যান্ড ও হ্যাভলক আইল্যান্ড দুটির নামকরণ করেন যথাক্রমে শহিদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ। এছাড়া গত বছর লালকেল্লায় তুলেছিলেন ভারতের জাতীয় পতাকা ২৯ অক্টোবরকে মনে রেখে। দিল্লির এই অকংগ্রেসী সরকার নেতাজি সম্পর্কে ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও আরও বেশি উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে স্বরাজ ও শহিদ দ্বীপ পরিদর্শনের পর। সরকারি ভাবে থানা ও অফিসগুলিতে শহিদ ও স্বরাজ লেখা হলেও স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সাধারণ মানুষের কাছে দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরও কিছু কাজ করা দরকার। যাতে দেশি বিদেশি পর্যটকরা অন্তত জানতে পারে ব্রিটিশ বর্বরতার সত্য আর জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকদের আত্মত্যাগের কাহিনী। ১৯৭৯ সালে সেলুলার জেলকে জাতীয় সৌধ ঘোষণা করা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই চূড়ান্ত অবহেলায় ভারতের বাতিল সেলুলার জেল জীর্ণ হয়ে পড়ে। বর্তমানে সংস্কারের কাজ চলছে। পোর্টব্লেয়ারে দক্ষিণ ভারতীয়দের আধিক্য থাকলেও সমগ্র আন্দামানে বেশির ভাগই বাংলাভাষী। যুদ্ধ পরবর্তী দেড় কোটি উদ্বাস্তুর মধ্যে যেমন দণ্ডকারণ্যে বহু বাঙালি ক্যাম্পে আশ্রয় পেয়েছিল তেমনই অনেক বাঙালি দ্বীপ রাজ্যটিতে স্থান পায় নীল কিংবা হ্যাভলক যেখানে পর্যটক বেশি যান সেখানে আজাদ হিন্দ শহিদ স্মারক নির্মাণ করলে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হবে। এরপর পাঁচের পাতায়

ক্রয়ক্ষমতার রক্তপাত

ওঙ্কার মিত্র

বিরোধী নেতাদের দাবি ভারতের অর্থনীতির হাল এখন খুব খারাপ। মন্দা চরম আকার ধারণ করেছে। সদ্য নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন এমন অবস্থা বহু বহু বছর পর এল। তাঁর মতে চাহিদার অভাবই ভারতের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিজেপি বিরোধী রাজনীতিকরা এই মন্দার জন্য দায়ী করেছেন নোটবন্দী ও জিএসটির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকেও। আইএমএফ জানিয়েছে, মন্দার প্রভাব পড়েছে বিশ্বজুড়ে। সামগ্রিক পৃথিবীর আর্থিক বৃদ্ধির হার তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাঁদের মতে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আর্থিক বৃদ্ধির হারও নামছে ক্রমশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে এনেছে ৬.১ শতাংশে। রেটিং এজেন্সি মুডি'জ অনুমান করছে আরও নেমে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫.৮ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে।

অর্থমন্ত্রী তথা সরকারি অর্থনীতিবিদরা অবশ্য এই গেল গেল রব মানতে নারাজ। তাঁদের মতে সারা পৃথিবী জুড়ে চলা মন্দার প্রভাব পড়েছে ভারতে। সামলাতে কর ছাড়, সুদ কমানো, জিএসটির হার বিবেচনা সহ যে সব দাওয়াই দেওয়া হয়েছে তাতে ধীরে ধীরে বদলাবে পরিস্থিতি। ধৈর্য্য ধরতে হবে। হায় হায় রব করে বিনিয়োগকারীদের ভয় দেখালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। খোদ নোবেলজয়ী অভিজিতেরও জানা নেই এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে ঠিক কি করা দরকার। অর্থাৎ এই অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

কেন? কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যায় আসলে এটি একটি পুঁজিবাদের সংকট। চাহিদা তুঙ্গে উঠলে, অতিরিক্ত উৎপাদন উপচে পড়লে এই সংকট অবশ্যম্ভাবী। ১৯৩০ সাল থেকে যে ব্যবসা সংকট শুরু হয়েছে তা থেকে এখনও মুক্তি পায়নি পুঁজিবাদী উৎপাদন। বারবার এই সংকট এসেছে। ১৯৩০ সালের স্তরে না পৌঁছালেও ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি উৎপাদন কিছুটা বেড়েছিল, সংখ্যা কমেছিল বেকারের। তার ভিতরে ফের ব্যবসা সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল পৃথিবী। বেকারের হাহাকারে ছেয়ে গিয়েছিল বাতাস। উদ্ধারের আর কোনও উপায় না পেয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল পুঁজিবাদীরা। ২০০০ সালের প্রথম দশকেও আমরা সাম্প্রতিক মন্দা দেখেছি। অর্থাৎ পুঁজিবাদের চেনা পথ ধরেই মন্দা আসে। পুঁজিবাদীরাই নানা কৌশলে সেই মন্দা কাটায়। ফের শুরু হয় বাজার দখলের যুদ্ধ। আরও এক মন্দার অপেক্ষায়। আগে ভারতের অর্থনীতির প্লাগ বিশ্ব অর্থনীতির বোর্ডে গোঁজা ছিল না। তাই আমরা আঁচ পেতাম না। এখন বিশ্ব অর্থনীতির সামান্য হেলদোলও মালুম হয় সামন্ততন্ত্র পেরিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির আঙিনায় ঢোকা ভারতে।

আসলে পুঁজিবাদে চাহিদার মন্দার পিছনে লুকিয়ে আছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস। উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত দিয়ে বাজার চলে না। বাজার চালায় সাধারণ খেটে খাওয়া জনগন। তাদের হাতে অর্থ না থাকলেই বাজারের চাহিদা কমে যায়। খাদ্য বস্ত্রের মতো ন্যূনতম চাহিদা মিটিয়েই মানুষ ভোগ্যপণ্যের দিকে তাকায়। আজ সেই দৃষ্টিতে ঘাটতি পড়েছে। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলেই বোঝা যাবে প্রতিদিন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার রক্তপাত চলছে। এরপর পাঁচের পাতায়

চিংড়িপোতায় তৈরি হবে বাজি হাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানা এলাকার চিরপরিচিত চিংড়িপোতার বাজি বাজার এখন সেভাবে জমে ওঠে নি। বলরামপুর, পুটখালি ও চিংড়িপোতা গ্রামের প্রায় এক হাজার পরিবার এই বাজি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এখানে তুবড়ি, রঙ মশাল, চরকা সহ নানা আলোকবাজি তৈরি হয়। শব্দ বাজির জন্যও বিখ্যাত এই এলাকা। তবে শব্দবাজি নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রকাশ্যে শব্দ বাজির পসরা দেখা যায় না। পুলিশী ধড়পাকড়ের ভয়ে অনেকেই শব্দ বাজি তৈরি বন্ধ করে দিয়েছেন। মাদ্রাজের শিবকাশী থেকে হরেক আইটেমের আলোক বাজি এখানে বাজার দখল করেছে। এলাকার বনেদি আসতবাজি ব্যবসায়ী সুব্রত সরকার জানালেন, এখনও বাজি বাজার সেভাবে জমেনি। বৃষ্টির কারণে বাজি উৎপাদনে সমস্যা হচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

উদ্বেগের দীপাবলী

কল্যাণ রায়চৌধুরী ● উত্তর ২৪ পরগনা

রাজ্যে প্রশাসনিক ও পুলিশি তৎপরতায় এবারের দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন হয়। তবে দীপাবলী উৎসব দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই উত্তর চব্বিশ পরগনার বিশেষ করে বারাসত ও মধ্যমগ্রাম আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু। সম্প্রতি অনুপ্রবেশ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় থাকা সত্ত্বেও যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে এবং পাশাপাশি বসিরহাট ও গোবরডাঙার সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া দুষ্কৃতী তাণ্ডব গোয়েন্দামহল ও পুলিশ প্রশাসনের কপালে যেমন চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে, তেমনই উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে জেলার জনমানসে। প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই স্বরূপনগর ও বসিরহাট সীমান্ত এলাকায় একাধিকবার অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে। একবার ২৪ জন ও পরের বার ১১ জন। উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্তবর্তী থানাগুলি হল হাসনাবাদ, বসিরহাট, স্বরূপনগর, বনগাঁ, পেট্রাপোল, গাঁইঘাটা, বাগদা। এবং মোট সীমান্ত এলাকা প্রায় এক হাজার কিমি বলে সূত্রের খবর। সাম্প্রতিক বসিরহাট পুলিশ জেলার বাদুড়িয়াতে খুনের ঘটনার সঙ্গে তদন্তে বাংলাদেশি দুষ্কৃতী যোগের অনুমান করে পুলিশ। আর গোবরডাঙার গুলি চালনায় পাচার সংক্রান্ত বিবাদের জেরের অনুমান বারাসত পুলিশ জেলার। আসন্ন দীপাবলী উৎসবের প্রাক্কালে এ সমস্ত ঘটনা স্থানীয় জনমানসে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তবে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে উৎসব নির্বিঘ্নকরণকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। এরপর পাঁচের পাতায়

মন্দার বাজারে সাহস হারাল প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সেপ্টেম্বরের শেষেও যা ছিল অবশ্যম্ভাবী তা চলতি অক্টোবরের গোড়াতেই পথ হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল। কয়েকদিন আগেও যে দোকানি এবার থেকে সঙ্গে ব্যাগ আনবেন, ক্যারিব্যাগ আর দিতে পারব না বলে জানিয়ে দিচ্ছিলেন তিনিই এখন ধুস, ওসব কিছু হবে না বলে ক্রেতাদের আশ্বস্ত করছেন। এভাবেই গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে জ্বালানী ভরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের যে উড়ান আকাশে উড়েছিল মন্দা আর নির্বাচনের মেঘে পথ হারিয়ে তা আছড়ে পড়ল মাটিতে। সকলে যখন ধরেই নিয়েছিলেন দৃঢ়চেতা সাহসী প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঘোষণা অনুযায়ী গত ২ অক্টোবর বাপুর দেড়শতম জন্মদিন থেকেই নিষিদ্ধ হবে সর্বনাশা প্লাস্টিকের ব্যবহার তখনই সরকার জানিয়ে দিল বহু মানুষের কর্মসংস্থানকে মাথায় রেখে বিকল্প ব্যবস্থা অনুযায়ী ২০২২–এর মধ্যে নিষিদ্ধকরণের প্রক্রিয়া চলবে ধাপে ধাপে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ সচিব বলেন, 'কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে না। মানুষকে প্লাস্টিকের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করা হবে।' দেশজুড়ে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের বিপুল সাফল্যের পর এমন একটি সাধু উদ্যোগে সাহস হারালো কেন সরকার? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৬ ইঞ্চি ছাতির প্রধানমন্ত্রীর টিম যখন প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণে কোমর বাঁধছে তখন প্লাস্টিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বিপুল সংখ্যক কর্মীকূল কাজ হারাবার ভয়ে বিক্ষোভের তোড়জোড় শুরু করেছেন। এরপর পাঁচের পাতায়

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে নদী পারাপার

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল থানা এলাকার রূপনারায়ণ নদীতে ভয়াবহ নৌকাডুবিতে প্রাণ হারায় বেশ কয়েকজন। এছাড়া ও মালদা থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি জায়গায় নৌকাডুবি থেকে শুরু করে বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে চলছে। তা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা পারাপার হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাইকেল, মোটর সাইকেল। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকে সুবর্ণরেখা নদীতে আসনবনি নদী ঘাট থেকে জেনাঘাঁটি ঘাট পর্যন্ত প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার হচ্ছে নৌকোয়। এ নিয়ে সুভাষ সরেন নামে এক যাত্রী বলেন, স্থলপথে যেতে আমাদের অনেক সময় লাগে। তাছাড়া আমরা কখনো কখনো ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারি না। এছাড়াও স্থলপথে যেতে যাতায়াতের যে খরচ হয় সেই তুলনায় জলপথে খুব সামান্য টাকায় হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা নদীপথে নৌকোতে পারাপার হচ্ছি। এবং নৌকার মাঝি বাণীব্রত বিশুই বলেন, তারা প্রায় দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে নদীতে যাত্রীদের নৌকায় পারাপার করে দিচ্ছেন।

কমলাকান্তের কালী বজবজের 'খুকী মা'

কুনাল মালিক ● দঃ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত চিত্রগঞ্জের শ্মশান লাগোয়া কালী ও কালী মন্দিরটি সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল। মন্দিরে যে অপূর্ব কালী বিগ্রহটি আছে স্থানীয় মানুষজন তাঁকে 'খুকী মা' বা 'খুকী কালী' বলে সম্বোধন করেন। বর্তমানে মন্দিরটি আধুনিক ধাঁচে গঠিত হলেও এই কালী ও কালী মন্দিরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও জনশ্রুতির কাহিনী মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী কালী প্রতিমাকে বিস্ময়কর অলৌকিকতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিদিনই 'খুকী মা' কে আরাধনা করা হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে ধূমধাম করে পূজার্চনা হয়। দূর দূরান্ত থেকে এখানে মানুষরা শান্তির আশায় ছুটে আসেন।

অনেকে মানত করেন।

বহুকাল আগে শ্মশানের পাশেই গঙ্গানদীর তীরে বনজঙ্গল ঘেরা এক নিভৃত স্থানে গোল পাতা দিয়ে ছাওয়া মাটির ঘরে দয়াল চন্দ্র ঘোষ নামে এক কালী সাধক মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করে আরাধনা করতে শুরু করেন। ক্রমে সেখানে আশপাশের লোকজন আসতে থাকেন। দয়াল ঘোষকে তাঁরা দয়াল ঠাকুর বলতো।

বর্তমানে নব নির্মিত মন্দিরে অপরূপা পাষাণময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কবে এই মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল সে খবর সঠিকভাবে জানা যায় না। লোকের মুখে মুখে একটা কথা চলে আসছে যে শিলাময়ী মূর্তি নাকি সিদ্ধ সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের পূজিতা কালী মূর্তি। কথিত আছে সাধক কমলাকান্ত তাঁর আরাধ্যা দেবী বিগ্রহ মাথায় করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সেই দেবীই এসে আবির্ভূত হয়েছে বজবজের এই শ্মশানে।

আনুমানিক ১৮০৯ সালে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র তাঁর গুরুদেব সাধক কমলাকান্তকে বর্ধমানের চান্না গ্রাম থেকে কোটালহাটে নিয়ে আসেন। এ সময়ে মহারাজ তাঁর গুরুকে একটি অপরূপা পাষাণময়ী কালী মূর্তি তৈরি করে পূজার জন্য দিয়েছিলেন। বজবজের কালী মূর্তিটি কমলাকান্তের সেই দেবী বিগ্রহ বলে লোকের এই রকম ধারণা।

দেবী মূর্তির শিল্প সৌন্দর্য অপূর্ব। দেবীর করুণাময়ী রূপটি যেন প্রকট হয়ে আছে। চতুর্ভূজ প্রস্তরময়ী এই দেবী মূর্তির বিশেষত্ব হল এঁর পদতলে শিব শায়িত নেই।

আবার অনেক মনে করেন তন্ত্রসাধনার মহাপীঠ বীরভূম থেকে এই কালীমূর্তি আনা হয়েছিল। দয়াল ঠাকুরের গুরুদেব স্বামী পূর্ণানন্দ 'খুকী মা'র এই মূর্তি বজবজে প্রতিষ্ঠা করেন।

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 1, 19 October - 25 October, 2019

বাঙালির ব্যবসাবিমুখতা কাটছে অর্থবাজারের হাত ধরে

পার্থসারথি গুহ

বাঙালি নাকি ব্যবসাবিমুখ। এই কথাটা একটা প্রবাদবাক্য হয়ে চলে আসছে বহু বছর ধরে। আদৌ কি কথাটা সত্যি। এই প্রশ্নের জবাবে গিয়ে বলতে হয় বাঙালি অনেকটাই পালটে গিয়েছে। আগের মতো গোঁড়ামি এখন আর দেখা যায় না তাদের মধ্যে। বিশ্বায়নের রথে সওয়ার হওয়ার জন্যই নিশ্চিতভাবে এই পরিবর্তন। আর পালটে যাওয়া বাঙালি এখন ব্যবসাটাও বেশ চুটিয়েই করছে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে ভাগ বসিয়েছে শেয়ার বাজারও। তাই পাড়ায় পাড়ায় টেনিদা–ঘনাদাদের আড্ডায় এখন তৃণমূল–বিজেপি, মেসি–কোহলিদের ছাপিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে শেয়ার বাজারের হালহকিকত। নিফটি সেনসেক্সের বাড়া–কমা নিয়ে চলছে জোর কপচানি।

অবশ্যই চায়ের পেয়ালায় চুমুক মারতে মারতে চলছে এই শেয়ার আড্ডা। কিন্তু শেয়ার বাজার সম্পর্কে অন্ধকারটা কি পুরোপুরি কেটেছে বাঙালির মন থেকে। এই ক্ষেত্রে যে কথাটা উঠে আসছে তা হল সময়ের সঙ্গে যুগের সাথে তাল মেলালেও এখনও অর্থবাজার নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে গড়পরতা বাঙালি। শেয়ার বাজার কী, খায় না মাথায় মাখে সেটাই তো পরিস্কার নয়। অনেকে তো বেমালুম একে জুয়ার আড়ত বলে

আখ্যা দিয়ে দেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি লাভ করেন শেয়ার বাজার নিয়ে চারটি গাঁজাখুরি তথ্য তুলে ধরে। যারা শেয়ার বাজারকে নিয়ে এত কটুক্তি করেন তারাই আবার চিটফান্ডে টাকা রেখে ফেঁসে গিয়েছেন এমন উদাহরণও কিন্তু ভুরি ভুরি। তারা

অর্থনীতি

একবারও ভেবে দেখেন না শেয়ার বাজার কিন্তু ভারত সরকার অনুমোদিত। হয়তো সেখানে অনেক আজে বাজে কোম্পানির শেয়ার ফাঁকতালে গছিয়ে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রচুর সংস্থা রয়েছে যারা চুটিয়ে মাথা উচু করে ব্যবসা করে চলেছে। বছরের পর বছর একেকটা ত্রৈমাসিকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স, ভাল ব্যবসা ধরে রাখা, ঠিকঠাক অর্ডার পাওয়া ইত্যাদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এরা শেয়ার বাজারে আইকন হয়ে উঠেছে। পোশাকি ভাষায় এদের বলা হয় ব্লু চিপ শেয়ার। এদের কাজের দক্ষতার নিরিখেই এরা অভিজাত

হয়ে উঠেছে শেয়ার বাজারে। সেজন্যই শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে। ইনফোসিস, টিসিএস, আইটিসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, হিন্দুস্থান উইনিলিভার, ডাবর প্রভৃতি বেশ কিছু নাম আছে যাদের শেয়ার কিনলে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারেন। অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ব্যাপার আর কি। বলাবাহুল্য, ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে লাভের পরিমাণও এখানে অনেকটা বেশি। তাও বিশেষজ্ঞরা এও বলে থাকেন, বাজারে যে অংশের টাকা লগ্নি করবেন তার পুরোটাই শেয়ার বাজারে না খাটিয়ে এর অন্তত ২৫–৩০ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করা। বাকিটা অবশ্যই ফিক্সড ডিপোজিট ও অন্যান্য খাতে লগ্নি করা উচিত।

শেয়ার বাজারের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই এই কথা বলা। তবে বয়স কম হলে ঝুকি নেওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। মোটের ওপর শেয়ার বাজারে যদি সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগনো যায় তাহলে এখান থেকে জীবনের অনেক সাধ আহ্লাদ মেটানো সম্ভব। আয়ের একটা অংশ যদি মাসে মাসে অল্প অল্প করে শেয়ারে লগ্নি করা যায় তাহলেও সুন্দর ভবিষ্যত গড়া সম্ভব।

সেজন্য এখন থেকেই তাই শেয়ার বাজারে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগতে হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে খুবই ভাল। আর শেয়ার বাজারে কাজ করতে হলে এই মুহূর্তে জরুরি যেটা সেটা হল একটা ভাল জায়গায় ডিম্যাট ও ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলা। তারপর আস্তে আস্তে ঠিকমতো নিজের সুগঠিত একটা শেয়ার প্রোফাইল গড়ে তোলা।

দেশজুড়ে বিরোধী দলগুলির কথা শুনলে মনে হবে কেন্দ্রে বোধহয় কোনও সরকারই নেই। যাও বা আছে তা অত্যন্ত নড়বড়ে। একবার ভোট হলে সেটাও ভেঙে পড়বে। অথচ দেশের আর্থিক সূচক ঠিক উলটো কথাটাই বলে আসছে। কিছুদিন আগেও ১১,৫০০–র ওপর নিফটি আর ৩৮ হাজারের ওপর সেনসেক্সের অবস্থান সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই তেমন খারাপ নয়। শক্তিশালী একটা শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে এভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের লাগাতার বেড়ে চলা সম্ভব নয়।

যদিও বিরোধীরা শেয়ার বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কোনও যোগসূত্র পাচ্ছেন না। ঘুরিয়ে অর্থবাজারের এই রমরমার পিছনে অপারেটর নির্ভর চালাকির কথা তুলে ধরছেন তারা। কিন্তু বিদেশি আর্থিক বিশেষজ্ঞ সংস্থা মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজ যে ভারতীয় বাজারকে লেটার মার্কস দিচ্ছেন তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। যে বিদেশিরা কোনও দেশের সেআর্থিক ভিত মজবুত না হলে লগ্নি করেন না তাদের ভারতের অর্থবাজারের প্রতি এত আগ্রহ তো আর এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। নিশ্চিতভাবে ভারত বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে একটা বড় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

সেই প্রেক্ষাপটে অন্যতম বড় কারণ হয়ে উঠেছে চিনের বৃদ্ধি থমকে যাওয়া। চিনের সর্বনাশ কার্যত ভারতের বাজারে পৌষমাস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

উত্তর–পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেলে ২৫৯০ তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ট্রেডে ২,৫৯০ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে উত্তর–পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেল। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্ট ১৯৬১ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস, ১৯৯২ অনুসারে উত্তর–পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেলের একাধিক ইউনিটের ডিভিশন ও ওয়ার্কশপের এক বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার, ফিটার–সহ বিবিধ ট্রেডে। এই প্রশিক্ষণের নোটিফিকেশন নম্বর : NF/ACT APPRENTICES/01/2019 (Shortfall of 2018).

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এন সি ভিটি বা এস সি ভি টি স্বীকৃত আই টি আই সার্টিফিকেট থাকতে বে। ম্যাসন ট্রেডের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কনস্ট্রাক্টর, লাইনম্যান ট্রেডের ক্ষেত্রে ওয়্যারম্যান ট্রেড গ্রাহ্য হবে।

কোন ডিভিশনে কত আসন : ডিভিশন আলিপুর দুয়ার : ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল : ওয়েল্ডার : ১৪টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি উপজাতি ১)। ফিটার : ৩৩টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১০)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১৫টি (সাধারণ ৯, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৪)। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেকানিক : ১১টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)।

ডিপার্টমেন্ট ইলেক্ট্রিক্যাল : ইলেক্ট্রিশিয়ান: ৯০ টি (সাধারণ ৫৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি ২৩)। লাইনম্যান : ২৮টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৮)।

ডিপার্টমেন্ট সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন : ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেইন্টেন্যান্স : ৪৯টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ১৪)।

ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কার্পেন্টার : ৪২টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১২)। ম্যাসন : ৮৫টি (সাধরারণ ৪৩, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ২৩)। পেইন্টার : ৭০টি (সাধারণ ৩৫, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৯)।

মোট আসনের মধ্যে ১৩টি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৪৪টি প্ররাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ডিভিশন রঙ্গিয়া : ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল : ওয়েল্ডার : ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৪)। ফিটার : ৫৫টি (সাধারণ ৩৩, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি২, ও বি সি ৬)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১২টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)।

ডিপার্টমেন্ট ইলেক্ট্রিক্যাল : ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৬৫টি (সাধারণ ৩৮, তফসিলি জাতি ২, ও বি সি ৪)। ফিটার : ৫৫টি (সাধারণ ৩৩, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৬)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১২টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)।

ডিপার্টমেন্ট সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন : ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেইন্টেন্যান্স : (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯)।

ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং : ম্যাসন : ১১২টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯)।

মোট আসনের মধ্যে ১২টি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৫০টি প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ডিভিশন লামডিং : ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল : মেশিনিস্ট ২২টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৩, ও বি সি ৬)। ওয়েল্ডার : ৩৭টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি৩, ও বি সি ৭)। ফিটার : ২৪০টি (সাধারণ ১৩২, তফসিলি জাতি ৩৬, তফসিলি উপজাতি ১৫, ও বি সি ৫৭)। ডিজেল মেকানিক : ২৯টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৯)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১৪০ টি (সাধারণ ৭০, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি উপজাতি ১১, ও বি সি ৩৮)। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেকানিক : ৩১টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৭)।

ডিপার্টমেন্ট ইলেক্ট্রিক্যাল : ইলেক্ট্রিসিয়ান : ২৯টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৩, ও বি সি ৯)। লাইনম্যান : ২০টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৪)।

ডিপার্টমেন্ট সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন

কাজের খবর

ওয়ার্কশপ : ফিটার : ৩২টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯)। মেশিনিস্ট : ৩২টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৩২টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯)। ওয়েল্ডার : ৩২টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯), কার্পেন্টার : ৩২টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯)। পেইন্টার : ৩০টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৮)।

ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং : ম্যাসন : ১২৮টি (সাধারণ ৬৪, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি উপজাতি ৯, ও বি সি ৩৫), পেইন্টার : ৫৫টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৫)।

মোট আসনের মধ্যে ৩৭টি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১২৬টি প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ডিভিশন তিনসুকিয়া : ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল : মেশিনিস্ট : ২টি (তফসিলি জাতি)। ওয়েল্ডার : ২৫টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৫, ও বি সি ২)। ফিটার : ১৩৪টি (সাধারণ ৭২, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি উপজাতি ১১, ও বি সি ৩২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৩৯টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ১১)। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেকানিক : ২৮টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৮)।

ডিপার্টমেন্ট ইলেক্ট্রিক্যাল : ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৪২টি (সাধারণ ৩০, তফসিলি জাতি ৯, ও বি সি ৩)। লাইনম্যান : ১৮টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)।

ডিপার্টমেন্ট সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন : ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেইন্টেন্যান্স : ৪৩টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১২)।

মোট আসনের মধ্যে ১৩টি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৪৪টি প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ডিভিশন নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ : ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল : মেশিনিস্ট : ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২)। ওয়েল্ডার : ৬৫টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ২১)। ফিটার : ২৯টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৫)। কার্পেন্টার : ৯ (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২)। ডিজেল মেকানিক : ৯টি (তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৬)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১৬টি (তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৭)। পেইন্টার : ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২)। টার্নার : ৩টি (তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেকানিক : ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২)।

ডিপার্টমেন্ট ই ডব্লু এস/বি এন জি এন : ওয়েল্ডার : ৫৫টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৫)। মেশিনিস্ট : ৪২টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১৪)। ফিটার স্ট্রাকচারাল : ৪০টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১)। ফিটার : ১৬টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)। মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার) : ৩০টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৮)। ইলেক্ট্রিসিয়ান : ২টি (তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)।

মোট আসনের মধ্যে ৭টি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৪৪টি প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ডিভিশন ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ : ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল : মেশিনিস্ট : ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাত ১, ও বি সি ২)। ওয়েল্ডার : ৩৬টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৬)। ফিটার : ৪০টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ৭, ও বি সি ৮)। কার্পেন্টার : ১২টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ২৫টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)। পেইন্টার : ১৩টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)। টার্নার : ১টি (তফসিলি জাতি)। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেশিন : ১২ টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)।

মোট আসনের মধ্যে ৬টি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১৯টি প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

বয়স : ১৮–৯–২০১৯ তারিখে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

স্টাইপেন্ড : প্রতি মাসে ন্যূনতম ৬,৯৬০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে মাধ্যমিক ও আই টি আই পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনপত্র ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.nfr.indianrailways.gov.in পূরণ করবেন যথাযথ ভাবে। যে কোনও একটি ইউনিটের জন্য আবেদন করবেন।

আবেদনপত্র ভরা খামের উপর লিখবেন : 'Application for engagement as Act–Apprentices & Designated trades applied for .... and .... Division / workshop.

৩১ অক্টোবরের মধ্যে রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে আবেদনপত্র পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে : Divisional Personnel Officer (I/C), Office of the Divisional Railway Manager (P). P. O. Alipurduar Junction. Dist. Alipurduar, West Bengal – 736 123, রঙ্গিয়ার ক্ষেত্রে : Sinior Personal Officer, Office of the Divisional Railway Manager (P), N. F Railway, Rangia P.O. Rangia, Dist Kamruo (Assam), Pin No. 781 354, লামডিংয়ের ক্ষেত্রে : Divisional Personner Officer (I/C), Office of the Divisional Railway Manager (P), P. O. Lumding, Pin – 782 447, Dist , Hojai, Assam. তিনসুকিয়ার ক্ষেত্রে : Divisional Personnel Officer (I/C), Office of the Divisional Railway Manager (P), Tinsukia, N. F. Railway, Tinsukia PIN No. 786 125, P. O. Hijuguri, Dist. Tinsukia (Assam), নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং ই ডব্লু এস / বি এন জি এন–এর ক্ষেত্রে : Asstt. Personnel Officer, Office of the Chief Workshop Manager / N. F. Railway Carriage & Wagon Workshop / New Bongaigaon, Pin – 783 381. ডিব্রুগড়ের ক্ষেত্রে : Senior Personnel Officer, NF, Railway Workshop, Dibrugarh, Pin : 786 001.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা আবেদনপত্রে সঙ্গে দেবেন

* দু'কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটো দুটি গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত করে আবেদনপত্র ও কল লেটার কাম অ্যাডমিড কার্ডের (অ্যানেক্সচার এ ও বি) নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

* ফি বাবদ ১০০ টাকার ক্রসড পোস্টাল অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট। মহিলা, তফসিলি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে লাগবে না। পোস্টাল অর্ডার 'Principal Financial Adviser, N. F. Railway, Maligaon'–এর অনুকূলে 'GPO/ Guwahati'–তে প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফট 'F.A & C. A. O., N. F. Railway'– এর অনুকূলে 'SBI / Maligaon Branch' –এ প্রদেয় হতে হবে।

* বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

* শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল।

* কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সাটিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

* প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

* যথাযথভাবে পূরণ করা কল লেটার–কাম অ্যাডমিট কার্ড।

* নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা ১১x৫ ইঞ্চি মাপের একটি খাম। খামের উপর ৫ টাকার ডাকটিকিট সেঁটে দেবেন। তফসিলিদের ডাকটিকিট সাঁটতে হবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ অক্টোবর – ২৫ অক্টোবর, ২০১৯

মেষ : আপনি এই সপ্তাহে মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। কোন কারণে আপনার সহকর্মীদের সাথে কিছু মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে এবং আপনি তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করবেন। আপনি আর্থিক বা অন্যান্য কোনো সমস্যার মুখোমুখি হবেন।

বৃষ : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম করবেন। আপনি এই সপ্তাহে আর্থিক এবং স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি এই সপ্তাহে সিনিয়র কর্মকর্তা বা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে পারেন, তাই আপনার মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত।

মিথুন : এই সপ্তাহে আপনি সুখী থাকবেন এবং সাফল্য অর্জন করবেন। আপনার বেশিরভাগ পরিকল্পনা সফল হবে। আপনি যদি পরিষেবাতে থাকেন তবে আপনার সিনিয়র ও সহকর্মীরা আপনার কাজ এবং আচরণ থেকে খুশি হবেন এবং আপনার সম্পর্কগুলি আন্তরিক হয়ে উঠবে।

কর্কট : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। আপনি দুপুরের আগে ভাল ফলাফল না পেতে পারেন, কিন্তু সন্ধ্যায় আপনি ভাল খবর পাবেন। আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। অতএব আপনি যত্নসহকারে ড্রাইভ করবেন এবং দীর্ঘ যাত্রা করবেন না।

সিংহ : এই সপ্তাহ আপনার জন্য সব বিষয়ে ভাল, এটি সামাজিক, আর্থিক বা মানসিক হতে পারে। আপনার দ্বারা তৈরি পরিকল্পনা দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং আপনি পূর্ববর্তী মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনি সংগীত সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি পছন্দসই সাফল্য পাবেন।

কন্যা : ভবিষ্যতের পরিকল্পনা অনুসারে এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুব উপকারী। আপনি পুরো সপ্তাহ শুভ ফলাফল পাবেন। আপনি যদি ব্যবসা করেন, আপনি ব্যবসা ট্রিপ করবেন। এই যাত্রা আর্থিক লাভের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে এবং কিছু নতুন ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপন হবে।

তুলা : আপনার পরিবারের পরিবেশ ভাল করার জন্য এই সপ্তাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দুপুরের আগে কোন ভাল খবর পাবেন। খবরটি জন্ম, বিবাহ বা পরিবারের অন্য কোনও বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে। আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয় এর বিবাহের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

বৃশ্চিক : আপনি এই সপ্তাহে মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার পত্নী বা সন্তানের সাথে কোনও বড় কারণ ছাড়াই কোনও বিবাদ ঘটতে পারে এবং আপনার সম্পর্কটি তিক্ত হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য অসুস্থ হতে পারে এবং আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হতে পারে।

ধনু : এই সপ্তাহ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয়গুলির জন্য খুব শুভ। আপনি যদি কোনও সোশ্যাল সার্ভিসের সাথে যুক্ত থাকেন তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার বন্ধুদের এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সন্ধ্যায় মজা করবেন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন।

মকর : আপনি এই সপ্তাহে স্বাভাবিক আর্থিক সুবিধা পাবেন। কিন্তু আপনি সামাজিক পর্যায়ে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি যদি সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে অনেক লোক আপনার সাথে দেখা করতে আসবে। আপনার পরিবার এবং পত্নীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব আন্তরিক হবে।

কুম্ভ : এই সপ্তাহ আপনার জন্য সফল এবং সুখী হবে। আপনি সকালে কিছু ভাল খবর পাবেন। আপনি আপনার কাজের উপযুক্ত ফলাফল পাবেন। আপনি কম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার ব্যবসার আরও লাভ উপার্জন করতে পারেন। আপনি অতীতে সম্পন্ন আপনার পরিশ্রমের উপকারী ফলাফল পাবেন।

মীন : এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি লেখক, কবি বা অভিনেতা হন, আপনার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করার জন্য সকালের সময় অনুকূল হবে। দিনের বেলায় আপনি কাজে ব্যস্ত থাকবেন এবং ভাল চিন্তা আপনার মনের মধ্যে আসবে। আপনি এই চিন্তাধারা থেকে অনুপ্রাণিত হবেন।

শব্দবার্তা ১৫০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। স্রোতস্বিনী, তটিনী ২। মাটি কোপানোর এক অস্ত্র ৪। 'হাতে — পাতে দই তবু বলে কই কই' ৫। বিবেক নেই এমন ৭। অতি অস্থির বা উৎকন্ঠিত ১০। ভেট, উপঢৌকন ১৩। গ্রীষ্মঋতু ১৪। সৈন্য, সৈন্যদল ১৫। বিছানায় থাকে ১৬। আস্তানা, ঘাঁটি।

উপর–নীচ

১। নতুন বিধি ব্যবস্থা ৩। বনাগ্নি ৪। এটা খুলেই তো ভেতরে প্রবেশ করেন ৬। মাটির খুরি ৮। মুসলমান রানি বা সম্ভ্রান্ত মহিলা ৯। এক প্রকার মিষ্টি ১১। আমল, যুগ ১২। প্রণয়চাতুর্য।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৪৯

পাশাপাশি : ১। কুলপ্রদীপ ৫। রাজি ৬। রাগ ৭। তরতম ৯। কদাকার ১১। হর্ম ১২। নাম ১৩। তসলিমাত।

উপর–নীচ : ২। লগনচাঁদা ৩। পরাগত ৪। মখদম ৮। তকতনামা ৯। কন্ঠরোধ ১০। রহমত।

অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন টু–হুইলার টেকনিশিয়ানের কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোটর বাইক, স্কুটার, স্কুটি প্রভৃতির মতো টু–হুইলার রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্সের প্রশিক্ষণ দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশনের স্কিল অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ এই কোর্সটি ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন এস ডি সি) কর্তৃক স্বীকৃত।

৩ মাসের এই প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে আধুনিক পদ্ধতিতে টু–হুইলার রিপেয়ারিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে হাতে–কলমে, জানিয়েছেন অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশনের মুখ্য আধিকারিক পার্থ মণ্ডল।

প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা হবে। সফলদের এন এস ডি সি–র সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। পার্থবাবু জানিয়েছেন, প্রশিক্ষিতদের বিভিন্ন টু–হুইলার প্রস্তুতকারী সংস্থা ও সার্ভিস সেন্টারে চাকরির ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের তরফে সহায়তা করা হবে।

অন্তত ক্লাস এইট পাশ তরুণ–তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন কররতে পারেন। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। ভর্তির ফি ১ হাজার টাকা। ভর্তির শেষ তারিখ ২৪ অক্টোবর। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২৬ অক্টোবর থেকে।

যোগাযোগের ঠিকানা : সেডি, অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন, সাঁকরাইল, ধূলাগাড়ী, হাওড়া। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে। ফোন : ৯৬৮১৪ ৬৪১৫৬, ৮২৪০৮ ৫০১৮১।

আতস কাঁচে

রাম মন্দিরে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাম মন্দিরে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার শ্মশান ঘাট এলাকার রাম মন্দিরে।কি ভাবে রাম মন্দিরে আগুন লাগলো সে বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি রবিবার রাতে আগুনে পুড়ে যায় রামের মূর্তি সহ মন্দিরের বেশকিছু অংশ। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় মানুষজন আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির হয় ক্যানিং থানার পুলিশ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান লক্ষ্মী পুজোর রাতে প্রচুর বাজি পটকা ফাটায় এমন আগুন লাগার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

নলকূপে গ্যাস, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এলাকায় পানীয় জলের হাহাকার হওয়ায় গ্রামবাসীদের দাবি মেনে সরকারি টাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে তৈরি হয়েছিল নলকূপ।এলাকায় নলকূপ বসায় গ্রামবাসীরা খুশি হয়েছিলেন পানীয় জলের কষ্ট থেকে মুক্ত হবেন বলে।কিন্তু বিধি বাম!যে নলকূপ থেকে জল বের হওয়ার কথা ,সেই নলকূপ থেকে বেরিয়ে আসছে দাহ্যপদার্থ গ্যাস।আগুনের সংস্পর্শে হলে মুহূর্তে জ্বলেও উঠছে।আর এই কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসীরা।

এমনই অবাক কান্ড ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের রামচন্দ্র খালি গ্রামপঞ্চায়েতে ইটাভাটি গ্রামে।এবিষয়ে বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা বলেন, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে, তবে যাতে করে এলাকা কোনও প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে প্রশাসন নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিপজ্জনক পারাপার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ প্রায় ৭–৮ বছর ধরে পিয়ালি নদীর উপর ভাঙা কাঠের সেতু দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা।গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রশাসনের বিভিন্ন দরজায় একাধিকবার কড়া নেড়েও মেলেনি কোনও সুরাহা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বদুকুলা গ্রামের মধ্যদিয়ে বয়ে গেছে মধ্যযুগের দাপুটে নদী পিয়ালি।আর এই বদুকুলা সহ অন্যান্য এলাকার মানুষজন হাতে টানা দড়ির খেয়া নৌকা করে পারাপার হতে এই পিয়ালি নদী।হাতে টানা দড়ির খেয়া নৌকায় উঠতে গিয়েই অনেক সময় দুর্ঘটনায় পড়তেন সাধারণ মানুষজন।এমনকি বিগত দিনে দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যুও হয়েছে এই পিয়ালি নদীর খেয়া পারাপার হতে গিয়ে। এই খেয়া দিয়ে প্রতিদিন বদুকুলা, গোপালপুর, তিলপী, হেড়োভাঙা, মেরীগঞ্জ, ধোষা,বারুইপুর,জয়নগর,কুলতলির মানুষজন পারাপার হন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। পাশাপাশি নলিয়াখালী হরিনারায়ণী বিদ্যাপীঠ, ইটখোলা রাজনারায়ণ হাইস্কুল, তিলপি কামালিয়া হাইমাদ্রাসা সহ এলাকা অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। এমন অহরহ দুর্ঘটনা ঘটায় শঙ্কিত গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে ২০১১ সালে এ বিষয়ে বাম সরকারের বিভিন্ন দফতরে একাধিবার জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে ভয়ানক পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পেতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই গ্রামে চাঁদা তুলে পিয়ালি নদীর উপর একটি কাঠের সেতু তৈরি করেন ২০১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে।

বেহাল রাস্তা, নাজেহাল সাধারণ পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘদিন ধরেই যাতায়াতের রাস্তার অবস্থা বেহাল। প্রশাসনের বিভিন্ন দরজায় কড়া নাড়া দিয়েও লাভের লাভ কোনও কিছুই হয়নি। বাসন্তীর থানার সোনাখালি থেকে কলাহাজরা এবং সোনাখালি থেকে বাসন্তী চৌমাথা পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল।এই রাস্তায় ফুলমালঞ্চ,রামচন্দ্র খালি ও বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭–৮টি স্কুলের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। বিগত দুবছর ধরে রাস্তার কোনও সংস্কার না হওয়ায় রাস্তায় বিশাল বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টি হলেই সেই সমস্ত খানাখন্দে জল জমে যায়। আর সেই জমা জলের উপর দিয়ে গাড়ি চলাচলের সময় রাস্তার নোংরা জমা জল ছিটিয়ে লাগে ছাত্র ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের পোশাকে।পাশাপাশি বাড়ছে ঝুঁকিপূর্ণ বিপদও।এই রাস্তা দিয়ে ইঞ্জিন চালিত মোটর ভ্যান,অটো,টোটো,বাস,ম্যাজিক গাড়ি চলাচল করে। রাস্তার অবস্থা বেহাল হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে গাড়ি সহ গাড়ির যন্ত্রাংশ। টোটো চালক অজয় রায়,সইদুল মোল্লা বলেন, রাস্তার অবস্থা জঘন্য,আর রাস্তা খারাপ হওয়ার জন্য গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে আবার দুর্ঘটনার সম্মুখীনও হতে হচ্ছে।

অন্যদিকে স্কুল পড়ুয়া আজমীরা খাতুন,অলোক মন্ডল,নমিতা বর্মন,দেব সরদার'রা বলে রাস্তার খারাপ হওয়ায় স্কুলে যাওয়ার সময় সমস্যায় পড়তে । আবার রাস্তার খানাখন্দে সাইকেল পড়ে গিয়ে ক্ষতি হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা ভবতোষ মন্ডল,রূপচাঁদ সরদার বলেন দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এমন বেহাল দশা চলছে,কারোর কোনও হেলদোল নেই। আর সমস্যা পোহাচ্ছে সাধারণ মানুষজন।

রাস্তা খারাপের কথা স্বীকার করে বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামালউদ্দিন লস্কর বলেন, রাস্তা দুটি ভালোই ছিল,এই বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যাতে করে খুব শীঘ্রই রাস্তার সংস্কার হয় সে জন্য সড়ক ও পূর্ত বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কে জানানো হয়েছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

বাঘের গ্রাসে স্বামী, অসহায় স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : শুক্রবার সকালে কাঁকড়া ধরার সময় আচমকা জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে আক্রমণ করলে নিখোঁজ হয় এক মৎস্যজীবী। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম বাসুদেব ভুঁইয়া। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের কলস জঙ্গল এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গোবর্ধনপুর কোষ্টাল থানার দাসপুর এলাকার বাসিন্দা মৎস্যজীবী বাসুদেব ভুঁইয়াএবং তার স্ত্রী সরস্বতী ভুঁইয়া সহ আর ২ জন মৎস্যজীবী গত ১০ অক্টোবর একটি নৌকা করে কাঁকড়া ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে নদীতে।পরের দিন সকালে ২ জন মৎস্যজীবী কাঁকড়া ধরছিলেন ঠাকুরানী নদীতে।আর মৎস্যজীবী বাসুদেব ভুঁইয়া তার স্ত্রী সরস্বতী ভুঁইয়া প্রাতঃক্রিয়া করার জন্য নৌকা থেকে জঙ্গলের মধ্যে নামে।

সেই সময় কলস জঙ্গল থেকে হঠাৎই বাঘ বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাসুদেব ভুঁইয়ার উপর।বাঘ এক ঝটকায় মৎস্যজীবী বাসুদেব ভুঁইয়াকে পীঠে তুলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে চলে যায়। এদিকে কিছুটা দূরে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করছিল স্ত্রী সরস্বতী ভূঁইয়া। সে দেখতে পায় তার স্বামীকে বাঘে নিয়ে চলে যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে। আর এই দৃশ্য দেখে সে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে। বাকি মৎস্যজীবীরা চিৎকার শুনতে পেয়ে পটকা ফাটাতে থাকে।ততক্ষণে বাঘ বাসুদেব ভূঁইয়াকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর স্ত্রী।বাকি মৎস্যজীবীরা সরস্বতী ভুঁইয়াকে সান্ত্বনা দিতে থাকে এবং নৌকায় করে এদিন বিকালে তাকে নিয়ে আসে গ্রামে ।আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়ে।অন্যদিকে গত ১০ অক্টোবর গোসাবা ব্লকের পীরখালি ২ নম্বর জঙ্গলের জোড়াবক্কীতলা খাল এলাকায় কাঁকড়া ধরার সময় বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় মৎস্যজীবী কার্তিক মন্ডলের।ফলে নদীগুলিতে কাঁকড়া ধরার সময় বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবীর মৃত্যু এবং নিখোঁজ মৎস্যজীবী ঘটনায় সুন্দরবন জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।বন দফতর জানান বাঘের আক্রমণে এক মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয়।নিখোঁজ মৎস্যজীবী খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে বনকর্মীরা।তবে কিভাবে এমন ধরনের ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম কার্তিক মণ্ডল(৫৬)। বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের ২ নম্বর পীরখালি জঙ্গলের জোড়া বক্কীতলা খালের কাছে।কার্তিক বাবুর দুই সঙ্গী মাঝি জয়দেব মন্ডল ও তুষার মন্ডল কার্যত বাঘের সঙ্গে লড়াই করেই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাকে প্রাণে বাঁচাতে পারেননি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা থানার বালি ১ গ্রামপঞ্চায়েতের সত্যনারায়ণপুর থেকে গত বুধবার রাত আটটা নাগাদ একটি ভাড়া করা নৌকা ও দুই সঙ্গী মাঝি জয়দেব মন্ডল ও তুষার মন্ডল কে সাথে নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন কার্তিক বাবু।বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ নিজেদের নৌকা নোঙর করে যখন সকলে কাঁকড়া ধরার দোন তুলছিলেন ঠিক তখনই জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আচমকা লাফিয়ে পড়ে কার্তিক বাবুর উপরে। মুহূর্তে তাকে নিয়ে নৌকা থেকে নদীর জলে পড়ে যায় বাঘটি। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করার পর কার্তিক বাবুর ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দেয় বাঘ। এরপর শিকার কে ধরে টানতে টানতে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঘ প্রস্তুত হলে,কার্তিক বাবুর দুই সঙ্গী নৌকার হাল এবং কাঁকড়া ধরার শিক নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করেন। দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ে বেগতিক বুঝে বাঘ শিকার কে নদীর জলে ফেলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।দুই সঙ্গী কার্তিক বাবুকে জল থেকে উদ্ধার করলেও ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে। অবশেষে সঙ্গীকে উদ্ধার করেন নৌকায় করে জয়দেব ও তুষারবাবু সত্যনারায়ণপুর গ্রামে ফিরে আসেন। মৃতদেহ সত্যনারায়ণপুর গ্রামে আসতেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া । পরে সেখান থেকে মৃতদেহ গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, সেখান থেকে গোসাবা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।অন্যদিকে বনদফতরও বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী মেনকা মন্ডল কে নিয়ে এক দরিদ্র পরিবার। কার্তিক বাবু কোনও রকমে দীনমজুরের কাজ করে সংসার চালাতেন। কার্তিক বাবুর দুই ছেলে গোপাল ও শ্রীনাথ মন্ডল পড়াশোনা ছেড়ে দিলেও একমাত্র মেয়ে সাধনা মেদিনীপুরের একটি কলেজে নার্সিং কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করছে।

ছাদ ভেঙে আহত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুটি বিল্ডিংয়ের সংযোগকারী কংক্রিটের ছাদ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় আহত হল সাত ছাত্রী। তাদের মধ্যে দু'জনের আঘাত সব চেয়ে বেশি হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাদের কে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। বুধবার এমন দুর্ঘটনার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ হাইমাদ্রাসায়। একটানা ছুটি শেষে এদিনই খুলছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। স্বাভাবিকভাবেই পড়ুয়ারা নিজেদের ক্লাসে যাওয়ার জন্য ভিড় জমায় দুটি বিল্ডিংয়ের সংযোগকারী একটি কংক্রিটের পাটাতনের ওপর।আচমকাই সেই কংক্রিটের ছাদটি ভেঙে পড়লে কংক্রিটের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা জনা দশেক ছাত্রী ওপর থেকে নীচে পড়ে যায়। সেই ঘটনায় সাতজন সাতজন ছাত্রী আহত হয় । পাটাতন ভেঙে পড়ার আওয়াজে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও দ্রুত চলে আসেন দুর্ঘটনাস্থলে। আহতদের কে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করা হয়। আহতদের মধ্যে হাফিজা শেখ ও তাফিজা শেখের শরীরে আঘাত বেশি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। তারা দু'জনেই দশম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে সেখানে। এদিকে এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে চলে যান কুলতলির বিডিও বিপ্রতীম বসাক ও ওসি সুমন দাস। তারাই বাকি আহত পাঁচ ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য পাঠান জামতলায় কুলতলি ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে। কংক্রিটের এই সংযোগকারী পাটাতন ভেঙে পড়ায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন সেখানে প।তে আসা পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির দুটি বিল্ডিং তৈরি হয়েছিল যথাক্রমে ২০০৯ ও ২০১১ সালে। খুব অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুর্ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে নির্মাণ কাজের গুণমান নিয়ে । দুর্ঘটনাগ্রস্থ মাদ্রাসাটির শিক্ষক মাসুম আক্তার বলেন, 'কদিনপর এদিন মাদ্রাসা খোলার পরই দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়। আমি সেখান যাওয়ার পরই ঘটনাটি জানতে পেরেই দুই গুরুতর আহত ছাত্রীকে নিয়ে চলে আসি বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রহিম মোল্লা অভিযোগ করেন বলেন,'নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে কংক্রিটের পাটাতন টি করা হয়েছিল বলেই তা ভেঙে পড়েছে । এবিষয়ে কুলতলি ব্লকের বিডিও বিপ্রতিম বসাক বলেন,'সাতজন পড়ুয়ারা আহত হয়েছে জেনেছি। ঘটনাটি জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।

আক্রান্ত টোটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি: এলাকার মদ্যপ যুবকদের হাতে আক্রান্ত হলেন চারজন টোটো চালক।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বাসন্তী থানার জ্যোতিষপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ৪ নম্বর হরেকৃষ্ণ পুর এলাকায়।গুরুতর জখম অবস্থায় মইদুল মোল্লা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এবং অজয় রায় বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।নুর ইসলাম মোল্লা সহ দুজন টোটো চালক কে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেন চিকিৎসকরা। আক্রান্ত টোটো চালকরা এবিষয়ে বাসন্তী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বাসন্তী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন জনাকয়েক যাত্রী নিয়ে টোটো চালক মইদুল সোনাখালি বাজার থেকে রাণীগড় যাওয়ার সময় স্থানীয় যুবক বনমালী দোলুই এর নেতৃত্বে সাতজন মদ্যপ যুবক আচমকা টোটোর পথ আটকে চালক মইদুল কে নামিয়ে রাস্তার উপর ফেলে বেধড়ক মারধোর শুরু করে। ঘটনাস্থলে অন্যান্য টোটো চালকরা এসে গেলে তাদের কে ও লাঠি রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধর করে মদ্যপ বনমালী দোলুই,সূর্য দোলুই,সন্টু হালদার,মোহন মাইতি, ভোম্বল দোলুই, ছোট্টু দোলুই, লাল্টু দোলুইরা পালিয়ে যায়।অন্যান্য টোটো চালকরা খবর পেয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় চারজন টোটো চালক কে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার

জন্য বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়।মইদুলের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

উত্তরের আঙিনায়

শিলিগু।তিতে এনবিএমসিএইচ(NBMCH) এ ডিজিটাল এক্স–রে বিভাগে বৈদ্যুতিক পরিষেবা নেই এইসনিয়ে প্রচুর বিক্ষোভ জনগনের মধ্যে,প্রত্যেকেই অভিযোগ রোগীদের সমস্যা বা।ছে পরিসেবা না পাওয়ার ফলে

বাইক চোর গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধরা পড়লেন বাইক চুরির মূল অভিযুক্ত তপন সাহা। জানা গিয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে শক্তিগড় এলাকা থেকে একটি মোটর বাইক চুরির অপরাধে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্ত দুই যুবককে আদালতে তোলা হলে তাদেরকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। বর্তমানে ওই দুই অভিযুক্ত জলপাইগুড়ি সংশোধনাগারে রয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে অপর এক দুষ্কৃতী তপন সাহার নাম পায় পুলিশ।প্রায় একমাস গা ঢাকা দিয়েছিল তপন সাহা।অবশেষে সোমবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

ডক্টরস রুমে আটকে শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: কর্মীদের ভুলে আটকে শ্রমিক জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ডক্টরস রুম মেরামতির কাজ চলছিল। আজও সেখানে কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। সন্ধ্যায় অন্যান্য শ্রমিকেরা চলে গেলেও টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা রাকেশ(১৮) নামে এক শ্রমিক সেখানেই ছিলেন।

অন্যদিকে সেইসময় হাসপাতালের কর্মীরা ডক্টরস রুমে তালা দিয়ে চলে যায়। ফলে রুমের ভেতরেই আটকে পড়েন রাকেশ। প্রায় এক ঘন্টা ধরে আটকে থাকার পর তার চিৎকার শুনে ফের হাসপাতাল কর্মীরা এসে ডক্টরস রুমের দরজা খুলে দিলে বাইরে আসেন ওই শ্রমিক।

গাড়ি উল্টে আহত ৩

নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত সাহুডাংগির কাছে পথদুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি। ঘটনায় আহত তিনজন। একটি বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় গাড়িটি এবং গিয়ে ধাক্কা মারে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে রাস্তার উপরে উল্টে যায় গা।টি

আন্দোলনে ফুলবাড়ির ট্রাক মালিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ি স্থল বন্দরে আন্দোলনে নেমেছিল ফুলবাড়ি ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। তাদের অভিযোগ ছিল ভুটান থেকে আসা পাথরবোঝাই ট্রাক ওভারলোডিং করে নিয়ে এলেও জরিমানা করে না রাজ্য সরকার বা প্রশাসন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কোনও যানবাহন বাংলাদেশ যাচ্ছে না, একমাত্র ভুটানের গাড়ি বাণিজ্য করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছেন ভারতের পাথর ব্যবসায়ী, ট্রাকচালক ও মালিকরা। তারা অভিযোগ তোলে ভুটানের গাড়ি ওভারলোডিং আনার ক্ষেত্রে চলছে দফারফা।তারা কাটমানি, অবৈধভাবে টাকা নেওয়া ও ওভারলোডিং বন্ধে আন্দোলন শুরু করেন।

এই আন্দোলনে কয়েকজনের নাম জড়িয়ে অভিযোগ তুলে ফুলবাড়ি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সোমবার ফুলবাড়িতে চলে বিক্ষোভ। ফুলবাড়ির বাসিন্দা, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য তথা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দেবাশীষ প্রামাণিকের বিরুদ্ধেও স্লোগান তুলতে থাকে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। এমনকি দেবাশীষ প্রামাণিক কে গ্রেপ্তারের দাবীও তোলা হয়। বিক্ষোভের বারো ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার ফুলবাড়ির পাথর ব্যবসার সাথে যুক্ত ট্রাক মালিক এবং চালকেরা দেবাশীষ বাবুর পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্থানীয় ট্রাক মালিক এবং চালকদের সাথে ছিলেন এলাকার তৃণমূলের কিছু সংগঠনের সদস্যরাও। এতদিন ফুলবাড়ি ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন যে দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল প্রায় ঠিক একই দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন ফুলবাড়ির স্থানীয় কিছু ট্রাক মালিক।

তবে দাবির মধ্যে একটি বাড়তি দাবিও রয়েছে। তাহল ভুটানের গাড়ির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের গাড়িতেও পাথর নিয়ে যেতে দেওয়া হোক বাংলাদেশে। বর্তমানে কেবলমাত্র ভুটানের গাড়ি পাথর নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে। যেতে দেওয়া হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের কোনও যানবাহন কে। মঙ্গলবার সকালে ফুলবাড়িতে বিক্ষোভ আন্দোলন করে পশ্চিমবঙ্গের গাড়িকেও পাথর নিয়ে বাংলাদেশ যাবার অধিকার দেওয়ার দাবি তুলেছেন স্থানীয় চালক এবং ট্রাক মালিকেরা। একদিকে ভুটানের ওভারলোডিং ট্রাক বন্ধের দাবি এবং দেবাশীষ প্রামাণিক এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, অপরদিকে দেবাশীষ প্রামাণিক এর পাশে স্থানীয় ট্রাক মালিকদের নয়া আন্দোলন। সব মিলিয়ে পারদ চড়ছে ফুলবাড়ির সীমান্তবর্তী এলাকায়। আর এই কারণেই স্বাভাবিক ভাবে দুই পক্ষের আন্দোলন নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

পাথর বাণিজ্য নিয়ে চাপে হোক, কিংবা জনমত ভিন্ন পথে চলে যাওয়াতেই ফুলবাড়িতে চলছে দুই পক্ষের আন্দোলন নিজেদের ক্ষমতা দখলে রাখতে। তবে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ফুলবাড়িতে থাবা বসানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। ইতিমধ্যে সোমবার ফুলবাড়ি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে যে আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে বিজেপির বেশ কয়েকজন যোগ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন দেবাশীষ প্রামাণিক।

দেবাশীষ বাবুর অভিযোগ, বিজেপির ফুলবাড়ি সীমান্ত কে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ফুলবাড়ির স্থানীয় ট্রাক মালিক এবং চালকেরা চায় শান্ত থাকুক ফুলবাড়ি। কিন্তু বহিরাগত বেশকিছু ট্রাক মালিক এবং চালক বিজেপির ইন্দনে ফুলবাড়ি কে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর ফলে ভারত–বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।আখেরে ক্ষতি হচ্ছে ফুলবাড়ি স্থানীয় মানুষের রুটি–রুজির। তবে বিজেপির দার্জিলিং জেলা শিলিগুড়ি সভাপতি অভিজিত রায় চৌধুরী জানিয়েছেন বিজেপি এই আন্দোলনের সাথে কোনওভাবেই যুক্ত নয়।

ফুলবাড়িতে অন্যায়ের প্রতিবাদে ট্রাক মালিকরা প্রতিবাদ করছেন এর সাথে বিজেপির কোনও যোগাযোগ নেই।তবে সোমবারের অবস্থান বিক্ষোভ এবং আন্দোলন মঙ্গলবার অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে স্থানীয় ট্রাকচালক এবং মালিকদের নয়া আন্দোলনের ফলে। এখন এটাই দেখার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা জলপাইগুড়ির জেলা পরিষদ সদস্য ফুলবাড়ির দাপুটে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দেবাশীষ প্রামাণিক কিভাবে ফুলবাড়ির ভারত–বাংলাদেশ বাণিজ্য নিয়ে ওঠা আন্দোলন শান্ত করে ভুটানের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের পাথর ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিরসন করেন।

কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ কোচবিহার, ১৭ অক্টোবর – ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শততম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সিপিআই(এম) কোচবিহার জেলা সদর দপ্তরে দলীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি ১০০রক্ত পতাকা সহযোগে কোচবিহার শহরে মিছিল করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। এদিন পার্টি দপ্তরে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআই(এম) নেতা তারিণী রায়। এরপর লাল পতাকায় সজ্জিত মিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে শেষ হয় এই পার্টি দপ্তরেই।

এদিন গোটা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির ১০০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন এই কর্মসূচি গ্রহণ করে জেলা সিপিআই(এম)। শুধু কোচবিহার সদরেই নয়, জেলার প্রত্যেকটি মহকুমায় পার্টি দপ্তরে এই কর্মসূচি পালন করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার সিপিআই(এম) নেতা কর্মীরা। দীর্ঘ শতবর্ষে দুর্গম পথ অতিক্রম করে এসেছে কমিউনিস্ট পার্টি। এর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে লাগাতার সংগ্রাম এবং এক কথায় বলা যায় স্রোতের বিপরীতে আজও এই সংগ্রাম চলছে দ্বিধাহীনভাবে। এছা।াও সমাজ পরিবর্তনের সাফল্যের সাথে এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সিপিআই(এম)এর নেতৃত্বে বামপন্থীরা সরকার তৈরি করে যে বিকল্প রাস্তা দেখিয়েছে, তার সবটাই মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে পার্টির এই শততম প্রতিষ্ঠা দিবসে বলে এদিন জানান সিপিআই(এম) নেতা তারিণী রায়।

তিনি বলেন, আজকের দিনে সাম্প্রদায়িক শক্তি সহ বিভেদকামী শক্তি ও সন্ত্রাসবাদীরা অতি মাত্রায় সক্রিয়। এর প্রতিবাদে সি পি আই (এম)এর নেতৃত্বে বামপন্থীরা সক্রিয়ভাবে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, মানুষকে সংগঠিত করছে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তাদের এই কর্মসূচি বলে জানান তিনি।

জোরজবরদস্তি চাঁদা তোলার অভিযোগ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : দাবিমতো চাঁদা না দেওয়ায় বাসের ড্রাইভারকে বেধড়কভাবে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল ৮ টা নাগাদ ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গোপীবল্লভপুর থেকে টাটাগামী একটি বাসের ড্রাইভার লক্ষ্মী পুজোর চাঁদা না দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এ বিষয়ে পারমিতা বাসের ড্রাইভার ত্রিভঙ্গ বিশুই বলেন, আমাকে লক্ষ্মী পূজার জন্য ৬০০ টাকা চাঁদা চাওয়া হয়। তখন ওই ড্রাইভার বলেন আমি কিছু টাকা কম করতে বলায় আমাকে বাস দাঁড় করতে বলে আমার উপর মারধর করতে শুরু করে দেয়। পড়ে ওই ড্রাইভার এর বাড়ির কাছে বিরসাচকে জোর জুলুম ভাবে চাঁদা তোলার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করেন। ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এদিকে প্রশাসন সূত্রে জানা যায় তারা প্রতিটি পুজো কমিটিকে জানিয়েছেন জবরদখল ভাবে রাস্তায় চাঁদা তোলা যাবে না।

দাঁতালের তাণ্ডবে প্রাণ গেল গবাদি পশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলায় দিনের পর দিন যে ভাবে দাঁতাল হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির সাধারণ মানুষ কে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর এই দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে কখনো সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে আবার কখনো গৃহপালিত পশুর প্রাণ যাচ্ছে। আবারো সেই বুনো দাঁতালের তাণ্ডবে প্রাণ গেল বেশ কয়েকটি গবাদিপশুর। এমনকি গৃহস্থের দুটি বাড়ি ভেঙে দিয়েছে বুনো দাঁতাল। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রামের বাঁধ গোড়া অঞ্চলের নলবনা এবং ডাহিপাল গ্রামে। কলাবনি জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে বেশ কয়েকদিন ধরে দলমার দাঁতাল হানা দিয়ে যাচ্ছিল। গতকাল ভোর রাতে একটি বুনো দাঁতাল গ্রামে ঢুকে বেশ কয়েকটি গরু ও শুয়োর মেরে ফেলে। এবং গৃহস্থের দুটি বাড়ি ভেঙে দেয়। বর্তমান কলাবনি জঙ্গলে ১৫০ টি বুনো দাঁতাল রয়েছে বলে দাবি করেন গ্রামবাসীরা। যা দেখে সাধারণ মানুষের দাবি হাতির তাণ্ডব একাধিকবার হওয়া সত্ত্বেও বনদপ্তর কেন চুপচাপ তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম এলাকায় সকলে এক নামে বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে চেনে যতীন বেরা কে। এবার তারই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত্রি ১২ টা নাগাদ ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের অন্তর্গত শাশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়াপিঞ্ছা গ্রামে। কি কারণে আগুন লাগল বা কে বা কারা আগুন ধরালো তা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে॥ এনিয়ে বাড়ির মালিক যতীন বেরা বলেন, তিনি তার ওই বাড়িটি কয়েকমাস ধরে এক রাজমিস্ত্রি কে ভাড়া দিয়েছিলেন। কাল রাত্রি ১২ টা নাগাদ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। তবে দোষীদের যতক্ষণ না শনাক্তকরণ করা হচ্ছে আমি বলতে পারছি না কে বা কারা আগুন ধরিয়েছে। অপরদিকে বাদল বারিক নামে এক গ্রামবাসী দাবি বাড়িতে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরিয়েছে। আর এই আগুন লাগার ফলে বাড়ির সব আসবাবপত্র থেকে শুরু করে একটি মোটরসাইকেল ও দুটি সাইকেল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯ অক্টোবর – ২৫ অক্টোবর, ২০১৯

চুয়ান্নর চ্যালেঞ্জ

জাত, ধর্ম, বর্ণ এমনকি রাজনৈতিক রঙকে দূরে সরিয়ে রেখে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির ছাতার তলায় শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া, খেটে খাওয়া মানুষের অভাব–অভিযোগ, দুঃখ–দুর্দশা শাসকের সামনে তুলে ধরতে এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে ১৯৬৬ সালের ১৩ অক্টোবর আলিপুর বার্তা যে যাত্রা শুরু করেছিল তা আরও একটি বছর পেরিয়ে চুয়ান্নতে পড়ল। দিনে দিনে বদলেছে পত্রিকার রঙ–রূপ, ঝকঝকে হয়েছে শরীর, মসৃণ হয়েছে ত্বক। রূপচর্চা আর বিস্তৃতিতে নিজেকে বদলালেও, বদলায়নি আদর্শ আর অঙ্গীকার। একমাত্র দেশ ও দেশবাসীর প্রতি দায়বদ্ধতায় এখনও সেই ছেষট্টির গন্ধ। হুমকি, চোখরাঙানিতেও নড়ে যায় নি শপথের ভিতটা। শুধুমাত্র এই কারণেই সংবাদমাধ্যমের দুশো বছরের ইতিহাসে আলিপুর বার্তার স্থান অনন্য।

তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রকৃত সাংবাদিকতার চুয়ান্ন বছরের যাত্রাপথে বন্ধু কমেছে একের পর এক। একদিকে যেমন রাজনৈতিক আগ্রাসন বেড়েছে সংবাদ মাধ্যমের উপর তেমনি মূল্যবৃদ্ধির বাজারে টিকে থাকাই দায় হয়েছে আদর্শে আঁকড়ে থাকা পত্র–পত্রিকার। শাসকের অসহযোগিতাও ক্রমশ প্রতিকূল করে তুলেছে সংবাদ সংগ্রহকে। ফলে সংবাদ আকাশ থেকে খসে গিয়েছে ছোট বড় বহু নক্ষত্র।

গণতন্ত্রের স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম বর্তমানে কর্পোরেটের হাতে সংবাদ পরিবেশনের শিল্প মডেল। শাসকের বিরোধিতায় শুরু হওয়া সংবাদপত্র আজ বিরল প্রজাতির প্রাণীর মতো অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে।

তবু এরই মধ্যে এগিয়ে চলেছে আলিপুর বার্তা। গত বছরে নতুনভাবে পা রেখেছে উত্তরবঙ্গে। নতুন দৃষ্টি উন্মোচন করেছে ইউটিউব চ্যানেলে। প্রকাশ করেছে শারদীয় সংখ্যা। আর এই সবই সম্ভব হয়েছে পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা, পরিবেশক ও বলিষ্ঠ সাংবাদিক বন্ধুদের ভালোবাসা ও সহযোগিতায়। সামনে আরও একটি বছর। আরও একটি চ্যালেঞ্জ। চাই শুধু নিরপেক্ষ সংবাদের প্রতি আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন যা আমাদের একমাত্র পাথেয়।

চুয়ান্নর জন্মদিনের শুরুতে সকলকে জানাই বিজয়ার শুভেচ্ছা ও আগামী শ্যামাপূজা, দেওয়ালি ও ছটপুজোয় সাজানো শারদ উৎসবের শুভ কামনা। চিরস্থায়ী হোক দেশ ও দশের সুখ সমৃদ্ধি।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্ম ও তাহার রহস্য

আমাদের অতি নিকটেই যেকর্তব্য রহিয়াছে– যাহা এখন আমাদের হাতে আছে, তাহা উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে পারি যে, জীবনে ও সমাজে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় ও সম্মানজনক কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব ও অধিকার আমরা লাভ করিব।

প্রকৃতির বিচার সর্বত্রই সমানভাবে কঠোর এবং নির্দয় হইয়া থাকে।

সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট জীবন ভাল বা মন্দ কোনটিই নয়।

প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তিরই কৃতকার্যতার পশ্চাতে কোথাও অসাধারণ দৃঢ়তা ওঐকান্তিকতা বর্তমান। ইহাই তাহার জীবনে বিরাট সফলতার হেতু। সে হয়তো সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইতে পারে নাই,কিন্তু সে ক্রমশঃ এই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। সে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইতে পারিত, তবে তাহার জীবন বুদ্ধ বা খ্রীস্টের জীবনের মতো মহান ও সার্থক হইতে পারিত। স্বার্থশূন্যতার তারতম্যের উপরই সর্বক্ষেত্রে সফলতার তারতম্য নির্ভর করে।

মানবজাতির মহান নেতৃবৃন্দ নির্দিষ্ট সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চতর কর্মক্ষেত্রের জন্যই আসেন।

আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে

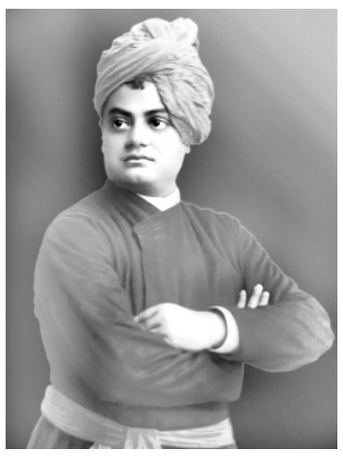

না, যাহা সম্পূর্ণ পবিত্র বা একেবারে অপবিত্র– এখানে 'পবিত্রতা' অথবা 'অপবিত্রতা' হিংসা বা অহিংসা অর্থে গ্রহণ করিতে হসবে। আমরা অপরের অনিষ্ট না করিয়া শ্বাস–প্রশ্বাস ত্যাগ বা জীবনদারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া। আমাদের বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুন অপর কতকগুলি প্রাণীর স্থানাভাব হইতেছে– হয়তো কোন মানুষের বা অপর প্রাণীর বা কোন ছোট উদ্ভিদের– কিন্তু যাহারই হউক না কেন, আমরা কোন না কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। তাহাই যদি হইল, তবে স্বভাবতই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, কর্মের দ্বারা কখনো পূর্ণতা লাভ হয় না। আমরা অনন্তকাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসার–যন্ত্র হইতে বাহির হইবার পথ পাইব না; আমরা ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু কাজ কখনো শেষ হইবে না।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং ভালবাসার সহিত কাজ করে, ফলাফলের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু ক্রীতদাসকে চাবুক মারার প্রয়োজন হয়; ভৃত্য পারিশ্রমিক চায়। জীবনের সর্বত্র এইরূপ। জনসভার কোন বক্তা একটু বাহবা চায়। এইগুলি না দিয়া যদি তাহাকে এক কোণে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে, কেন না এইগুলি তাহার প্রয়োজন।

ফেসবুক বার্তা

বাড়িটি দেখে রাখুন

ঠিকনা ~ দক্ষিণডিহি ফুলতলা, জেলা - খুলনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি

আলিপুর বার্তা এর সত্যতা যাচাই করেনি

জাতীয় জন নিবন্ধীকরণ নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে জন নিবন্ধীকরণ প্রসঙ্গে এক বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়। প্রথম বক্তা হিসাবে সর্দার আমজাদ আলি বহু টেকনিক্যাল অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গ তুলে জনগণনার মূল উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে চান। পরবর্তী বক্তা মিজানুর রহমান বলেন, প্রত্যেক দেশের নির্বাচিত সরকারের এটা জানা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে দেশে জনসংখ্যা কতো। অর্থাৎ সমাজের মোট সম্পদ কতো সংখ্যক মানুষ উপভোগ করতে পারবেন। এটা না করা গেলে দেশের ইকনমি সুদৃঢ় হবে না এবং অনধিকারী ব্যক্তিরা সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেবে এবং সাবেক জনগণ বঞ্চিত থাকবেন। প্রতিবছর হজ–এর শেষে সৌদি আরবে সারা দুনিয়া থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিদায় জানানো হয়। ভ্যাটিক্যানেও এই প্রথা চালু আছে। এটা শুধুই ভারতবর্ষ সেখানে কাঁটাতার পার হয়ে ঢুকে পড়ে পয়সা কড়ি দিয়ে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স বা প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট যোগাড় করে নাগরিকত্বের দাবি করা যায়। মোদীজির নিউ ইন্ডিয়াতে এই দুর্নীতি চলবে না। এরপর আসেন সিপিএম নেতা ডঃ সুজন চক্রবর্তী। এনার বক্তব্য পেশ করার সময় আসর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সমবেত জনের প্রতিবাদে। ডঃ চক্রবর্তী বলেন– পদ্মা পাড়ে উৎপন্ন পাট থেকে গঙ্গাপাড়ের জুটমিলে বস্তা ইত্যাদি তৈরি হয়। যদি জীবন ও জীবিকার তাগিদে মানুষ এদিকে চলে আসে তবে মানবিকতার খাতিরে সেটা স্বীকার করে নেওয়া গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। বিজেপি–আরএসএস গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা মানে না।

তারাই দেশটাকে ভেঙেছে; হিন্দু মুসলমান ভিত্তিতে সমগ্র সমাজ ভাঙতে চাইছে। শ্যামাপ্রসাদ Art 370 নিয়ে লোকসভার আলোচনায় অংশ নেননি। এই বাংলাকে ভেঙেছেন শ্যামাপ্রসাদ। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বাদশা আলম। তিনি বলেন– বামপন্থীরা প্যাথলজিক্যাল লায়ার্স। ডঃ মুখার্জী ছিলেন বলে আজ পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানের অঙ্গ হয়নি। সাহস থাকলে বলুন ৪৬ সালে জ্যোতি বসুর ভূমিকা কী ছিল। পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী যোগেন মণ্ডলকে কেন ৫০ সালে চোরের মতো রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পালিয়ে আসতে হলো। অনাহারে নিরাশ্রয়ে মরে যোগেনবাবু পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, জ্যোতিবাবুর কোনও শাস্তি হয়নি। পাশেই দাঁড়িয়ে ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির সদস্য অমিতাভ সেন বলেন– সেদিনের সেই পাপেই কম্যুনিস্টরা সারা ভারত থেকে ভ্যানিশ। মাত্র ১৮ মিনিট আলোচনা হয়েছিল লোকসভায়। একই দিনে লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিল পাশ হয়। নেহরুর পরামর্শে স্পিকার মভলংকর কোনও পার্লামেন্টিরিয়ন শ্যামাপ্রসাদ, এন জি রঙ্গ সিন মাসানি, ফিরোজ গান্ধী কাউকেই বলতে দেয়নি। ৫৭ সালে মধুলিময়ে ব্লিৎস ম্যাগাজিনে ডিটেলইড লিখেছেন– প্রস্তব এসেছিল revival of orders of Raj Era in J & K নামে। আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিকে বিশদ আলোচনা করা আছে। পড়ে দেখবেন।

এরপর মঞ্চে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা এম পি দিলীপ ঘোষ মহাশয়। স্যর সৈয়দ আহমদ আলিগড় থেকে দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা বলেন। তার ফলশ্রুতি মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা এবং ৪৭ সালে দেশভাগ– এই ভাবে গৌরচন্দ্রিকা করেন দিলীপ বাবু।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যখন হয়েই গেছে এবং পাকিস্তান ঘোষিত ইসলামিক দেশ তখন সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভাগ্য কিভাবে নির্ধারিত হবে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে ধর্মীয় অত্যাচার বা religious persecution এর কারণে সংখ্যালঘু হিন্দু শিখ বৌদ্ধ খ্রিস্টান যদি শরণ চায় তাদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের কর্তব্য। অনুপ্রবেশকারীদের সিপিএম সরকার ভোট ব্যাংকের স্বার্থে মদত দিত। মমতা একসময় লোকসভায় সোচ্চার হয়েছিলেন। আজ ভোট ব্যাঙ্ক টিএমসি–র দখলে। ২০১৬ সালে citizens Amendment Bill–এর বিরোধিতা রাজ্যসভায় করেছিলেন মমতা। ১ লক্ষ ৭৬ হাজার Quiery র জবাব নবান্ন থেকে পাঠানো হয়নি প্রদীপ হাজেলার কাছে। আর এই এনআরসি তৈরি হয়েছে রাজীব গান্ধীর চুক্তির ভিত্তিতে এবং কার্যকরী রয়েছে মহামান্য আদালতের নিগড়ানীতে। সুজনবাবুরা তখন মমতার সঙ্গে নবান্নেতে চপ কাটলেট কফি খান– সবাই মিলে ট্রিপল তালাক, ধারা ৩৭০ এর বিরোধিতা করবেন এটাতো স্বাভাবিক। চপ কাটলেটে তো নুন থাকে, তাই না? তবে শ্যামাপ্রসাদের অবদান বোঝার ক্ষমতা এদের নেই। Jinna divided India, I divided Pakistan– তিনি ছিলেন বলেই জ্যোতি বসু থেকে সুজনবাবু সকলে করেকম্মে খাচ্ছেন। সরকারের নীতির বিরোধিতা করার অধিকার অবশ্যই তাঁদের আছে; কিন্তু শ্যামা বাবুর স্বপ্ন এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান আমরা সার্থক করেছি। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে ঋষি অরবিন্দ ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন : ভারত আবার অখণ্ড হবে। সেটা মোদীজির হাত দিয়েই হবে।

বুধমণ্ডলী সোল্লাসে দিলীপবাবুকে অভিনন্দন জানান। এরপর শুরু প্রশ্নোত্তরের পালা। প্রথম চোখা প্রশ্নবাণ ছোড়েন বাদশা আলম। লক্ষ্য সর্দার আমজাদ আলি। তাঁর জিজ্ঞাসা, মোদীজি সংখ্যালঘু ২ কোটি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দিচ্ছেন। দ্বিজাতি তত্ত্ব অস্বীকার করে অসংখ্য মুসলমান ভারতবর্ষকে মা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং দেশভাগ স্বীকার করেন নি। আজ যদি অনুপ্রবেশ ঘটতেই থাকে এবং রোহিঙ্গারা ছেয়ে যেতে থাকে তাহলে সাবেক ও স্থানীয় মুসলমানদের স্বার্থে আঘাত আসবে কি না। এর উত্তর আমতা আমতা করেছেন আমজাদ আলি : নীতিগতভাবে আমরা অনুপ্রবেশের পক্ষে নই। তবে সমস্যার মানবিক সমাধান দরকার। এরপর ডঃ সুজন চক্রবর্তীর উদ্দেশে প্রশ্ন অমিতাভ সেন এর : বামপন্থীরা চিরকাল নিজেদের হিসেব মতো আন্দোলন করে এসেছেন এবং দাবি করেছেন লড়াই মানবিকতার স্বার্থে। কম্যুনিস্ট চিনে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলমানরা প্রচন্ড অত্যাচারিত। Religious Persecution এর যুক্তিতে মায়নামারের রোহিঙ্গাদের মতো উইঘুর মুসলমানরাও যদি ভারতে আশ্রয় চায়– তার পক্ষে মানবিকতার কারণে সুজনবাবুর পার্টি কোনো আন্দোলন সংগঠিত করবে কি? সুজন চক্রবর্তী এই প্রশ্নকে অবান্তর বলে উড়িয়ে দেন।

ভারতবর্ষের তথাকথিত কম্যুনিস্টদের এই একটাই বোলচাল নিজেদের ফ্রেমওয়ার্ক–এর বাইরে সকল প্রসঙ্গ আত্মগর্বীভুয়ো বিজ্ঞতার প্রকাশে তাচ্ছিল্য করাটাই শ্রেয় বলে মনে করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পি সি যোশী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিল। যে মুহূর্তে কম্যুনিস্টদের বাপের বাড়ি সোভিয়েট রাশিয়া জড়িয়ে পড়লো এরা বলতে লাগলো জনযুদ্ধ। নেতাজিকেও আখ্যা দিল 'তোজোর কুকুর'। অর্ধশতক পর আবার বদলে গেল মতটা। নেতাজি সম্বন্ধে পূর্বের মূল্যায়ন ছিল– হিমালয়ান ব্লান্ডারা চিন এবং মায়নমার দুটোই বিদেশ। রোহিঙ্গাদের ওপর নাকি মায়নমারের বুদ্ধিস্ট ফৌজ অত্যাচার চালিয়েছে। তাই সিপিএম মানবিকতার কারণে রোহিঙ্গা মুসলমানদের পক্ষে আন্দোলন করবে।

চিনের প্রেসিডেন্ট উইঘুর মুসলমানদের কত আক্রমণ করছে– সবাই জানে। তবুও কেউ প্রশ্ন কোরো না, কারণ অত্যাচারী এখানে কম্যুনিস্ট পার্টি। অনুষ্ঠান শেষে দিলীপ ঘোষ আত্মপ্রত্যয় সবার চেতনায় ঠাঁই পেয়েছে : বিরোধীরা তাদের উঠে যাওয়া দোকান চালু করার চেষ্টা করবে। কিন্তু ভারতের ১৩৫ কোটি মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির পেছনে আছে। মোদীজির নেতৃত্বেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

দারিদ্রতাই বাধা, সুন্দরবনের গর্ব ড্যান্সার ছোট্ট রূপসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের ক্যানিং তথা ভারতবর্ষের বিখ্যাত ড্যান্সার ছোট্ট খুঁদে রূপসা বট্টব্যাল। ছোট্ট রূপসা ইতিমধ্যে ২০১৮ সালে জি–বাংলার ড্যান্স বাংলা ড্যান্স' এ সেরা নির্বাচিত হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আবার চলতি ২০১৯ এ সোনি সুপার ড্যান্স চ্যাপ্টার থ্রি' তে সর্বভারতীয় স্তরে চ্যাম্পিয়ন হয় ক্যানিংয়ের পুরাতন চাঁদনীর বট্টব্যাল দম্পতীর একমাত্র ছোট্ট কন্যা রূপসা।

রূপসা'র এতো বড় সাফল্যে গর্বিত সুন্দরবন তথা ক্যানিংয়ের সাধারণ মানুষজন সাময়িক ভাবে এগিয়ে এলেও জেলা ,রাজ্য কিংবা জাতীয়স্তরে তেমন কোনও সাহায্য,সহযোগিতা,সম্মান না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ক্যানিং মহকুমা সহ সমগ্র সুন্দরবন বাসী। নিজের সুন্দরবন এলাকার ছোট্ট শিশু কন্যার বিশাল সাফল্যের কথা শুনেই সুন্দরবনের সমাজসেবী তথা কবি ফারুক আহমেদ সরদার শুক্রবারই হাজির হয়ে যান ক্যানিংয়ে রূপসার প্রাকটিক করার মাঠে(সেচ দফতরের মাঠ)।

সুন্দরবনের কবি ফারুক আহমেদ সরদার সেখানে গিয়ে ছোট্ট রূপসা কে সংবর্ধনা দিয়ে তার হাতে সামান্য কিছু উপহার তুলে দেন।

ফারুক বাবু বলেন, রূপসা আমাদের সুন্দরবন তথা ভারতবর্ষের গর্ব। যে পরিবারের জন্য আজ এই সম্মানে সুন্দরবনের ক্যানিং তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে,তারাই আজও চূড়ান্ত অবহেলিত হয়ে রয়ে গেছে সেই তিমিরে। তিনি আরো বলেন, সাধ্য অনুযায়ী আগামী দিনে আমরা তথা সুন্দরবনবাসীরা রূপসা এবং তার পরিবারের সাথে সুখ দুঃখের সাথী হয়ে ছিলাম এবং থাকবো।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথা সুন্দরবন অঞ্চলের ব্রিটিশ আমলের ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর তীরবর্তী পুরাতন চাঁদনীতে একটি টালির চালা ঘরে দরিদ্র পরিবারের জয় বট্টব্যাল ও শিবানী বট্টব্যাল দম্পতি বসবাস করেন। দরিদ্র অভাব অনটনের জন্য কোনও রকমে দীনমজুর,কখনও বা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে দিন গুজরান করতে হয় বট্টব্যাল পরিবারের। ইতি মধ্যে দম্পতির কোল আলো করে ২০১২ সালের ৪ ঠা আগস্ট জন্ম নেয় ছোট্ট রূপসা।অভাব অনটনের মধ্যে কি ভাবে কন্যাসন্তান কে বড় করে মানুষের মতো মানুষ করবেন সেই চিন্তায় চিন্তিত হয়ে পড়েন দরিদ্র বট্টব্যাল দম্পতি। দরিদ্র হলেও ছোট্ট রূপসার জন্য কোওন কিছুই খামতি রাখতেন না। ইতিমধ্যে দু–একপা করে যখন হাঁটতে শিখেছে তখন থেকেই কোমর দুলিয়ে নাচানাচি করতে থাকে সে।

এরপর রুপসার মা শিবানী'র মনে জেদ চেপে বসে মেয়েকে যে ভাবেই হোক একজন ড্যান্সার করে তুলবেন। সেই মতো গত প্রায় আড়াই বছর আগে ক্যানিংয়ের এক অনামী স্টেপ ড্যান্স আকাদেমি তে শিক্ষক শুভেন্দু সরদার এর কাছে ভর্তি করেন ছোট্ট রূপসা কে।

এরপরই যোগ্য শিক্ষকের সহচর্য্যে এবং ঈশ্বরের প্রতিভা ফুটে উঠতে শুরু করে রূপসা মধ্যে।এরপর মাত্র দুবছরের অপেক্ষায় ভারতবর্ষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তার সাফল্যের অগ্নিশিখা।

এমন সাফল্যের পাশাপাশি অভিমানের সুরে শিক্ষক শুভেন্দু সরদার ও বট্টব্যাল দম্পতি বলেন, অভাব অনটন কে উপেক্ষা করে এমন সাফল্যের শিখরে এলেও আগামী দিনে হয়তো অভাব অনটনেরই জন্য আরো বড় সাফল্য হাতছাড়া হতে পারে।

বারাসতে দুই বাংলার কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা কলস্বরের আয়োজনে বারাসত জেলা পরিষদ–এর 'তিতুমীর' ভবনে 'দুই বাংলা কবিতা উৎসব' (২য় বর্ষ) অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ব্যাপী এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কবি ড. কৃষ্ণা বসু ও কবি মৃদুল দাশগুপ্ত। দুই বাংলার জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সুরকার ও শিল্পী কানাইলাল হালদার ও প্রভাস রায়।

উৎসবে বাংলাদেশ থেকে আগত চারজন আমন্ত্রিত কবি, সাহিত্যিক ও নাট্য ব্যক্তিত্বকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এঁরা হলেন কবি ও সাহিত্যিক মুকুল রায়, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার, মোঃ মোশারেফ হোসেন এবং কবি আবদুল গণি মিয়া। প্রত্যেকের হাতে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় মানপত্র, স্মারক, বই দিয়ে সম্মানিত করা হয়। স্বাগত ভাষণে সম্পাদক শংকর উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান।

এছাড়া সভাপতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর সহ সভাপতি আজিজুর রহমান সহ বিশিষ্ট দুই কবি কৃষ্ণা বসু ও মৃদুল দাশগুপ্ত উৎসবের সাফল্য কামনায় এবং এই উৎসব দুই দেশের সাংস্কৃতিক মৈত্রী স্থাপনের বিশেষ বার্তা বহন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। সংস্থার মুখ্য সংগঠক কবি সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় জানান, যে বাংলাদেশের অতিথিদের জেলা পরিষদের গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাঁদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই সংস্থা বহন করে থাকে। ব্যক্তিগত ডোনেশন ও বিজ্ঞাপন থেকেই তা বহন করা হয়।

প্রতি বছর আমরা এই উৎসব করে থাকি। এ বছর ৭০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং প্রত্যেককে 'সাম্মানিক পত্র' ও তুলে দেওয়া হয়। দুই ২৪ পরগনা এবং বর্ধমান থেকেও কবিরা এসে যোগদান করেছেন বলে তিনি জানান।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের চয়ন ক্লাবে 'জ্যোতির্ময়ের' উদ্যোগে প্রখ্যাত সমাজসেবক, সুচিকিৎসক ও সঙ্গীত শিল্পী সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক টুবলু দত্তের সুষ্ঠু পরিচালনায় নবম বার্ষিক মিলনোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। উৎসবের মূল বিষয় ছিল প্লাস্টিক বর্জন, জলের অপচয় ও বৃক্ষরোপণ। মোট ত্রিশজন গবির মানুষকে কাপড় ও চামড়ার ব্যাগ মেমেন্টো, ফুলগাছ ও মিষ্টি বিতরণ করে মহানুভবতার পরিচয় দেওয়া হয়। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী মুক্তিকামানন্দ,তরুণ সাহা, শ্যামল দে বিশ্বাস, দিলীপ দাস চাকলাদার, আলোক চ্যাটার্জী, অভিজিৎ বসু মন্ত্রমুগ্ধ করে প্রতিভাময়ী শিল্পী মৌমিতা রায় চৌধুরী, চিত্রিতা মুখার্জী, তপতী বসু প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ব্রহ্মতোষ চ্যাটার্জী, শুভেন গুহ, সোনালী পাল, মধুমিতা মুখার্জী, দেবাশিষ চৌধুরী, সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। সহযোগিতা করে সাফল্যমণ্ডিত করেন সভ্য প্রান্তিক রায় চৌধুরী, চন্দন মুখার্জী, সুদীপ দাস, উদয় বসু, অসিত মণ্ডল, পরিমল চক্রবর্তী, প্রদীপ্ত রায় চৌধুরী, স্বপন পালিত, তাপস সরকার, সৌম্যদীপ দত্ত, রেশমী দত্ত, সুব্রত সরকার প্রমুখ। নৃত্যে ছিল শ্রীজা দে।

জগদ্ধাত্রীর কাঠামো পুজোয় আবাহনী শুরু

মলয় সুর, চন্দননগর : দুর্গাপুজো শেষ। চন্দননগরে প্রস্তুতি তুঙ্গে উঠেছে জগদ্ধাত্রী পুজোর। আলোর শহর চন্দননগর, আর এই শহরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যশালী জগদ্ধাত্রী পুজো। পর্তুগিজ, ফরাসিদের আমল থেকেই এই শহর জগদ্ধাত্রী পুজোর শহর হিসাবেই পরিচিত। দুর্গাপুজোর দশমী তিথিতেই কাঠামো পুজো করে জগদ্ধাত্রীর আহ্বান করেছেন বারোয়ারি পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। রীতিমতো ঢাক–ঢোল বাজিয়ে পুরোহিত দিয়ে কাঠামো পুজো করে উৎসবের সূচনা করেন তাঁরা। একদিকে যখন বিসর্জনে বিষাদ আসে, ঠিক তখনই চন্দননগরের অধিকাংশ বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর কাঠামো পুজো সেরে ফেলে। কিছু বারোয়ারি লক্ষ্মীপুজোর দিন কাঠামো পুজো করে। দুর্গাপুজোর ঠিক এক মাস পরেই হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। কলকাতায় দুর্গাপুজোয় যেমন থিমের প্রতিযোগিতা হয়, ঠিক তেমনই চন্দননগরে হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর থিমের লড়াই। লাখ লাখ দর্শনার্থী আসেন এই শহরে। চন্দননগরে বিখ্যাত আলোক শিল্পীদের হাতে নৈপুণ্যের কারুকার্যে নতুন চেহারা পায় এই শহর। দুর্গাপুজো শুরুর পনেরো দিন আগেই জগদ্ধাত্রীর কাঠামোয় আলকাতরা মাখিয়ে তৈরি করা হয়। দশমীর দিন খড়–সুতালি দিয়ে কাঠামো পুজো হয়। দেবী দুর্গার আর এক রূপ জগদ্ধাত্রী। ঐতিহ্য পরম্পরা ও ধর্মীয় ভাবাবেগের মধ্য দিয়েই এখানে কাঠামো পুজো হয়ে আসছে। চন্দননগর কেন্দ্রীয় বারোয়ারি পুজো কমিটির ২০১৮ সালে কমিটির অধীনে ১৬১টি বারোয়ারি পুজো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এবার আরও ১০টি কমিটি যুক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে কমিটির পুজো সংখ্যা ১৭১টি। পুজো শুরু হবে ১ নভেম্বর পঞ্চমীতে। চলবে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। ৫ ও ৬ তারিখ দু'দিন নবমী। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শুভজিৎ সাউ এ বিষয়ে বলেন। তিনি আরও জানান, এবারে ৮টি বারোয়ারি পুজোয় জুবিলি বর্ষ রয়েছে। শোভাযাত্রায় ৭২টি বারোয়ারি পুজো অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে চন্দননগর রোড কালীতলা বারোয়ারি ৫০ বর্ষে পদার্পণ করেছে। পুজো কমিটির সম্পাদক সবুজ গুপ্ত বলেন, তাদের মণ্ডপ সজ্জার থিম 'রঙের খেলায় বোড় কালীতলা'। বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবেন মণ্ডপ শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা। দক্ষিণ কলকাতায় দুর্গাপুজোয় মুদিয়ালী ক্লাবে এই মণ্ডপটি হয়। বহু পুরস্কার প্রাপ্ত মণ্ডপটি জগদ্ধাত্রী পুজোতে চন্দননগর বোড় কালীতলায় দর্শকরা একই দৃশ্য দেখতে পাবেন। জিটি রোডের সামনে পুকুরে কাঠের ব্রিজ পার হয়ে মূল প্যান্ডেলের ভিতর দর্শনার্থীরা প্রবেশ করবেন। প্রতিমার চালচিত্রে রঙের অপূর্ব ছটা শোলার কারুকার্যে ফুটিয়ে তুলবেন জীবন মালাকার। পুজোর দিনগুলির সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায় ধামসা মাদলের গানে অভূতপূর্ব সর্বাঙ্গীন রূপে সকলের মন ভরিয়ে দেবে। এই পুজো মণ্ডপটি চতুর্থদিন উদ্বোধন করবেন শহরের বিশিষ্ট ডাক্তার গৌতম খাস্তগীর। দশমীর শোভাযাত্রায় আলোক সজ্জায় থিম 'পথের উপর নানা ঘটনা' থাকছে। চন্দননগরের সুনাম ও ঐতিহ্য বজায় রেখে এবারেও জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসবে মাতবে প্রচুর মানুষ।

আর্থিক লেনদেনেই হত্যাকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: দশমীর দুপুরে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের লেবুবাগানে নিজের বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল, অন্তসত্তা স্ত্রী বিউটি এবং পাঁচবছরের ছেলের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আলোড়নের সৃষ্টি হয় রাজ্যজুড়ে । তদন্তে গত ১১ই অক্টোবর দুপুরে রামপুরহাট ৯নং ওয়ার্ডে সৌভিক বনিকের বাড়িতে আসেন লালবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বরুণ বৈদ্য । সৌভিকের সিউড়ির ভাড়াবাড়িতে তল্লাশি করে পুলিশ । বিউটির বাপের বাড়ি রামপুরহাটের শিউড়া গ্রামে । ১৩ই অক্টোবর শিউড়া গ্রামে বিউটির বাপের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জী । ১৪ই অক্টোবর শিউড়া গ্রামে গিয়ে বিউটির মা,বাবাকে জেরা করে সিআইডি । সপরিবার শিক্ষক খুনে রাজমিস্ত্রী উৎপল বেহেরা (২০) –কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । উৎপল তিনজনকে খুন করেছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । বিমার টাকা নিয়ে গন্ডগোলের জেরে এই খুন বলে জানা গিয়েছে । মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার বলেন, ‘দশমীর দুপুর ১২:০৬ থেকে ১২:১১–র মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে ।’ ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা এবং বিউটির বাপের বাড়ির লোকজন ।

রাজনগরে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা ‘রুবি সেন্টার ফর এনভায়রমেন্ট ম্যানেজমেন্ট’ এবং ‘টেগোর সোস্যাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট’–এর যৌথ উদ্যোগে বাবুপুর,নিত্যনগর,শঙ্করপুর ডিহি,জনার্দনপুরে দেড়শোজন আদিবাসী মা ও শিশুর হাতে পোশাক তুলে দেওয়া হয় । দীপান্বিতা সরকার বলেন, ‘কলকাতার চেনাজানা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এই সমস্ত জামাকাপড় জোগাড় করে প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের হাতে সেগুলি তুলে দিতে পেরে তাদের সাথে আমরাও পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিলাম ।’

মীনমঙ্গল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট’ সংস্থার উদ্যোগে বান্দরবেড়িয়া গ্রামের শাল নদীতে ‘মীনমঙ্গল উৎসব’ (মাছের চারা ছাড়া উৎসব) অনুষ্ঠিত হলো । মূলত বর্ষার সময় ডিম ভরা মাছ না ধরার বার্তা দিতেই এই আয়োজন । প্রকল্প আধিকারিক চন্দ্রকান্ত দত্ত বলেন, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতেই এই মীনমঙ্গল উৎসবের আয়োজন করে আসছে ।’

বাহাদুরপুরে ‘দিদিকে বলো’

অভীক মিত্র : পুজোর পর বাহাদুরপুর গ্রামে গিয়ে জনতার সমস্যার কথা শুনলেন মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিতকুমার দাস (সুজয়) । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুজোর আগে মুরারই তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচির সূচনা করেন মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিতকুমার দাস (সুজয়) । উপস্থিত ছিলেন মুরারই–১ ব্লক তৃণমূল যুব কার্যকরী সভাপতি সাবিরুল ইসলাম সাদ্দাম,পলসা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বরিদাস । গোঁড়শা গ্রামে গিয়ে কার্ড বিলির মাধ্যমে জনসংযোগের মধ্যে দিয়ে ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন অসিতকুমার দাস (সুজয়) । মাছ ব্যবসায়ী মিহির কোনাইয়ের বাড়িতে রাত্রিবাস করে পরেরদিন সকালে গ্রামে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় । গ্রামবাসীরা জল সমস্যার কথা তুলে ধরেন । ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচিতে জনসাধারণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া আতিয়েথতা পেয়ে আপ্লুত মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিতকুমার দাস (সুজয়) । সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচির সূচনা করলেন সিউড়ি–১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি স্বর্ণকমল সিংহ । ‘দিদিকে বলো’ লেখা ভিজিটিং কার্ড,গেঞ্জি বিতরণ করা হয় । সাধারণ মানুষজন তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারে তারজন্য এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে ।

নামেই মডেল স্টেশন, নিত্য ক্ষোভ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নামেই মডেল স্টেশন।বিশ্বের বৃহত্তম বিখ্যাত ব–দ্বীপ সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং স্টেশনের যাত্রী পরিষেবার দশা বেহাল। ১৮৬২ সালের ২ রা জানুয়ারি প্রথম ক্যানিং থেকে ট্রেন ছাড়ে। ইতিহাসের সাক্ষী বহন করা ছাড়া আর কিছুই নেই। একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং স্টেশন হয়ে গোসাবায় গিয়েছিলেন ১৯৩২ সালের ২৯ ডিসেম্বর। সেই দিনটি আজ বিরল ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে।সেই সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার কিংবা সিংহদুয়ার ক্যানিং স্টেশন নামেই মডেল,বিভিন্ন সমস্যায় আজ জর্জরিত।

প্রখর রৌদ্রের তাপে পুড়ে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ট্রেন ধরতে হয় সাধারণ নিত্য যাত্রীদের কে। মডেল স্টেশন হলেও নেই কোন যাত্রী প্রতীক্ষালয়, নেই পর্যাপ্ত যাত্রী শেড,পানীয় জলের সমস্যা প্রকট এছাড়াও শৌচালয়ের অবস্থাও করুণ। সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার ক্যানিং মডেল স্টেশনে যাত্রী পরিষেবা নিম্নমানের হওয়ায় ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা।

উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ক্যানিং স্টেশনের গুরুত্ব বুঝে একাধিক প্রকল্প পরিকল্পনা করেছিলেন। তারপর শুধুমাত্র রিজার্ভেশান টিকিট কাউন্টার ছাড়া বাকী কোনও কাজই হয়নি।স্বাধীনতার আগে তৈরি এই ক্যানিং স্টেশনে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বলতে কিছুই নেই। এই স্টেশনে ১২ কামরা বিশিষ্ট ট্রেন চলাচল করে, ট্রেন স্টেশনে ঢুকলে মাত্র দুটি কামরা শেডের সুবিধা পায়,অবশিষ্ট কামরার যাত্রীদের খোলা আকাশের নীচেই নামতে হয়।অন্যদিকে যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় চরম সমস্যা মা–শিশু সহ রোগীরা।

মঙ্গলবার সকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনে গোসাবার পাখিরালয় থেকে শুভজিত মন্ডল তার বাবাকে নিয়ে আইডি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার জন্য ক্যানিং স্টেশনে আসেন। কিডনি জনিত সমস্যা থাকায় শুভজিতের বাবা সহদেব মন্ডল স্টেশনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় দীর্ঘক্ষণ প্ল্যাটফর্মের ফুটপাথে শুয়ে পড়ে থাকেন সহদেব মন্ডল। নিত্যযাত্রী তপন মন্ডল,তাপস সরদার, পলাশ কর্মকার’রা বলেন, ক্যানিং স্টেশনের অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। রেলের কোনও নজরদারি নেই। তাই সাধারণ যাত্রীরা নুন্যতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।এই ক্যানিং স্টেশন দিয়ে নানান ধরনের সব্জি চাষিরা কলকাতায় নিয়ে যান। তাদের কে ক্যানিং স্টেশনে এসে চরম বিপর্যয়ে পড়তে হয় বুকিং করার জন্য। চাষিরা জানিয়েছেন, ক্যানিং স্টেশনে টিকিট পরীক্ষক না থাকার কারণে টিকিট কাউন্টারে বুকিং করতে গেলে সেখানে বুকিং দেওয়া হয় না, যার ফলে বুকিং করার ইচ্ছা থাকলেও মালের বুকিং করতে না পারার জন্য অন্যান্য স্টেশনে ব্যবসায়ীদের হয়রানীর শিকার হতে হয়। কবে ফিরবে ক্যানিং স্টেশনের হাল? এমনই জিজ্ঞাসা নিত্য রেলযাত্রীদের।

সাধারণ যাত্রীদের আরো অভিযোগ ক্যানিং স্টেশনে রেলের কোনও আধিকারিক যদি পরিদর্শনে আসেন তাহলে শৌচালয় থেকে শুরু করে সমগ্র স্টেশন চত্বর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ব্লিচিং ছড়ানো হয়। পরে আবার পুরাতন নিয়মে ফিরে যায়। ন্যুনতমতম যাত্রী পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এই ক্যানিং স্টেশন।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে এই ক্যানিং স্টেশন থেকে প্রতিদিনই হাজার হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। ফলে রেল প্রায় প্রতিদিনই এই ক্যানিং স্টেশন থেকে সাত লক্ষ টাকা আয় করে থাকলেও সাধারণ যাত্রীরা সঠিক পরিষেবা না পেয়েই ক্ষুব্ধ। এ বিষয়ে পূর্বরেলের এক আধিকারিকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি এ বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি।

জেলায় সেরা চমক ৫১ ফুটের কালী প্রতিমা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : কালীপুজোয় বৃহৎ কালীপ্রতিমা গড়ে ধারাবাহিক ভাবে ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং এর রায়বাঘিনীর যুবকবৃন্দ। চলতি বছর রায়বাঘিনী যুবক বৃন্দের কালীপুজো ষষ্ঠতম বর্ষে পদার্পণ করলো। প্রথম বর্ষে ১৭ ফুট, দ্বিতীয়বর্ষে ৪৩ফুট,তৃতীয় বর্ষে ৪৭ফুট,চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ষে ৫০ ফুট প্রতিমা গড়ে জেলা তথা রাজ্যবাসীর মন জয় করে নিয়েছিল।

এমনকি গত ৩ বছর আগে কলকাতায় ৮৮ ফুট দুর্গাপ্রতিমা যারা দেখতে পাননি তাঁদের বেশীর ভাগ দর্শনার্থী ক্যানিং মহকুমার ৫০ ফুট কালী প্রতিমা দর্শন করতে হাজির হয়েছিলেন।পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ভূয়সী প্রশংসায় সম্মানিত হয়ে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সম্মানপত্র ও পেয়েছিলেন।ষষ্ঠ বর্ষে রায়বাঘিনী যুবক সংঘের পূজো মন্ডপ তৈরি করছেন মেদনীরপূরের কলাকুশলী শিল্পীরা, থিম প্রসঙ্গে পূজাকমিটির সম্পাদক রাজু সাঁফুই জানান – মায়ের অংশভূতা নারী সমাজের প্রতি অপমান, লাঞ্ছনা, অবহেলা, অবসানকল্পে এবং নারী জাতির তাঁদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাফল্য ও অবদানের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে যথাযোগ্য সম্মান, মর্যাদা, ও সহানুভূতি জানানোর উদ্দেশ্যে সাম্য মৈত্রী, সৌভাতৃত্ব ও শান্তির বাণী ঘোষণার মধ্যদিয়ে আমাদের এই আরাধনা প্রতি মা,’র মাঝে প্রতিমা বিরাজে হায়রে মানুষ বুঝল

না। পুজাকমিটির সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, মায়ের আরাধনা কে জাগ্রত করে তুললে রায়বাঘিনী হাইস্কুল মাঠে দশদিনের মহামানবের মিলনমেলা প্রাঙ্গনে থাকছে নানান আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।সেই সাথে উল্লেখযোগ্য ভাবে আড়ম্বরপূর্ণ মহামানবের মিলন মেলায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মায়ের অংশভূতা নারী সমাজকে আর্থিক সঙ্গতিদানের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বলিষ্ট পদক্ষেপ কন্যাশ্রী প্রকল্প রূপায়ন করে বিশ্বদরবারে শ্রেষ্টত্বের সম্মান ও আদায় করেছেন। সেই কন্যাশ্রী প্রকল্পকে ও মায়ের একটি বিশেষ রূপ হিসাবে তুলে ধরতে আমরা বদ্ধপরিকর।

গতবছর ৫০ ফুট প্রতিমা আর বর্তমানে ৫১ ফুট প্রতিমা করার কারণ হিসাবে পূজাকমিটির অন্যতম সদস্য রাজু সাঁফুই বলেন, এবছর আমাদের ইচ্ছা ছিল ৬১ ফুট প্রতিমা গড়ার,কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবল বাধায় আমরা একটু পিছিয়ে এসে ৫১ ফুট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দীর্ঘ প্রায় ৩ মাস ধরে ৩০ জন কর্মী ব্যস্ততার সাথে টানা কাজ করে চলেছে মন্ডপ সজ্জা সাজিয়ে তুলতে। পূজা কমিটি সূত্রে জানা গেছে কালীপূজা উপলক্ষে ১০দিনের মানব মেলার জন্য কঠোর নিরাপত্তা সহ মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য মাঠের চারিদিকে নজরদারীর জন্য ১৫ টি সিসিটিভি ক্যামেরা থাকছে।

ক্যানিং মহকুমা তথা জেলায় এমন বৃহৎ কালীপূজো সমগ্র রাজ্যবাসীর নজর কাড়বে বলে মত প্রকাশ করেছেন রায়বাঘিনী যুবকবৃন্দ। পূজা কমিটি সুত্রে জানা গেছে ৫১ ফুট কালী প্রতিমা পূজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন বেলুড় মঠের মহারাজ।

উত্তরের আঙিনায়

পর্যটনমন্ত্রীকে বয়কটের সিদ্ধান্ত মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পর্যটন মন্ত্রীকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলেন শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। মেয়র জানান, পর্যটন মন্ত্রীর ডাকা কোনও বৈঠকে হাজির থাকবেন না পুরনিগমের আধিকারিকরা।

শিলিগুড়ির উন্নয়নের স্বার্থে পুরনিগম, এসজেডিএ, পিডব্লিউডি’র সঙ্গে যৌথ ভাবে বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। তবে মেয়র অশোক ভট্টাচার্য সরাসরি জানিয়ে দেন, গৌতম দেবের এই বৈঠকে পুরনিগমের কেউ হাজির থাকবেন না।

শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন, রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীর কোনও অধিকারই নেই উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক ডাকার। পাশাপাশি তিনি জানান মন্ত্রী গৌতম দেব পুরনিগমের কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। যতদিন তিনি এই সমস্ত অনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ না করবেন ততদিন তার কোনওরকম বৈঠকে হাজির হবে না পুরনিগম।

মেয়র অশোক ভট্টাচার্য জানান, আগামীতে যদি এই সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ না হয় তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হতেও পিছপা হবে না শিলিগুড়ি পুরনিগম।

আটক হিম্মত সিং চৌহান

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রধান নগর থানায় এই মুহূর্তে রয়েছেন হিম্মত সিং চৌহান। প্রধান নগর এলাকায় কিছু মানুষের সাথে অভব্য আচরণ এবং বচসার কারণে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ জানালে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হিম্মত সিংহ চৌহান কে আটক করে নিয়ে আসে। হিম্মত সিংয়ের বিরুদ্ধে এখনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

বহুদিন ধরে কামালগাজির রাস্তা বেহাল, কোনও হেলদোল নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: গড়িয়ার কাছে কামালগাজি সোনারপুর স্টেশন রোডে আজ বহু দিন হয়ে গেলো রাস্তা সারাইয়ের কাজ এখনো পর্যন্ত হোল না। অনেক বার বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা ।বড় বড় পাইপ ফেলে পথ অবরোধ চলে । নিত্য অটো চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। সে জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে অটোচালকরা ২ টাকা করে ভাড়া বেশি নিয়ে গড়িয়া কবি নজরুল মেট্রো থেকে অটো যাতায়াত করে ॥ অটো চালকদের বক্তব্য অনেক দিন ধরে রাস্তা খারাপের জন্য বেশ কিছু টাকা ব্যয় হচ্ছে অটো মেরামতি করতে । এতোটাই খারাপ রাস্তা ট্যাক্সি পর্যন্ত যেতে চায় না ।এ ব্যাপারে রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস বলেন, রাস্তা খুব শীঘ্রই ঠিক হয়ে যাবে । সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগমের কোনো হেলদোল নেই বললেই চলে , তিনি বলেন দেখছি কি করা যায় ।

কিছুদিন হল সোনারপুর স্টেশন রোডে যে বাস গুলো যায় সেগুলো কে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজপুর ফাঁড়ি থেকে সোনারপুর যাবার যে রাস্তয় বাস যাচ্ছে সেটি সরু রাস্তা হবার ফলে জ্যাম জটে পরিণত হয়েছে । বিধায়ক ফিরদৌসী বেগমের গা ছাড়া মনোভাব দেখে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ।

পুরসভার চেয়ারম্যান এই রাস্তা নিয়ে ভালো ভাবে উঠে পড়ে লেগে সমস্যা সমাধান করবেন সে দিক থেকে ও সারা পাওয়া যাচ্ছে না । কাউন্সিলর নজরুল আলী মন্ডল সেও রাস্তার ব্যাপারে চুপ , সুতরাং তৃণমূলের নেতা নেত্রী ওবিধায়ক ও কাউন্সিলরের গা ছাড়া মনো ভাব দেখে আগামী নির্বাচনে এর পরিণাম খুব খারাপ হবে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত।

ব্যাঘ্রবিধবা দুর্গাদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনে গোসাবা ব্লকের বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাখন্ড গ্রামে মঙ্গলবার বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় এক অনন্য ভাবে ব্যাঘ্রবিধবা মা ও তাঁদের শিশু সন্তানদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী পালিত হল।এমন বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান যা সুন্দরবনের বুকে এক অনন্য বিরল ইতিহাসও বটে।অনেকে হাসি মুখে ফিরতেন অনেকেই আবার বাঘের আক্রমণে পড়ে চিরতরে হারিয়ে গেছেন। পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারীর এমন করুণ পরিনতিতে অসহায় হয়ে পড়ে তার পরিবার।এই মথুরাখন্ড গ্রামে এমন পরিবারের সংখ্যা রয়েছে প্রায় শতাধিক।

যদিও প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলের উপরনির্ভর করে বেঁচে থাকা গোসাবা, বালি, আমলামেথি, মথুরাখন্ড, সত্যনারায়ণপুর, কুমীরমারী, ঝড়খালি, লাহিড়িপুর, সাতজেলিয়ার মানুষ প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রাম লড়াই চালিয়ে কিভাবে বেঁচে রয়েছে তা নিজের চোখে উপলব্ধি করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বাসন্তী হাইস্কুলের শিক্ষক অমল নায়েক। আর সেই কারণে তাদের দুঃখ দুর্দশার করুণ মর্ম বেদনায় অংশীদার হয়ে বাঘ কিংবা কুমীরের হাতে আক্রান্ত হয়ে নিহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এযাবৎ প্রায় ৩০০ মহিলা কে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন অমল বাবু। পাশাপাশি প্রায় শতাধিক শিশুর পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়ে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক অমল নায়েক। এমন বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞের দীর্ঘ প্রসার করতে কলকাতার বেশকিছু বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ২০১৪ সালে গঠন করেন সেভ্ টাইগার অ্যাফেক্টেড ফ্যামিলি(ষ্টাফ)।চলতি বছর শারদীয়ার আগমনের আগেই সমগ্র জেলার বিভিন্ন প্রান্তের এই সমস্ত দুঃস্থ পরিবার গুলির হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। পুজো ভালো কাটলেও অসহায় দরিদ্র ব্যাঘ্রবিধবা পরিবার গুলির কথা মনে পড়তে দশমীর সকালে হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে অমল বাবুর।তিনি তাঁর অপর আর এক সঙ্গী বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক প্রভুদান হালদার কে সাথে নিয়ে রওনা দেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ মথুরাখন্ড গ্রামে।সেখানে প্রায় শতাধিক ব্যাঘ্র বিধবা মা ও তাঁদের সন্তানদের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়ে পালন করনে বিজয়া সম্মিলনী। পাশাপাশি ছোট ছোট স্কুল ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন পড়াশোনার একাধিক সরঞ্জাম।

সুন্দরবনের বুকে এই সর্বপ্রথম ব্যাঘ্রবিধবা মায়েদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী তে উপস্থিত ছিলেন দীর্ঘ ষাট বছর আগে বাঘের আক্রমণে স্বামী কে হারানো ১০২ বছরের প্রবীণা খ্যান্তমণি ঢালি। তার মুখে পুত্রস্নেহে বিজয়ার মিষ্টি তুলেদেন অমল বাবু।

প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণ কর্মসূচি

প্রথম পাতার পর

কলকাতা লাগোয়া ফলতা বাণিজ্য কেন্দ্রেও গিয়ে দেখা গিয়েছে একই ছবি। বন্ধ হয়েছে কাঁচা মালা সরবরাহ, উৎপাদন। পুজোর মুখে শ্রমিকরা কার্যত দিশাহারা। প্রস্তুতি নিচ্ছেন আন্দোলনের। তথ্য বলছে দেশে প্লাস্টিক নির্মাণকারী সংস্থার সংখ্যা ৩০ হাজার। আরও ৩০ হাজার প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত। দেশে প্লাস্টিক শ্রমিকের সংখ্যা ২০ লক্ষ। একে তো মন্দার ঘনঘটা দেশজুড়ে, তার উপর সামনে উৎসবের মরশুম, দুই রাজ্যে নির্বাচন। আগামী আবহ আঁচ করে তাই আর এগোয়নি সরকার। তাহলে প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের কি হবে? তবে কি পথ–ঘাট, পাহাড়–সমুদ্র, জনজীবনের প্লাস্টিক গ্রাস অবশ্যম্ভাবী? কেন্দ্রীয় সচিব বলেন, ‘প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করে পুনর্ব্যবহারের প্রচার করা হবে। যাতে পরিবেশ দূষণ কমে। আসলে সৎ উদ্দেশ্যের সফলতা নির্ভর করে সুপরিকল্পনার উপর। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা পুরোপুরি ব্যর্থ। একমাত্র ভরসা পরিবেশ সচেতন মানুষ। চিরাচরিত ব্যাগ হাতে প্লাস্টিক প্রত্যাখানে নামতে হবে সকলকে। স্লোগান হোক– ফিরিয়ে দাও সেই প্লাস্টিক মুক্ত দুনিয়া।

ক্রয়ক্ষমতার রক্তপাত

প্রথম পাতার পর

বন্ধ করার কেউ নেই। সরকারি দফতরগুলিতে লক্ষ লক্ষ পদ খালি। সেই খালি জায়গায় পূরণ করতে নিয়োগ করা হচ্ছে স্বল্প মজুরির চুক্তি ভিত্তিক কর্মী। নুন আনতে পান্তা ফুরাবার অবস্থা তাদের। এদের দ্বারা ভোগ্য পণ্যের চাহিদা ধরে রাখা সম্ভব নয়। নিয়োগ তো দূর অস্ত সরকার বরং মন দিয়েছে কর্মী ছাঁটাইয়ে। চাহিদায় এও এক কুঠারাঘাতের সামিল। কলকারখানা, চা বাগান থেকে শুরু করে সংগঠিত ক্ষেত্রে বাড়তি মুনাফার খোঁজে রোজ চলছে মজুরির উপর আঘাত। এর উপর আছে লক আউট, ছাঁটাই। সরকারি কর্মীরা বাজারের বড় অংশ দখল করে থাকে। ডিএ বিলম্বিত করে পশ্চিমবঙ্গে তাদের উপরও আঘাত হেনেছে রাজ্য সরকার। আসলে বর্তমানে চলছে শ্রম বিরোধী যুগ। রাস্তা–ঘাটে ধরনায়–বিক্ষোভে নামতে হচ্ছে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে। মিলছে না সুরাহা। তেলেঙ্গানায় পরিবহন কর্মীরা বাড়তি বেতনের দাবি জানিয়ে চাকরি খোয়াতে চলেছেন। প্রতিবাদ নেই। শ্রমজীবী মানুষের বন্ধু বলে দাবি করা বামেরাও তাদের পাশে দাঁড়ায় নি। এর ফলে আখেরে কমেছে ক্রয় ক্ষমতা। কোপ পড়েছে চাহিদায়। ক্রয় ক্ষমতার এই ধারাবাহিক রক্তপাত বন্ধ করতে সরকার চালু করেছে ১০০ দিনের কাজ, কৃষকনিধি যোজনা যার মাধ্যমে অর্থ সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে গ্রামের গরিব মানুষের হাতে। কিন্তু এই অর্থ দিয়ে কি গাড়ি, বাড়ি, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব? সরকারের এই ধারাবাহিক আঘাতে অবশ্যম্ভাবী ভাবে উপস্থিত হয়েছে মন্দা যা থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। কিন্তু এখনও পথের সন্ধান অধরা।

পুজোয় জুলুম অটোচালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার দুর্গা পুজোয় অটোচালকদের দাদাগিরি প্রচুর পরিমানে হয়েছে । যে রুটের ভাড়া ১২টাকা ,গড়িয়া থেকে রাজপুর সেখানে নেওয়া হয়েছে ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত । হয়রানি ও হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে সাধারণ যাত্রীদের ।বিশেষ করে যাদের পরিবারের ৫ জন সদস্য তারা বিশেষ করে বাড়তি ভাড়ার টাকা পকেট থেকে বার করতে হয়েছে । যেমনি অটো ঠিক তেমনি টোটো চলছে প্রতিযোগিতা । বারুইপুইরে রেল গেট রাত ১টায় তখন কোনো টোটো বা অটো যাত্রী নিয়ে সাধারণ ভাড়া নিতে চাইনি । শুধুই চলেছে রিসার্ভের রেট । তখন নিলামের বাজার গড়িয়া ও বারুইপুরে চলছে । মানুষের কি যে হয়রানি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না । কোনো নেতা বা অটো ইউনিয়নের কর্মকর্তারা ধারে কাছে ছিলো না । এক যাত্রীর কথায়, এতো অত্যাচার আমাদের উপরে তৃণমূলের নেতারা দেখতে পাচ্ছে না । আসুক এবার ভোট দেখাবো । এব্যাপারে পুলিশ নিশ্চুপ । কারণ, অটো ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কিছু করলেই চাকরি থেকে বদলি নির্ঘাত । নবমীর দিন রীতিমতো দর হাকছে রাজপুরের ভাড়া ৪০ টাকা দিতে হবে । অসহায় যাত্রী বাড়ি পৌঁছাতে হবে , অবশেষে অটোতে উঠে পড়লো বেশি ভাড়া দিয়ে । পুজো ছাড়া ও বাড়তি ভাড়া রাত ৯ টার পর থেকে যা খুশি জুলুম করে যাত্রীদের উপর । গড়িয়ায় সন্ধ্যার পর যে রকম ভাবে কাটা রুট চলে এখনও পর্যন্ত কোনো নেতা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এক অটো চালকের কথায়, আমাদের দিয়ে মিছিল মিটিং নিয়ে যায় সুতরাং আমাদের উপর কথা বলার কোনো সাহস নেই নেতাদের

উদ্বেগের দীপাবলী

প্রথম পাতার পর

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপাবলী উৎসবকে কেন্দ্র করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তগুলিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জনৈক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘অনুপ্রবেশ তো নতুন ঘটনা নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এটা ঘটে চলেছে। তবে সীমান্তে বিএসএফ এখন অনেক শক্ত। পাশাপাশি পুলিশি নজরদারি মহকুমাতেও রয়েছে কড়া পুলিশি নজরদারি। একারণে গ্রেফতারও হচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এমনটাই অভিমত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের। এমনকি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বিএসএফের সঙ্গে পুলিশ যৌথ পেট্রোলিং করছে বলেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের দাবি। ফলে নির্বিঘ্ন দুর্গোৎসবের মতো নির্বিঘ্ন দীপাবলি উৎসব উপহার দেবার আশা রাখছে উত্তর চব্বিশ পরগনার পুলিশ ও জেলা প্রশাসন।

তৈরি হবে বাজি হাব

প্রথম পাতার পর

তার ওপর কেমিক্যালের দাম বাড়ায়, বাজির দাম ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব কারণে বাজি বাজার থমকে আছে। সুব্রত বাবু জানালেন, এবারেও চিংড়ি পোতায় হরেক আইটেমের আলোক বাজি পাওয়া যাবে। বিশেষ করে নানা ধরনের তুবড়ি, প্যারাসুট, সেল, চরকা, মানুষের মন কাড়বে। এবারের বিশেষ আইটেম হিসাবে থাকছে ‘ফান জোন’ নামে বাটার ফ্লাই সেল। শিবকাশীতে মাল উৎপাদন কম হওয়ায়, মালের ঘাটতি আছে।

আরেক ব্যবসায়ী অশোক নস্কর জানালেন, অক্টোবর মাসের মধ্যে সব পুজো পড়ে যাওয়াতে মানুষের হাতে অর্থ নেই। সেই কারণে এবারে বাজার জমেনি। টুকটাক বিক্রি হচ্ছে। তবে আশা করছি কালী পুজোর তিন চারদিন আগে থেকে বাজার জমে যাবে। অশোকবাবু জানলেন, রাজ্য সরকার দুর্ঘটনা এড়াতে বাজি তৈরির জন্য পৃথক গোডাউন করে দেবে। তার জন্য জায়গা খোঁজা হচ্ছে। এখানে পৃথক বাজি হাব তৈরি হবে। কালীপুজোর পর এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আতস বাজি ব্যবসায়ী ও শ্রমিক কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শুকদেব নস্কর জানালেন, এখান কার বাজি শিল্পের মান্নোয়ণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। বাজি কারিগরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে বাজির মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাজার চাঙ্গা হয়নি। তবে আশা করা যায় পুজোর দিন কয়েক আগে বাজার জমে যাবে। এবারে প্রায় ১০০০টি স্টল হচ্ছে। থাকছে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাও।

গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার ক্রীড়া সংস্থা

প্রথম পাতার পর

এরপর সমস্ত কিছু না জেনে তৃণমূলের এই মন্ত্রীও সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিভিন্ন সময়ে তার সম্পর্কে ভুল ও মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে নিজের পদকেই অপমানিত করেছেন বলে দাবি ছিলো। তার কিছু চক্রান্তকারী কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অন্যায়ভাবে নিজেদের কুক্ষিগত করতে চাইছে। এই সমস্ত অন্যায় কাজ সম্পর্কে যথা সময়ে জেলাশাসক তথা সংস্থার সভাপতিকে চিঠি দিয়ে জানালেও উনি কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বরং অন্যায়কেই মদত জুগিয়ে চলেছেন বলে সরাসরি অভিযোগ করেন তিনি। এব্যাপারে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় এফ আই আর করলেও প্রভাবশালী মহলের চাপে জেলা পুলিশও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে বাধ্য হয়ে গত ২০১৮ সালের ১৬ জুলাই কলকাতায় হাইকোর্টে সুবিচার চেয়ে মন্ত্রী, পুরপতি , জেলাশাসক, সুব্রত দত্ত সহ মোট ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। বর্তমানে এই মামলা বিচারাধীন অবস্থায় আছে। মন্ত্রী, পুরপতি এবং জেলাশাসকের অন্যায় সহযোগিতায় সুব্রত দত্ত কোচবিহারের খেলোয়াড় এবং ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের সাথে প্রতারণা করছেন এবং অন্যায়ভাবে সংস্থার নামে অর্থ সংগ্রহ করে ও সংস্থার তহবিলে সঞ্চিত অর্থ তছরুপ করছেন ও কোচবিহার জেলার খেলাধুলার সুষ্ঠ পরিবেশকে নষ্ট করছেন বলে অভিযোগ ছিলো বিষ্ণুব্রত বর্মণের। এদিনেই পুরপ্রধানের হাত ধরেই জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসে বসে সাংবাদিক বৈঠক করতে দেখা গেল বিষ্ণুব্রত বর্মনকে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত বলেন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়ম মেনেই ২০১৯ সালের সাধারণ সভা থেকে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আগামী ২০২২ সাল পর্যন্ত তার এই দায়িত্বের মেয়াদ। এর মাঝে কেউ নিজেকে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দাবি করলে সেটা তার ব্যাপার। এ বিষয়ে তার কোনো বক্তব্য নেই।

সেদিন সম্ভব হয়নি নামকরণ

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে শহিদ দ্বীপ বা নীল আইল্যান্ডে একটি মাত্র স্ট্যাচু আছে বাজারের মোড়ে। সেটি স্বামী বিবেকানন্দের। হ্যাভলক বা স্বরাজ দ্বীপে কোনও স্ট্যাচু নেই, নেই কোনও শহিদ স্মারক। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার এটি অংশ হতে পারে। কংগ্রেস আমলে আন্দামাকে নেহেরু–গান্ধিময় করে তোলা হয়েছিল। রাজীব–ইন্দিরা–নেহেরুর নামে অজস্র পরিকল্পনা এবং স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমানেও আন্দামানকে গান্ধিজির জন্ম সার্ধশতবর্ষের বিজ্ঞাপনে গান্ধিময় করে তোলা হয়েছে। ব্রাত্য রয়ে গেছেন নেতাজি ও তাঁর আজাদী লড়াই আর ভারত, বিশেষ করে অখন্ড বাংলার বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের মহাকাব্য। ১৯৬৯ সালে লোকসভায় সমর গুহ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের নামকরণ শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ করার দাবি তুললে তৎকালীন কংগ্রেস ডেপুটি মিনিস্টার ও আন্দামানের সাংসদ কে গণেশ তীব্র প্রতিবাদ করে জানান, ‘আন্দামান আমাদের আত্মা আমরা তার নাম পরিবর্তন করতে দেব না।’ অথচ সেদিন অনায়াসে ‘ইন্দিরা পয়েন্ট’–এর মতো গান্ধি পরিবারের অনেকের নামও আজও উজ্জ্বল। বিশ্ববাসীর থেকে বিপ্লবীদের বিশেষ করে বাঙালিদের আড়াল মুক্ত করার মোদী সরকারের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতেই হবে। এই উদ্যোগ থেমে গেলে ইতিহাস দিক্‌ভ্রষ্ট হবে।

মহানগরে

রামবেলবামে নাজেহাল ছোটো চাকার গাড়ি চালকরা

বরুণ মণ্ডলঃ স্পিড ব্রেকারের গুঁতোয় দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার বেহালার চৌরাস্তা থেকে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের ডাকঘর যোগাযোগকারী প্রায় আট কিলোমিটারের বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) দিয়ে যাওয়া প্রায় সমস্ত যানবাহনের চালক ও যাত্রীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। একটি স্পিড ব্রেকার হলে তার উচ্চতা ১৫ সেন্টিমিটারের অধিক আর গায়ে গায়ে লাগোয়া তিনটি (রামবেলবাম) হলে তাদের উচ্চতা ১২–১৩ সেন্টিমিটারের অধিক। এই বীরেন রায় রোডের (পশ্চিম) শকুন্তলা পার্ক অঞ্চলস্থিত রোড লাগোয়া প্রাচীন শনি ঠাকুর–শিব ঠাকুর মন্দিরের কাছেই পর পর লাগোয়া তিন তিনটি স্পিড ব্রেকার। তার ৫০ মিটারের মধ্যেই 'স্মরণিকা সরকারি আবাসনে'র তিন নম্বর গেটের কাছে ১৫ সেন্টিমিটারের অধিক উচ্চতার 'সিঙ্গল স্পিড ব্রেকার'। এই রোডে এরকম একাধিক 'স্পিড ব্রেকার' প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে কখনও বরা রাজ্যের পূর্ত দফতর নিজ উদ্যোগে এই রোডের মেন্টেনেন্সের অভিভাবক এগুলি নির্মাণ করেছেন। স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশ প্রয়োজনের তাগিদে কোথাও 'স্পিড ব্রেকার' বসায় আবার মেন্টেনেন্সের গাফিলতিতে কয়েক মাস বাদে সেগুলি উঠেও যায়। পর পর তিনটি হাম্পে অর্থাৎ 'রামবেলবামে' গাড়ি লাফিয়ে ওঠায় যাত্রীসাধারণ চোট পায়। গাড়ির 'এক্সেলেটর' ভাঙে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন কোনও কোনও দু'চাকার গাড়ি চালকরা। ঘটেছে প্রাণান্তিকও। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত গত ৭ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সমাজ কর্মী তাপস রায় তার নিজস্ব দু'চাকার গাড়ি নিয়ে এই 'রামবেলবাম' পেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে ডান পায়ের 'টিবিয়া'র হাড়টি 'কম্পাউন্ড ফ্র্যাক্চার' ঘটে। বর্তমানে পায়ে স্টিলের পাত বসিয়ে তিনমাস এখন বেড রেস্ট। পায়ের পাতা মাটিতে পড়া সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। সরসুনা সরকারি আবাসনের এক ৫০ উর্ধ্ব বাসিন্দা নিজস্ব বাইকটি ওই 'রামবেলবামে' দুর্ঘটনায় পড়ে বর্তমানে ক্র্যাচ ভর দিয়ে তিনি এখন হাঁটেন। বর্তমানে এই স্পিড ব্রেকারটি ছোট দুই বা তিন চাকার গাড়ি চালকদের কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। আর সওয়ারির অবস্থা সঙ্গীন। 'অ্যাম্বুল্যান্স' বা অন্য গাড়িতে রোগী বা অসুস্থ মানুষকে নিয়ে যাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক সময়ই এক সঙ্গে তিনটি হাম্প পেরোতে গিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আচমকা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ায় পিছনের গাড়ি সামনে থাকা গাড়িতে ধাক্কা মারছে। এ নিয়ে ছোটো গাড়ির চালকদের সঙ্গে বড়ো গাড়ির চালকদের মধ্যে বচসা প্রায়ই লাগছে। অনেকেই গতি নিয়ন্ত্রণে এভাবে রাস্তায় 'রামবেলবাম' দেওয়াকে তুঘলকি সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন। কার সিদ্ধান্তে রাস্তায় এভাবে হাম্প দেওয়া হল, তা নিয়েও ঘোর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। রোডটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় পূর্ত দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা এ বিষয়টি তাঁদের সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান। আবার স্থানীয় ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা এ দায়িত্ব নিতে নারাজ। এই রোডের দু'পাশে বর্তমানে এতো সংখ্যায় ১০ তলা বা ১১ তলা বহুতল আবাসন গড়ে উঠেছে যে, রাস্তায় ছোটো দু'চাকা বা চার চাকা গাড়ির সংখ্যা আগের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই 'রামবেলবাম' পেরোতেগিয়ে গাড়ির চালকরা গাড়ি 'স্লো' করছে। গাড়ির পিছনে গাড়ি দাঁড়িয়ে যানজট হচ্ছে। সেজন্যই ভিআইপিদের গাড়ি এই রোড দিয়ে ট্রাফিকরা আর পাস করাচ্ছে না। কোন স্তরের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে এই স্পিড ব্রেকারগুলি হল, তার ফলভোগ করছে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

বিদ্যুৎ জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া ও ব্যবহার করায় 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি' (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড) রাজ্যের ২৩৯৬টি পুজো কমিটিকে জরিমানা করেছে। সংস্থার পক্ষে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, সারা রাজ্যের ৬৮৭৭টি পুজো প্যান্ডেলে বিদ্যুৎ কর্মীরা অভিযান চালান। তাতে জরিমানার মোট অর্থমূল্য ৫৫,০৪৫ টাকা।

রেশন কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিজিটাল রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্তিকরণ, প্রতিটি রেশন দোকানে 'ই–পস' (ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অব সেল) মেশিন বসানোর যে প্রক্রিয়া দেশের অন্যান্য রাজ্যসহ এ রাজ্যেও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং আগামী নভেম্বর মাসের শেষ দিন বা তারও পর পর্যন্ত আধার সংযুক্তিকরণ কাজ (সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল ও বুধবার) চলছে, তার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস অ্যান্ড শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'।

তৃষ্ণা : রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের তরফ থেকে দেওয়া এক লক্ষ পরিস্রুত পানীয় জলের পাউচ প্যাকেট 'সাউথ সুবার্বান ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র তরফে দুর্গোৎসবের চারদিন বেহালার ১৪ নম্বরে অস্থায়ী স্টল থেকে দর্শনার্থীদের জল তেষ্টা মেটাতে তাদের হাতে জলের পাউচ বিতরণ করেন সমাজসেবক শক্তি মণ্ডল ও অ্যাসোসিশনের বরিষ্ঠ কর্মবীর সম্পাদক অরুণ ঘোষ ও তাঁর অন্যান্য সরকারীরা। তথ্য সংগ্রাহক : বরুণ মণ্ডল, ছবি : অরুণ লোধ।

শেষ হল বৃত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ (অসরকারি) পরিচালিত চলতি বছরের 'চতুর্থ শ্রেণির শেষ পরীক্ষা (বৃত্তি)' ১৯ অক্টোবর শেষ হল। গত ১৫ অক্টোবর (সকাল ৭–৩০ থেকে) শুরু হয়। এবছর মোট পরীক্ষার্থী রয়েছে ৩,৬২,৬৬৫ জন। পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ৩,৭৭২টি। পর্ষদ সম্পাদক তপন কুমার সামন্ত গত ১১ অক্টোবর জানান, ১৯৯২ থেকে চলতি বছরকে নিয়ে সর্বমোট ২৮ বছর যাব পর্ষদ এ পরীক্ষার পরিচালনা করছে। প্রসঙ্গত, আশির দশকের শেষে বাম সরকার প্রাথমিকে পাস–ফেল ও ইংরেজির অবলুপ্তি ঘটায়। তার প্রতিবাদে শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার ধারাবাহিকতাতেই এই পর্ষদ গড়ে ওঠে।

খামতি ছিল পুজোর কার্নিভালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজো শুরু হয়ে গিয়েছিল মহালয়ার দিন থেকেই যার ইতি ঘটল রেড রোডে বর্ণাঢ্য আলোক ঝলমল রঙিন প্যারেড বা শোভাযাত্রার মাধ্যমে। পোড়া মাটির মন্দিরের আদলে তৈরি মূল মঞ্চ মুখ্যমন্ত্রী, প্রথম সারির মন্ত্রীরা সহ রূপলী পর্দার নায়ক–নায়িকারা উপস্থিত। ঠিক তার পাশের লাগোয়া মঞ্চে স্বপরিবারে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের সাথে তাঁর মনকসাকসি শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর সেই দুঃখ ভুলতে সময় লেগেছে তিনদিন। এখন প্রশ্ন উঠছে কেনইবা প্রশাসনিক প্রধানকে এতোটা অবজ্ঞা। দেশ বিদেশের অতিথি সহ অন্যান্যদের নিমন্ত্রণ করে এনে কেন তাঁদের এত তাচ্ছিল্য? প্রত্যেক কটি পুজো কমিটি তাঁদের ছোট অনুষ্ঠান মেলে ধরেছিল তাঁদের ঘরের লোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে। সেক্ষেত্রেই হয়তো রাজ্যপালের এতটা অভিমান।

যদিও সরকার রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বশার ব্যবস্থা করতে পারত। এছাড়াও ধরা পড়েছে বিদেশি বন্ধুদের দিকে অনুষ্ঠান মেলে ধরা হয়নি। তাই কিছু পরে সেদিকের মঞ্চ প্রায় ফাঁকাই হয়ে গিয়েছিল। আশা করা যায় সরকার আগামী বছর এসব দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে কারণ দুর্গাপুজোকে বিশ্ব দরবারে তুলে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য কিন্তু তাতে এতো ত্রুটি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এছাড়াও বহু জায়গায় ছোট খাটো খোভ ধরা পড়েছে পুজোর কার্নিভালে। সরকারের নিমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়েও অনেকে যথাস্থানে পৌঁছোতে পারেনি। নাগের ডগায় দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশের সঙ্গে বচসা করে তবেই স্থান পেতে হয়েছে সেখানে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে পুলিশের উত্তর মিলেছে জায়গা ভরতি হয়ে গিয়েছে আর সেই ঢুকতে পারবে না। এবং তারা বলে তাদের আশঙ্কা হচ্ছে সেই স্টেজ মানুষের চাপে ভেঙে যেতে পারে। তাহলে কি সরকার শক্তপোক্ত জায়গাও বানাতে অক্ষম হয়েছিল? যদিও পরে পুলিশ তাদের ভুল বুঝতে পেরে অন্তত কিছুদুর এগোতে দেয় এবং সেখান থেকে তারা উপভোগ করে শোভাযাত্রা। তবে প্রশ্ন উঠছে কেনই বা এতো খামতি রয়ে গেল আয়োজনের। আসছে বছর তো আবার হবে, মাথায় থাকবে তো এই দিকগুলো।

'কলকাতাশ্রী' স্বীকৃতি ২০১৯

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১০ থেকে কলকাতা পুর এলাকার দুর্গাপুজো নিয়ে 'কলকাতাশ্রী' নামক পুজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে কলকাতা পুরসংস্থা। পুর সূত্রে জানা যায়, এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী কলকাতার চারশ'র অধিক পুজো কমিটির মধ্যে থেকে 'কলকাতাশ্রী' প্রতিযোগিতার মূল ন'টি বিভাগে যে ৩৬টি পুজো কমিটির নাম কলকাতার ভাস্কর, ক্রীড়াবিদ, নাট্যব্যক্তিত্ব, গায়ক, বাচিকশিল্পী, আইনজীবী, নৃত্যবিদ–নৃত্য পরিকল্পনা, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক ও চিত্রগ্রাহক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিচারকদের রায়ে নির্বাচিত হয়, গত ৪ অক্টোবরের অপরাহ্ণে সে ফল ঘোষণা করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। এছাড়াও 'মেয়র্স চয়েস'–এ রয়েছে ৬২টির অধিক পুজো কমিটির নাম। সকল সফল পুজো কমিটির প্রত্যেককে কলকাতা পুরসংস্থার তরফ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার মূল্য দেওয়া হবে আগামী কিছু দিনের মধ্যে রবীন্দ্র সদনের বিপরীতে 'মোহরকুঞ্জে' (সিটিজেন্স পার্ক)। প্রসঙ্গত, 'কলকাতাশ্রী' বিভাগগুলি এরকম, 'সেরার সেরা', 'সেরাপুজো', 'সেরা প্রতিমা', 'সেরা শৈল্পিক উৎকর্ষ', 'সেরা বিষয়', ' সেরা আলোকসজ্জা', 'সেরা পরিবেশ', 'সেরা পরিচ্ছন্ন পুজো' এবং 'সেরা সম্ভাবনা'।

পূর্ব বর্ধমানে দুর্গাপুজোয় সেরার তালিকায় ৯

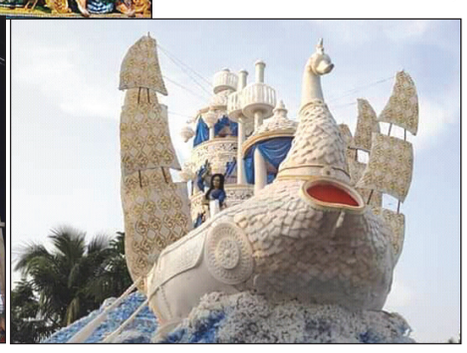

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল পূর্ব বর্ধমান জেলার এবারের বৃষ্টিস্নাত দুর্গোৎসব। মন খারাপের আবহাওয়ার মধ্যেই পুজো উদ্যোক্তারা নিজেদের সবটুকু আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা উজার করে দিয়েছিল। পাশাপাশি বাঙালিও মনেপ্রাণে শ্রেষ্ঠ উৎসবের আনন্দে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল। কোনও অশুভ শক্তিই হোক আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কোনও কিছুই উৎসবমুখর জনতার উৎসাহকে দমাতে পারেনি। সেরা প্রতিমা বিভাগে এবার মোট ৯টি উদ্যোক্তাকে সরকারি তরফে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সেরা পুজোর তালিকায় প্রথম হয়েছে বড়শুল জাগরণী, দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে বড়শুল ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আলমগঞ্জ বারোয়ারি। সেরা মণ্ডপে প্রথম হয়েছে মেমারী সারদাপল্লি অরবিন্দ পল্লি রিক্রিয়েশন ক্লাব, ফলে জেলার কোণায় কোণায় পুজো মণ্ডপে ছিল দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়।

সময় ও চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবারও পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে দুর্গোৎসবে ছিল হরেক থিমের ছোঁয়া। বড়শুল, মেমারী, কালনা, বর্ধমান, কাটোয়া, গুসকরা, ভাতার, পাটুলি জায়গায় আকর্ষণীয় থিমের মণ্ডপ ও প্রতিমার পাশাপাশি ছিল চোখধাঁধানো আলোকসজ্জার আয়োজন। জেলার মধ্যে সেরা পুজো, সেরা মণ্ডপ ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মেমারী বিবেকানন্দ ইয়ংস কর্ণার ক্লাব এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মেমারী উদয়ন ক্লাব। সেরা প্রতিমা বিভাগে প্রথম স্থানে রয়েছে ব।শুল অন্নদাপল্লি সর্বজনীন, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নবোদয় সংঘ জাজিগ্রাম(কাটোয়া) এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড বারোয়ারি ব্যবসায়ী সমিতি কালনা।

ছবি: পূর্ব বর্ধমান জেলার কিছু পুজো মণ্ডপ ও প্রতিমা।

পুরীতেও ধূমধাম সহকারে দুর্গাপুজো

শ্রেয়সী ঘোষ : বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো। যেখানেই বাঙালির সমাবেশ, সেখানেই দুর্গাপুজো। সে ক্ষেত্রে বাঙালির প্রিয় পর্যটন ক্ষেত্র পুরী কি পিছিয়ে থাকতে পারে? তাই প্রতি বছরের মতো এ বছরেও ধূমধাম সহকারে দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হল পুরীতে। পুরী হোটেলের পাশের রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়েই প্রথম বাঁদিকের রাস্তাতে অবস্থিত পুরীর মন্দির। ঢুকে ডান দিকে নাটমণ্ডপ সেখানেই মা দশভূজার পূজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন দুর্গামন্দির কমিটি। পূজার প্রত্যেক দিন সাড়ে এগারোটা নাগাদ পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা থাকে। দুপুরে ভোগ প্রসাদ। সন্ধ্যায় মণ্ডপের ঠিক উল্টোদিকের মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। গান, কবিতা পাঠ, নাটক, নৃত্য এসব দিয়ে স্থানীয় বাঙালিরা জমিয়ে রাখেন সন্ধ্যাবেলার অনুষ্ঠান। বিভিন্ন স্থানীয় টিভি চ্যানেল রোজকার অনুষ্ঠানের সম্প্রচারণের ব্যবস্থা করে। দশমীর দিন মণ্ডপ থেকে মাকে চাতালে নামিয়ে আনার পর সিঁদুর, ফুল বেলপাতা, মিষ্টি, মধু প্রভৃতি দিয়ে মাকে বরণ করেন এয়োতিরা। উলুধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনির পাশাপাশি ঢালের আওয়াজে আগত দর্শনার্থীদের মনে হয় যেন এক টুকরো কলকাতাই উঠে এসেছে পুরীর দুর্গা মন্দির। অগুনতি মানুষের ভিড় পুজোর প্রতিটি দিন। বেড়াতে এসেও বাঙালিরা মাকে পুজো করার এই সুযোগ কখনো ছাড়ল না।

বাঙালি যেখানে দুর্গাপুজো সেখানে

মুম্বইয়ের দুর্গাপুজো

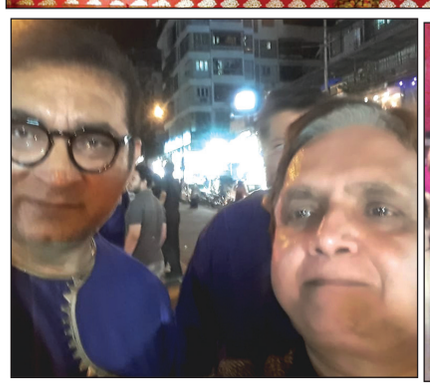

মুম্বই ঘুরে কল্লোল গুহ ঠাকুরতা: এবারের পুজোর সময়ে আগপিছু আর চিন্তা না করে সরাসরি মুম্বইতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। পুজোর সময়ে কলকাতায় বৃষ্টির আশঙ্কা আর আমার এক বন্ধুবরের মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালে চেক–আপ করতে যাওয়া আমার এই মুম্বই যাত্রার পিছনে কাজ করছিল।

প্রতি বছরই টিভিতে দেখি যে অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, রাকেশ রোশন, ঋত্বিক রোশন, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভট, করণ জোহর, ক্যাটরিনা কাইফ, রাণী মুখার্জী, তনুজা প্রমুখরা বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলে ঘুরছেন, দুর্গা প্রতিমা দর্শন করছেন, অঞ্জলি দিচ্ছেন ইত্যাদি। তাদেরকে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার একটি সুপ্ত মনোবাসনাও ছিল। এই সমস্ত চিন্তা করে সপ্তমীর রাতের মধ্যেই আমি মুম্বইতে এসে হাজির হলাম। আমার লাইফ মেম্বারশিপের সূত্র ধরে জুহুর ইস্কনের অতিথিশালায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, পাঁচতারা–য় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। যাই হোক, পরদিন অষ্টমীর সকাল। মহাষ্টমী বলে কথা। অঞ্জলি দিতে হবে তো কোথায় যাওয়া যায়, জিজ্ঞাসাবাদ করে জুহুর ইস্কন গেস্ট হাউস থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরের টিউলিপ স্টার হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানেই হচ্ছে সুবিখ্যাত নর্থ বোম্বাই দুর্গা পুজো, যার পোশাকি নাম 'নর্থ বোম্বাই সার্বজনীন দুর্গা পুজো চ্যারিটিবল ট্রাস্ট' এবং এই পুজোটিই হচ্ছে অভিনেত্রী রাণী মুখার্জী তথা মুখার্জী পরিবারের পুজো। যে পুজোয় সামিল রাণী মুখার্জী পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও। কাজল, কাজলের মা তনুজা , রাণী মুখার্জীর ভাই পরিচালক অয়ন মুখার্জী প্রভৃতিরা। সেখানে পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল অঞ্জলি। মহাষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি। পুরোহিত মশাই মাইকের মাধ্যমে উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে কলকাতা থেকে বম্বে শহরে গিয়ে একেবারে সরাসরি রাণী মুখার্জীর পুজোয় গিয়ে আমরা মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিলাম। তবে আমাদের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আমরা কি যা আশা করেছিলাম সেটাই হলো। সস্ত্রীক অমিতাভ বচ্চন সামনে এসে উপস্থিত হলেন। চারিদিকে হইচই চিৎকার চেঁচামেচি। আপনারা সবাই এনাকে নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছেন। আপনারা যেটা দেখেন নি সেটা হচ্ছে অষ্টমীর অঞ্জলি। সামনে আমার সাথে মিলিত হওয়ার দৃশ্য। রবিবার মহাষ্টমীর এই ঘটনা নাকি তিনি বারবার বিকেল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে ঘটান। অবশ্য যদি তিনি বোম্বেতে থেকে থাকেন। এবং সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ছবি না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। যাই হোক এত বছর অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চনের কথা। অষ্টমীর সন্ধ্যায় সেই প্যান্ডেলে আরও বেশ কিছু তারকার সমাবেশ ঘটলো। যার মধ্যে অন্যতম ক্যাটরিনা কাইফ। আরও অনেকেই এসেছিলেন, আমি তো আর সবাইকে চিনি না। যাই হোক এবার অষ্টমী থেকে নবমীতে আসা যাক। নবমীর দুপুরে সেখানে এসে হাজির হলেন রণবীর কাপুর আর আলিয়া ভাট। তাই, সেকি হুলুস্থুল কাণ্ড। বলে বোঝানো যাবে না। এর মধ্যে রণবীর কাপুর আবার বলে বসলেন, তিনি আমার সাথে টিউলিপ স্টার হোটেলে বিশাল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ডাইনিং হলে বসে ভোজ খাবেন। আলাদা করে খাবেন না। তবে তাই হোক। তার আবদার মেনে টিউলিপ স্টার হোটেলের বিশাল ডাইনিং হলে এই রণবীর কাপুর আর আলিয়া ভাটের সঙ্গে বসে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো। তবে আমাদের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সন্ধে হতে না হতেই সেখানে এসে হাজির হলেন রাকেশ রোশন এবং ঋত্বিক রোশন। এসেই আম জনতার হাতে পারফেক্টলি ক্যাপচার হয়ে গেলেন। অর্থাৎ আম জনতার হাতে বাস্তবিক অর্থেই বন্দী হয়ে গেলেন। পরিস্থিতি কি দাঁড়াতে পারে সহজেই অনুমেয়। অতঃপর নমবীর পর বিজয়া দশমী। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় রাণী মুখার্জীর দুর্গা পুজোয় এসে হাজির হলেন করণ জোহর!!! যাক এবার চলুন জুহু বিচ–এ বিশ্বজিতের দুর্গাপুজোয় নিয়ে যাই আপনাদের। বিশ্বজিত অর্থাৎ বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায় এককালের বাংলার গায়ক নায়ক। আমাদের স্বনামধন্য প্রসেনজিত, অর্থাৎ প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের বাবা। বহু বছর ধরে তিনি একার উদ্যোগে এই পুজোটা করে আসছেন। অষ্টমীর দুপুরে ঢালাও ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় এখানে। এবারে বুম্বাদা অর্থাৎ প্রসেনজিতের স্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে অষ্টমীর দুপুরে নিজের হাতে সবাইকে ভোগ পরিবেশন করেছিলেন। আর নবমীর সকালে এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন ঋত্বিক রোশন এবং বিশ্বজিতের পুরনো বন্ধু রাকেশ রোশন। তারা দুজনেই এখানে ওইদিন পুষ্পাঞ্জলি দেন।

যাক রাণী মুখার্জী আর বিশ্বজিতের পুজোর পর এবারে বম্বের আর এক বিখ্যাত দুর্গা পুজো 'লোখান্ডওয়ালা দুর্গোৎসব'–এ আসা যাক। জুহু সমুদ্র সৈকত থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের লোখান্ডওয়ালা এলাকার দুর্গাপুজো অভিজিত–এর পুজো বলে বিখ্যাত, অভিজিত অর্থাৎ অভিজিত ভট্টাচার্য। 'ওলে ওলে' , 'ঢাকের তালে', 'খোকা চারশোবিশ' প্রভৃতি বহু বাংলা এবং হিন্দি গানের স্বনামধন্য গায়ক অভিজিত ভট্টাচার্যের লোখান্ডওয়ালা দুর্গোৎসব এবার ২৪ বছরে পা দিলো। আগামী বছর এই পুজোর রজত জয়ন্তী বর্ষ। একাদশীর দিন ভাসানের মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে নাচতে নাচতে অভিজিতদা তখন থেকেই আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন আগামী বছর অবশ্যই আসার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আর একটি বিখ্যাত ভট্টাচার্য পরিবার যিনি অভিজিতদার পাড়াতেই থাকেন এবং অভিজিতদার প্রতিবেশী, তিনিও এই পূজার একজন একনিষ্ঠ সদস্য। তিনি বলেন, আর কেউ নন,কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য, লোকে যাকে কুমার শানু হিসেবেই চেনে!!! এবারে আসা যাক দাদার নিবাসী পার্ক দুর্গোৎসবে। এই পুজো এই বছর ৮৪ বছরে পদার্পণ করলো। শচীন দেব বর্মন এই পুজোটি শুরু করেছিলেন। তারপর থেকে মুম্বইয়ে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বাঙালি শিল্পী এবং কুশীলবরা এই পুজোর সদস্যপদ গ্রহণ করে থাকেন। এই পুজোটির কাছেই অবস্থিত মুম্বইয়ের রামকৃষ্ণ মিশন। এখানেও বেশ ঘটা করে মহা সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব পালিত হয়ে থাকে। ষষ্ঠীর দিন থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত আমজনতার ভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

জুহুর আর একটি বিখ্যাত দুর্গোৎসব হচ্ছে 'জুহু সার্বজনীন দুর্গোৎসব, ২০১৯'। এই পুজো এবারে ২০ বছরে পা দিল। ২০০০ সালে সুবিখ্যাত গায়ক জগন্ময় মিত্র এই পুজোর সূচনা করেন।

এছাড়াও বান্দ্রা এলাকার বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেনের পুজোও খুব বিখ্যাত। এই পুজোতেও বম্বের বহু নায়ক–নায়িকার সমাগম হয়।

এছাড়াও নভি মুম্বইতে 'ভাসি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'–এর পুজো এবারে 'রজত জয়ন্তী বছর পালন করছে।

মাঙ্গলিকী

পুজোয় কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া শ্রীনগর রামকৃষ্ণ সরণীর, আমবাগান দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গাপুজো এ বছর ৮ম বর্ষে পদার্পণ করলো। এই উপলক্ষে মহাষষ্ঠী পুজোর বোধন উপলক্ষে ৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় 'কবি সম্মেলনে'র আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনেও ভট্টাচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক সুনীলকৃষ্ণ মণ্ডল, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর আচার্য, দেবেশ সরকার, টুলু সেন, ইলাশ্রী দেবনাথ, অনুপ বিশ্বাস, সুশান্ত নাগ, জয়ন্ত মালী, পলাশ মণ্ডল, স্বপ্নর্ষী মালী, সোফিয়ার রহমান প্রমুখ প্রায় ৩০ জন কবি। প্রত্যেকেই কবিতা পাঠ করেন এবং উক্ত পুজো কমিটির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। কমিটির বিশিষ্ট কর্মকর্তা গৌর বিশ্বাস স্বাগত ভাষণে আগত সকল গুণী মানুষকে অভিনন্দন জানান। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রেখা রায়। এছাড়া সঙ্গীতে অরিত্রী বণিক এবং তবলায় সৌমিক মিত্র ও স্বপ্নর্ষী মালী প্রশংসনীয়। বাচিক শিল্পী মনোজ ঘোষ ও স্বপ্নর্ষী মালীর আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি কবি তমাল বণিকের সুন্দর সঞ্চালনায় বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

গোবরডাঙায় বিদ্যাসাগর স্মরণানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি গোবরডাঙা–খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বাংলার গদ্য সাহিত্যের জনক, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের পথ প্রদর্শক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষে এক বিশেষ মনোজ্ঞ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত। প্রধান বক্তা গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের কর্ণধার ও বিজ্ঞান লেখক দীপককুমার দাঁ। বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট কবি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সহ শিক্ষক বিশ্বনাথ রায়, ডাঃ অরিন্দম মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান শেষে প্রধান অতিথির ভাষণে সুভাষ দত্ত বলেন যে, ২০০৫ সালে সাংসদ ভবনে ড. কৃষ্ণা বসু রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এতে এক সাংসদ প্রশ্ন করেন 'কৌন হ্যায় রবীন্দ্রনাথ?' সুতরাং সব রাজ্যই কৃতী মনীষীদের সম্পর্কে পঠন–পাঠনের প্রয়োজন। দীপকবাবু বলেন, ১৮৫৫ সালে যখন হ্যাডলি সাহেব বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় কোথায় স্কুল স্থাপন হবে? উত্তরে বিদ্যাসাগর গোবরডাঙার নাম প্রস্তাব করেন এবং ১৮৫৬ সালে গোবরডাঙায় প্রথম ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়া আরও তথ্য নির্ভর বক্তব্য রাখেন তিনি। বাসুদেববাবু ছোটদের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে একটি মনোজ্ঞ গল্প বলেন। প্রধান শিক্ষক দেবাশীষবাবু সকলকে অভিনন্দন জানান এবং গোবরডাঙার ইতিহাস ও মনীষীদের চর্চার দিকে নজর রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সঙ্গীত পরিচালনায় দেবযানী গঙ্গোপাধ্যায় প্রশংসনীয়। এছাড়া নিশিকান্ত বিশ্বাসের নির্দেশনায় 'মাইলস্টোন৩ এবং অন্তর দেবনাথের রচনা ও পঙ্কজকুমার সরকারের নির্দেশনায় 'বিদ্যাসাগর' আলেখ্যটি পরিবেশিত হয় এবং শ্রোতাকর্তৃক অভিনন্দিত হয়। সঙ্গীতে তথাগত ভট্টাচার্য, অমিয়াংশু দত্ত ও সপ্তকী ব্যানার্জী প্রশংসনীয়। তবলায় সহযোগিতা করে অম্লান গাঙ্গুলি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি কবি ও শিক্ষক এবং সাহিত্যিক সামিরুল হক এবং রণদেব দাশগুপ্তের সুন্দর সঞ্চালনায় বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

বিশ্বে প্রথমবার 'ওয়েস্টেজ মেডিসিন ফয়েলে' ভাস্কর্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের তথা রাষ্ট্রের শাসন বিভাগে নাম সর্বস্ব থেকে প্রকৃত শাসক যখন 'কঠিন বর্জ্য পদার্থ' নিয়ে যারপরনাই চিন্তিত সঙ্গে ভাবিত, ঠিক এরকম একটি জ্বলন্ত সময়কালে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ–যাদবপুর এলাকাস্থিত রামগড়ের ইস্টার্ন রেলের লোকো পাইলট বিমল নাগ বিশ্বে প্রথম বিভিন্ন সিরিজের একাধিক ভাস্কর্য তৈরি করে চলেছেন। যা সম্পূর্ণরূপে 'ওয়েস্টেজ মেডিসিন ফয়েলে' নির্মিত। এজন্য ভাস্কর বিমল নাগ ইতিমধ্যে নেপাল সরকার ও দিল্লি থেকে 'বেস্ট আর্ট ওয়ার্ক' পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন। গত ৯–১৬ অক্টোবর সাতদিন ব্যাপী আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নিউ সাউথ 'এ' ও 'বি' গ্যালারিতে মোট ৩১টি ওষুধের মোড়কজাত পদার্থে নির্মিত তাঁর প্রথম একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর ও সমীর আইচ। সঙ্গে ছিলেন শিল্পকলা সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তী, তবলাবাদক পণ্ডিত মল্লার ঘোষ, কবি, আবৃত্তিকার মল্লিকা ঘোষ ও ডিজিএম মেট্রো রেলওয়ে প্রত্যুষ ঘোষ। এই প্রদর্শনীতে সকল সৃষ্টিই বেশ চিত্তাকর্ষক। উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মগুলির মধ্যে ছিল যিশুখ্রিস্ট, বুদ্ধ, গণেশ, বাউল, পেঁচা ও বিড়ালি সিরিজের কাজগুলি। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ডিপ্লোমা বিমলবাবু এ বিদ্যা শিখেছেন, ছোটবেলা থেকে সম্পূর্ণরূপে 'নিজস্ব শিক্ষায়–ভাবনায়'। ভারতবর্ষ, নেপাল, ভূটান, লন্ডনে ইতিমধ্যে ৩০টিরও অধিক গ্রুপ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের চারুকলা উৎসবেও অংশগ্রহণ করেছেন।

ভদ্রেশ্বর থানায় বিজয়া সম্মেলনী

মলয় সুর, হুগলি : শনিবার সকালে ভদ্রেশ্বর থানার উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা হয়। আজকাল পুলিশ কর্তারা মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে সরাসরি বিভিন্ন কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। ইতিমধ্যেই দুঃস্থদের বস্ত্রদান করা হয়। আরও নানা কাজে ভদ্রেশ্বর থানা জোর দেওয়া হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর থানার অফিসার ইনচার্জ নন্দনকুমার পানিগ্রাহী, ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, চাঁপদানি পুরসভার ভাইস–চেয়ারম্যান বিনয়কুমার, থানার মেজবাবু পার্থসারথি ভৌমিক, থানার এস আই শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, এসআই রঞ্জন দাস, দয়াল হরি পাকড়ে, এদিনের ছোট্ট অনুষ্ঠানে তানালাপ সংগীত সংস্থার শিল্পী শেফালি চক্রবর্তীর কণ্ঠে শ্রোতাদের মন কাড়েন। তবলায় ছিলেন তাঁর স্বামী সুকুমার। স্থানীয় এলাকার মানুষজনদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন হয়ে থাকে। সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

অনীকের অনুষ্ঠান আকাদেমিতে

কৃষ্ণচন্দ্র দে : বিগত ৩ অক্টোবর ২০১৯ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে অনীক নাট্যদলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান অমলেশ চক্রবর্তী স্মৃতি সম্মান ও স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হল। দুটি ভাগে বিভক্ত একটি মনোজ্ঞ ও মননশীল আলোচনা সভা।

১ম পর্বে অমলেশ চক্রবর্তী স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হল অতিথিতি বর্গের বরণের মধ্য দিয়ে। সম্মান প্রাপকবৃন্দের তালিকায় ছিলেন যথাক্রমে বিশিষ্ট সমালোচক ও বাংলা সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল তারকা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারী রায় চৌধুরী, নাট্যকার চন্দন সেন ও বিশিষ্ট প্রতিভাবান শিল্পী দেবেশ রায় চৌধুরী।

সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন যথাক্রমে অধ্যাপক পবিত্র সরকার, পঙ্কজ মুন্সী, চন্দন সেনকে সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন বিখ্যাত নাট্যনির্দেশক দেবাশিস মজুমদার এবং দেবেশ রায় চৌধুরীকে সম্মাননা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন তার অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশিষ্ট অভিনেতা বিমল চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হলেন দলের প্রবীন সদস্য অজয় দত্তগুপ্ত। সভাপতি সকল উপস্থিত সভ্যাগতবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন তপতী ভট্টাচার্যের উপর।

দলের সভানেত্রী তপতি দেবী অমলেশদার স্মৃতি তর্পণ করলেন। তিনি জানালেন, অমলেশদা গঙ্গা যমুনা উৎসব দেশকালের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। অনীক এখন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি অতি পরিচিত নাম। এসবই ঘটেছে অমলেশবাবুর ইচ্ছা ও উদ্যোগে। তিনি আরও জানালেন গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসবে দেশি–বিদেশি মিলিয়ে এপর্যন্ত আনুমানিক ২৪৩টি নাট্যদল অংশগ্রহণ

অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অর্ক সাহিত্য পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ। প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রুভ্র মহারাজ। অনুষ্ঠানে সম্পাদক ক্ষিতিশ রায়, সহসম্পাদক চন্দ্রাবলি ব্যানার্জি। শৌভিক রায়, মাহামুদাল হাসান, পঞ্চমী গোল, তিথি সরকার, হর প্রসাদ কর্মকার, সোমু আচারিয়া, ইব্রাইম শাহ, টুলটুল দেবনাথ, তমা কর্মকার, কুমার অলিক ও আরও অনেকের লেখনিতে সমৃদ্ধ হয়েছে এই পত্রিকা। বৃষ্টি উপেক্ষা করে এই সাহিত্য সন্ধ্যার অনুষ্ঠান এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল। আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্যের এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন দীপশিখা চৌধুরী।

করেছে। এরপর দলের সম্পাদক অরূপ রায় পবিত্র সরকার মহাশয়কে বরণ করে নিলেন এবং পবিত্রবাবু দলের স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। কথা প্রসঙ্গে সম্পাদক অরূপ রায় ক্ষোভের আঁচ প্রকাশ করে ফেলে বললেন যে, নাট্যচর্চা কেন্দ্র সল্টলেক স্টেডিয়ামে গঠিত ছিল কথা দিয়েও সরকার সেটা এখনও ফেরত দেয়নি। লেখক হিসেবে সরকারি আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করছি। পবিত্রবাবু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বললেন, আমি আর শমীক একসঙ্গে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। শমীক ইংরেজিতে। আমি বাংলায়। শমীক একটা গোটা ইউনিভার্সিটি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অসাধারণ বাংলা বলে। শমীক সংস্কৃতির সম্পদ।

দেবাশিস মজুমদার বলেন, সামান্য নাট্যকর্মী হিসাবে কোথাও আমন্ত্রণ পেলে ভাল লাগে। চন্দনের নাটক প্রত্যেক জেলায় আজ অভিনীত হচ্ছে। চন্দন একজন ব্যতিক্রমী নাট্যকার। ওর নাটক প্রায় একশো ছাড়িয়ে গিয়েছে।

চন্দন সেন বললেন, এই বয়সে পৌঁছে নাটকের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্তি একটু পরিহাস বলে মনে হয়। যেমন স্টেন বার্ক করেছিলেন। আজও নিজেকে বড় ক্ষুদ্র বলে মনে করি। জনপ্রিয় নাটক মানেই ভাল নাটক নয়। পুরস্কার আমাকে উজ্জীবিত করছে ভাল নাটক লেখার জন্য।

পঙ্কজ মুন্সী বললেন–মুরারী অভিনেতা ছিল সেখান থেকে ওর সকল ভাবে সঙ্গীতে পদচারণা। সঙ্গীত নাটককে ঋদ্ধ করে। মুরারী দীর্ঘদিন ধরে এ কাজটি করে চলেছে। ওর সঙ্গীত নাটকে অন্য মাত্রা এনে দেয়। আমি আজ প্রক্সি দিচ্ছি অরুণদার অনুপস্থিতিতে। তবে আসতে পেরে খুব ভাল লাগছে।

মুরারী রায়চৌধুরী স্মৃতিজড়িত কণ্ঠে বললেন–আমার আশেপাশে অনেক বহু ইউনিভারসিটি বসে আছে। অমলেশ আমার বন্ধু ওর মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ও খুব সাহসী। ও যে চলে যাবে সেটা অমলেশ নিশ্চিত জানতো। ও হয়তো অন্তরাল থেকে আমাকে শাসন করে যাবে। সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বিমল চক্রবর্তী দেবেশ রায় চৌধুরী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন, অমলেশদার স্নেহ থেকে কোনদিন বঞ্চিত হইনি। অনীকের এই ধারাবাহিক কাজে উপস্থিত থাকতে পেরে ভাল লাগছে। জীবনে মাত্র একবার আমি অমলদাকে পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিলাম এটা একটা রেকর্ড। দেবেশের নাটকে অভিনয়ের মূল্যায়ণ আজও হয়নি। অসাধারণ অভিনেতা বললে কম বলা হয়। চলচ্চিত্রে ওর আগ্রহ দেখে অবাক হয়েছি। আমরা সবসময়ে পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ বাঙাল ভাষায় কথাবার্তা বলতাম।

দেবেশ রায় চৌধুরী–আমি সবসময় হৈচৈ করে নাটক নাটক করতে ভালবাসী। রায়গঞ্জ কালীয়াগঞ্জে নাটক করতে গিয়ে মজার মজার কিছু কাহিনী আড্ডার মতো করে শোনালেন। সবশেষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা তেপান্তর আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মন জয় করে নিলেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন রঙ্গলোকের অচিন্ত মুখার্জীর প্রয়াণের খবর পাওয়া গেল। তাঁর স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে–স্মারক বক্তৃতা ২০১৯। বিষয়–'নব্য জাতীয়তাবাদ ও শিল্পীর দায়িত্ব।' বক্তা নাসির উদ্দিন ইউসুফ (বাচ্চুভাই) বিখ্যাত নাট্য নির্দেশক ও সংগঠক (বাংলাদেশ)। ঢাকা থিয়েটারের একজন সফল নাট্যকার নির্দেশক ২১ শে পদকে সম্মানিত। নান্দীকারের নাট্য উৎসবে তার বহু নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে। এরকম সুচিছিদ্র নীরবতায় প্রায় এক ঘণ্টা বক্তব্যে দর্শকবৃন্দকে মোহিত করে রাখলেন ইউসুফ ভাই। তিনি বললেন, সংজ্ঞা নিরূপণে আমি অক্ষম। সাত–আট বছর আগে উৎপল দত্ত স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলাম। জাতীয়তাবাদ এক বাধ্যতামূলক তত্ত্ব। এর কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সজ্ঞা নেই, কিন্তু এটা বাস্তব। এটা অনুভূতির ব্যাপার। এর প্রধান উপাদান ভাষা। ধর্মান্তরিত হওয়া সহজ কিন্তু ভাষান্তরিত হওয়া অনেক কঠিন। ধর্মভিত্তিক একটা জাতীয়তাবাদ আছে, কিন্তু এটা মৌলবাদ যা কিনা দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর। অমলেশদা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন। ভারতে হিন্দু, বাংলাদেশ পাকিস্তানে মুসলিম জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে, এটা ভয়ঙ্কর। বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটা সৃজনশীল বিষয়। ভাষা আন্দোলন বাঙালির নবজাগরণ।

তিনি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং নজরুলকে টেনে এনেছেন সচেতন ভাবেই। বন্দেমাতরম ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু কালক্রমে তা হিন্দু জাতীয়তাবাদে দেগে দেওয়া হয়েছে। এমনকি আনন্দমঠকে সাম্প্রদায়িক বলে তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তামাম ভারতবর্ষে কখনও একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বা অনুভব আজও তৈরি হয়নি, যা কিনা সর্বজনগ্রাহ্য একটা মৌলিক অনুভব হয়ে গিয়েছে। উপসংহারে বলছি বিষয়টি বিতর্কমূলক সন্দেহ নেই, তবে শিল্পীর দায়িত্ব সম্বন্ধে ইউসুফ ভাই তেমন কোনও দিশা দেখাননি বা অবতারণা করেননি। এটা তার ইচ্ছাকৃত না এড়িয়ে যাওয়া ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কিছুই হারায় না
অর্চনা ঘোষ

মুছে দিলেই সে অস্তিত্বহীন
এমন ভাবার কারণ সত্যিই আছে কিনা
এতদিনেও তা নির্ণয় করা গেল না।
রোদ্দুর ভালোবেসে যে প্রহরগুলি
নিজেকে অনন্ত পুড়িয়ে নিঃশেষ
তাকে কোন একদিন যদি চাঁদের পাশে পাশে
আমার জিজ্ঞাসা অবাক মানে না
ইচ্ছেরা তো কবে থেকেই মেঘ হয়ে
পাড়ি জমিয়েছে যক্ষপুরমুখী
আকাঙ্খার বিস্তৃতি জুড়ে পড়ে আছে
কিছু জীবন, কিছু মৃত্যুর নীল সবুজ নুন
তাই বললেই তারা দু মুঠির মধ্যে এসে
আপন আবাস রচনায় উন্মুখ
হলফ করে সেকথা বলা যায় কই
যে ঠিকানা হারাতে গিয়ে বারে বারে
ফিরে আসতে হয় কোন টুকরো শীতার্ত উষ্ণতায়
তাকে অস্বীকারের সাধ্য ঠিক
কতদূর পর্যন্ত সাহসী উচ্চারণে দৃঢ় ?
(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

দৌড়
অভিনন্দন মাইতি

একটু একটু ছিঁড়ে ফেলা কাপড়ের জটে
জড়িয়ে যাওয়া অস্তিত্ব নিয়ে টালমাটাল ছেলেটি
ছুটে যায় আরও দূরের সন্ধানে
জিরিয়ে নেওয়া আমের ছায়া দূরস্ত
সময়ের লাল চোখ জটিল ভ্রু

অফুরান দৌড় দৌড়
হাসপাতালের অতিহাসে নতুন ধারা
পারিপার্শ্বিক পরিবেশ জটলা পাকিয়ে উঠছে
রাজনীতির নতুন ধারাপাত

তবু দৌড় দৌড়

নতুনের প্রত্যাশাময় জামায় জড়ানো স্বপ্ন
যদিবা হয় তা একটু স্বাস্থকর ভাতফুল
হোক না তা কষ্ট সাধ্য
যদি তাতে স্রেফ আনন্দটুকু থাকে।
(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

সবুজ ক্ষেত
বিক্রমজিত ঘোষ

আজকের নতুন প্রভাতে
পাখীদের ডাক শুনি আকাশে।
গ্রামের মাটিতে ফলে সোনার ফসল,
চাষীরা কটে ধান,
ক্ষেতে ক্ষেতে ফসলের বন্যা
মাটি হয়ে যায় সোনা।
মনে আসে শান্তি –
সবুজ দেখে মনে হয় অনন্য।
দুদিকের সবুজ ক্ষেত মনকে নাড়া দেয়,
নতুন প্রভাতে চোখ ভরে দেখি
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

নারী তুমি
বিশ্বনাথ প্রামাণিক

জীবনের প্রথম আলোতে
জীবনের প্রথম স্পর্শে
জীবনের প্রথম কথায় তুমি
পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর
যে বন্ধন .....
সেও তুমি।
যার স্নেহে আজও
ফিরে আসে ভালোবাসা
মুখে তুলে দেয় অমৃত সুধা
করুণাধারায় ফিরিয়ে আনে
নতুন জীবন।
জীবন সংগ্রামের মাঝেও
তুমি অনন্যা ।
(মেয়ানাপুর, এনায়েতপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

পথ
সুশান্ত সেন

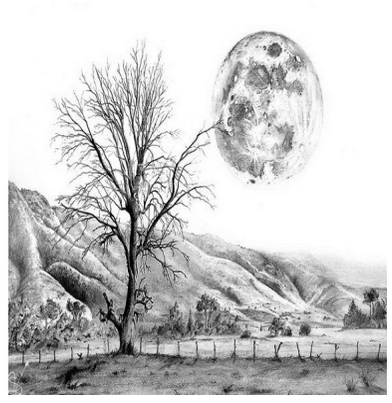

আপনি ডাইনে না বামে
কোনদিকে যাবেন, না সোজা রাস্তায় ?
চারপাশ বেসামাল করে
হাওয়া ছুটে আসছে
আপনি কি আওয়াজ শুনেছেন ?
আপনি কি সোজা রাস্তায়
চলতে চলতে পিছিয়ে ?

তাই কোনও একদিন
পিছাতে পিছাতে
সামনের সোজা রাস্তা
আর দেখা যায় না।

আর আপনার সত্বাকে ভুলে
অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে
হাতড়ে হাতড়ে
প্রজাপতি খুঁজে বেড়াতে হয়
সারাটা সন্ধ্যা
(কলকাতা–২০)

বাঘবন্দী
লক্ষণ দাস ঠাকুরা

বুকের মাঝে লুকানো কথাগুলো
ছুটতে ছুটতে থামে একটা গাছের নীচে।
একটা বাঘ হাই তোলে – হালুম !
পাখীদের কলরবে রাত্রির ভাঙ্গে ঘুম,
প্রভাতের তখন অনেক দেরী।
আশ্চর্য ...কথাগুলো আবার ছুটতে ছুটতে
আমার কাছে কথা নাড়ে, হাঁপায়।
ভয়, বাঘের ভয়, কথা ফাটার ভয়।
অর্থপূর্ণ কথাগুলো বীজমন্ত্র জপে
ঠায় দাঁড়িয়ে বাঘ নাচ–দুয়ারে
বুকের খাঁচাটা বাড়িয়ে দিতেই
বন্দী হল বাঘ
কথাগুলোই বাঘবন্দী খেলা।
(কালনা রোড, বর্ধমান)

শুভ ওড়ায় ঘুড়ি
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

লাল ঘুড়িটা কেটেই শুভ
নীল ঘুড়িটা কাটবে
রাত্রি হলে ছেঁড়া ঘুড়িটা
আঠা দিয়ে সাঁটবে
লাটাই ধরে বন্ধু গণেশ
শুভ ওড়ায় ঘুড়ি,
কাটলো ঘুড়ি দুই বন্ধুর
ধরার হুড়োহুড়ি
পড়তে বসার জন্য মা তার
বলতে আসে যেই
সকল ফেলে ছাদে শুভ
ছুটলতো পড়তেই।
(কলকাতা– ১৬)

গোটা পাড়া
কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

গোটা পাড়া শক্তিশালী
গোটা পাড়া চির মস্তান
গোটা পাড়া খুব ভিতু
পিছে কেন করে প্রস্থান
গোটা পাড়া অতি নির্মল
গোটা পাড়া কষ্ঠি পাথর
গোটা পাড়া অতি নির্বোধ
গোটা পাড়া ক্ষীণ অন্তর।
গোটা পাড়া মরুভূমি
গোটা পাড়া ধূ ধূ বালি
গোটা পাড়া তপ্ত তির
হাতে নিয়ে খালি থালি
গোটা পাড়া ছাই গাদা
ছাই ছাই মন্দ গন্ধ
গোটা পাড়া প্রতিবন্ধী
জন্মসূত্রে চির মন্দ।
(বড়িশা, কলকাতা –৮)

এক ভবে দুই ভাব
সনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এক আকাশের নীচে সবাই হয়েছি জড়ো,
এক আকাশের রবি, শশী – তবু কেন ছোট বড় ?
তবুও তো ওরা নিয়ত সময় বাঁধা নিয়মে জ্বলে,
কোন সে হাতের ইশারায় চলে কোন সে মন্ত্রবলে !
ওদের ধর্ম ওদের কর্ম ছোট বড় হয়ে জ্বলা,
ওদের অমর জীবনে দেখি এক হয়ে পথ চলা।
পশুতে পশুতে, মানুষে–মানুষে পাশাপাশি বাঁধে ঘর,
এক হাতে পায়, চোখ মুখে নাকে তবু কেন পরাপর।
ধনী ও ভিখারী, বিজ্ঞ ও খুনী কেন তবে এর মাঝে,
কেউ খায় কেন সন্দেশ ভোগ, কেউ অনাহারী সাজে ?
কোন সে বিচারে একি অনাচার কেন এ প্রভেদ তব,
প্রকৃতির সৃষ্টির এই কি মহিমা চির বিরাজিবে ভবে।
(চণ্ডীপুর. মোড়া, হুগলী)

ইতিহাস কথা বলে
নিত্যানন্দ দাস

ধ্বংসস্তুপে রক্তাক্ত তরবারি
মরচে ধরা কামান অথবা গুলি
খুন–জখমের চিহ্ন বিবর্ণ মাটিতে
সুন্দরী নারীদের দেহ–সমাধি তলে
মিশে আছে কত নর–কঙ্কাল
হাজার হাজার বছর বরেও
তিহ্নিত মাটির স্তরে
মন্দির মসজিদ গির্জা সব একাকার –
কত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের স্মৃতি
বেরিয়ে আসতে চায় কোদাল–গাঁথির আগায়
উদ্ধত মানুষের গতিপথে জাতপাতের হিসাব
কিংবা রাজা মহারাজার বেহিসাবী খতিয়ান
ওরা জবাব চায় গবেষণার ইতিবৃত্তে।

ইতিহাস আজ থমকে যায়
বর্তমানের অলিতে গলিতে
ফেলে আসা অতীত খুব–ই বেদনাময়।
জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায় না
বর্তমান–এর বেদীতে।
(সালকিয়া, হাওড়া)

একটা খুশী
তপন কুমার দাস

একটা খুশী পদ্মবনে খিলখিলিয়ে হাসে
একটা খুশী চোখের কোণে স্বপ্ন হয়ে ভাসে
একটা খুশী যখন তখন দামাল হয়ে ওঠে
একটা খুশী ছড়িয়ে থাকে তোমার আমার ঠোঁটে
একটা খুশী হাওয়ার সাথে মাতাল হয়ে ঘোরে
একটা খুশী প্রজাপতির ডানায় ডানায় ওড়ে
(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

নারী
ভীম ঘোষ

বৃষ্টি, ঝড় নারী হতে পারে
কিংবা ভাবনার ভেতরে লুকিয়ে থাকা
স্বপ্নও নারী হতে পারে।
প্রেম জন্ম নেয়, একান্ত সৃষ্টি রূপে।
নারী প্রতিমা হয়ে মিশে যাচ্ছে,
আমার দেশে অগ্নিকাণ্ডে।
দুয়ার খুলে যাচ্ছে, আজব গল্পে।
এ প্রকৃতির, শ্বাস প্রশ্বাস,
গোধূলী স্বপ্নময়, নারী হতে পারে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

সৌরভের দাদাগিরি এবার টিম ইন্ডিয়ায়

অরিঞ্জয় মিত্র

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে সর্বপ্রথম এক বাঙালির আত্মপ্রকাশ হল সেই নাটক নিয়েই, যে নাটকীয়তা আর দুর্দান্ত আবেগে ভরপুর বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন। জগমোহন ডালমিয়ার পর বাংলা থেকে আরও একজন ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষ স্থানে। এক্ষেত্রে বাড়তি প্রাপ্তি তিনি হলেন নিখাদ বঙ্গসন্তান। ডালমিয়া সাহেব বিসিসিআইয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা থেকে নিজেকে তথা ভারতীয় ক্রিকেটকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আইসিসি বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের মাথা হয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে ছিলেন সমগ্র ক্রিকেট বিশ্বে। তখন আবার সৌরভ ভারত অধিনায়ক। উত্তরসূরীর পথ ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বেসর্বা তো হয়ে উঠলেন মহারাজ। এবার কি তাহলে সৌরভকেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কক্ষপথে দেখা যাবে? খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলা থেকে সারা দেশের ক্রিকেটমোদীদের মধ্যে এই প্রশ্ন মাথা চাড়া দিচ্ছে। সৌরভ নিজেও বলছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের যে সম্মান ছিল তা ফিরিয়ে আনাই এখন তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সৌরভ যেমন চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন সেক্ষেত্রে বিশ্বজনীন এই চ্যালেঞ্জ যে তিনি উপভোগ করবেন তা খুবই স্বাভাবিক।

দেশের ক্রিকেটকেও শীর্ষে প্রতিষ্ঠা করার টার্গেটের কথাও সাফ জানিয়েছেন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই। সৌরভের বক্তব্য, ভারতীয় ক্রিকেট দল যথেষ্ট ভালো খেলছে। অধিনায়ক চমৎকার মোটিভেট করছেন। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে কেমন থমকে যাচ্ছে কোহলি ব্রিগেড। এই প্রসঙ্গে তিনি সম্ভবত বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারতের বিদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তিনি সৌরভ। তাই ভালোই বোঝেন এক নম্বর আর দুনম্বরের তফাত। নিজের মতো করে বসতেও চলেছেন দলের সঙ্গে। অধিনায়ক বিরাট কোহলি, কোচ রবি শাস্ত্রী এবং সিনিয়রদের সঙ্গে বসে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জেনে নেবেন তাঁদের পছন্দ–অপছন্দের কথা। কি কি জায়গায় খামতি রয়েছে সেটা বুঝে নিজের মতো করে পদক্ষেপ করতে চান তিনি। আর কে না জানে মহারাজ যে মিশনে নামেন তা সর্বাত্মক সফল হতে বাধ্য।

গলি থেকে রাজপথ কি একে বলা যাবে না। কারণ তিনি তো আর অলিগলি থেকে বেড়ে ওঠেন নি একসময়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিনোদ কাম্বলির মতো। অনেকটা সোনার চামচ নিয়েই জন্ম তাঁর। তা বলে ভারতীয় ক্রিকেটের অলিন্দে তাঁর বেড়ে ওঠা কখনই মসৃণ হয়ে ওঠেনি। বরং ১৯৯২ এ অস্ট্রেলিয়া সফরগামী ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর কথা শুনতে হয়েছে তাঁর মহারাজি চালচলনের জন্য। তৎকালীন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনের সুনজর ছিল না মোটেই। ভেঙ্কটপতি রাজু বা আর্শাদ আয়ুবকে নিয়ে আজহারের যত না আদিখ্যেতা ছিল তার সামান্যতম যদি আরও এক বাঙালি ক্রিকেটারের প্রতি বর্ষিত হত তবে দুরন্ত পেসার সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে যেতে হত না অকালে। এখানেই অবশ্য উঠে আসবে ইস্পাত মানসিকতার কথা। যে মানসিকতায় বলিয়ান হয়ে সৌরভ আজ সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ বাংলার মহারাজের দাপট এখন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে। ব্যাট হাতে যখন কভার ড্রাইভ

বা স্পিনারের মাথার ওপর দিয়ে হাঁকিয়ে দিয়ে 'বাপি বাড়ি যা' শট মারতেন তখন চারদিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়ে যেত। জিওফ বয়কট তো এই শটে আপ্লুত হয়ে আর তাঁর রাজকীয় ক্রিকেটীয় মেজাজে বুঁদ হয়ে তাঁকে ডাকতেন প্রিন্স অফ ক্যালকাটা বলে।

সৌরভের অধিনায়কত্বের গোড়াপত্তন হয় যেসময় তখন ভারতীয় ক্রিকেট ধুঁকছে গড়াপেটার কলঙ্কজনিত অধ্যায়ের চাপে। তৎকালীন অধিনায়ক আজহার, দুরন্ত তারকা অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকরদের তাড়া করছে বেটিংয়ের বদনাম। তখন সৌরভকে বেছে নেওয়া হয় ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হিসাবে। নতুন কোনও প্লেয়ারকে যেমন অনেকসময় আপার অর্ডারে নামিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। সমালোচকরা বলেন, এটা আসলে তাঁদের প্রতিভাকে ঘেঁটে দেওয়ার চক্রান্ত। সেরকমই কথা উঠেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে এমন একটা সময় ভারতীয় দলের অধিনায়ক করে তাঁকে আসলে ভয়ঙ্কর চাপের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। কিন্তু বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। কারণ, মানুষটির নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। চ্যালেঞ্জ যেন তাঁর জন্যই তৈরি হয়। বলাবাহুল্য, সেই চ্যালেঞ্জকে টক্করও নেন নিজস্ব স্টাইলে। হলও ঠিক তাই। সওরভ (বিদেশি কমেন্টেটাররা যে ভাষায় সৌরভকে ডাকতেন) যে ধাতুতে তৈরি তাতে কোনও চাপই তাঁর কাছে নস্যি। তা সেই পাহাড়প্রমাণ চাপ ও বেটিং ভূতের জমানাকে পিছনে ফেলে সৌরভের নেতৃত্বে গড়ে উঠল টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। একঝাঁক নতুন প্লেয়ারকে নিয়ে সৌরভ নিজের মতো করে সেরা দলটা গড়ে পিটে নিলেন। কোনওরকম আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে একেবারে মোক্ষম তাস খেললেন তিনি। আগে ভারতীয় দল বিভক্ত থাকত নানা ধরনের কমিউনে। মুম্বইকরদের কমিউন বা মারাঠা কমিউন, দিল্লিওয়ালা ও উত্তরভারতীয়দের নিজস্ব ইউনিট। আবার দক্ষিণ ভারতের খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের শাখা মূল দলটার একতাই খেয়ে ফেলেছিল। সৌরভ যে টিম গড়ে তুললেন তাতে দেশের নানা প্রান্তের প্রতিনিধিরা মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠলেন। একগুচ্ছ নব্য ক্রিকেটার হয়ে উঠলেন তারকা। বীরেন্দ্র সহবাগ, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, জাহির খান, মহম্মদ কাইফ, অজিত আগরকরদের তুলে আনলেন সামনের সারিতে। সৌরভ এই যুদ্ধে সঙ্গে পেয়েছিলেন বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাকে। শচীন তেণ্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, অনিল কুম্বলেদের সঙ্গে পাওয়াটা নিশ্চিতভাবে বিশাল।

সৌরভের টিম ইন্ডিয়া যে শুধু নামেই রয়েছে , কামে নয়, তা হাড়ে হাড়ে মালুম পেল গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়াকে বুঝিয়ে দিলেন ক্রিকেটটা খেলতে জানে ভারতও। পাকিস্তানের কাছে হারের ইতিহাসকে পুরো বদলে দিলেন নিজের অসাধারণ নেতৃত্বের গুণে। সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সৌরভ পাকিস্তানের মাটিতে এনে দিলেন আকাঙ্খিত জয়। অজি অধিনায়ক স্টিভ ওয়াকে মাঠে অপেক্ষা করালেন টস করার সময়। ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের হারিয়ে ন্যাটওয়েস্ট জয়ের পর সৌরভের জার্সি খুলে তা ঘোরানো তো আজও ক্রিকেটীয় মহাগাঁথায় পরম সমাদরে ঠাঁই করে নিয়েছে।

সেই সৌরভের সিংহাসন টলে গিয়েছিল তারই এক ভুল পদক্ষেপে। জন রাইটের সঙ্গে সৌরভের যুগলবন্দি তখন জগতবন্দিত। দীর্ঘ ২০ বছর বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছিল সৌরভের টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু ফাইনালে একপেশে খেলে অস্ট্রেলিয়া হারিয়ে দেয় ভারতকে। সেদিন সৌরভ ভালোই বুঝেছিলেন বিশ্বকাপে দ্বিতীয় হওয়া কতটা কষ্টের। জন রাইট সরে যাওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটে গ্রেগ চ্যাপেলের প্রখর মস্তিষ্ককে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন সৌরভ। কিন্তু এহেন গ্রেগের কূটচালেই কার্যত সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় গাঙ্গুলি তথা দাদার ক্রিকেট ইনিংস। চ্যাপেলের বাধা সত্ত্বেও দলে ফিরেছিলেন, বড় রানও করেছিলেন, কিন্তু ততদিনে পরম বন্ধু দ্রাবিড় সহ আরও অনেকেই চলে গিয়েছেন বিরোধী শিবিরে। সেই দাঁড়ি টানা অধিনায়ক জীবন ফের প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্টরূপে।

সৌরভকে এমন একটা সময় ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ জায়গায় আসীন হতে হল যখন ভারত খুব একটা শক্তিশালী জায়গায় নেই। তাছাড়া টেস্টের গরিমা নিয়েও কিছুটা প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। যে ফরম্যাটের খেলাই হোক না কেন, টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্বই আলাদা। এর কৌলিন্য ধুয়েমুছে যাওয়ার মতো সময় বা প্রেক্ষাপট এখনও তৈরি হয়নি। এটা ঠিক সীমিত ওভারের ক্রিকেট আর টি–২০ দুটোরই আলাদা রকমের ক্রেজ রয়েছে। কখনও কখনও এমনও একটা প্রচার বা ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা হয় যেন ক্রিকেট মানেই এগুলি। কিন্তু দিনের শেষে এখনও টেস্ট ক্রিকেট ইজ দ্য বেস্ট স্লোগান শোনা যায় সকল ক্রিকেটানুরাগীর কণ্ঠে। কিছু টেস্ট সিরিজ সব সময়ইম কাঠেকপাটে লড়াই হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেমন অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের অ্যাসেজ সিরিজ মানেই ধুন্ধুমার যুদ্ধ বেঁধে যাওয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন ক্রিকেট আঙিনায় রীতিমতো শক্তিশালী দল হিসেবে রাজত্ব চালাত তখন সেই ক্যারিবিয়ানদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ বা ক্যারিবিয়ান ভার্সাস অস্ট্রেলিয়া সিরিজ হয়ে উঠত উপভোগ্য ও নাটক–অতিনাটকীয়তায় ভরপুর। ভারত ও পাকিস্তানের মতো যুযুধান দুই দেশের মধ্যে টেস্ট সিরিজ সবসময়ই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এখন যদিও রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে দুদলের লড়াই আর হয় না। যার ফলে এই টানটান উত্তেজনা থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে নবীন প্রজন্ম। ভারত–পাক লড়াই অবশ্য জমজমাট হয়েছে ওয়ান ডে ক্রিকেটেও। বিশেষ করে শারজার দিনগুলিতে পাকিস্তান তো একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত। পাকের সেই আধিপত্য খর্ব হয়েছিল অবশ্য বিশ্বকাপের ম্যাচগুলিতে ভারত একটানা কর্তৃত্ব করায়। অবশ্য পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো এককালের দুই জুজুর সামনে ভারত লড়াই তুলে ধরতে শুরু করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্ব কালেই। সেই সৌরভ আজ দেশের ক্রিকেটীয় প্রধান। আবেগঘন পরিবেশ তো তৈরি হবেই।

আইএসএলে মোহন–ইস্ট

পাঁচুগোপাল দত্ত: আইএসএলে মোহন–ইস্ট যোগ স্পষ্ট হল এবার। বহুদিন পর এই প্রত্যাশিত ঘোষণায় নিঃসন্দেহে গড়ের মাঠের টেম্পো অনেকটাই চড়বে ওপরের দিকে। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কথায় এটা সাফ হয়েছে এবছর সহ আগামী এক–দুবছর আই লিগ চলবে এখনকার মতো। তারপর আই লিগ কার্যত আইএসএলের দ্বিতীয় ডিভিশন হয়ে উঠবে। আই লিগ জয়ী এবং রানার্সের সুযোগ থাকবে সরাসরি আইএসএল খেলার। আবার আইএসএল থেকে যাদের অবনমন ঘটবে তারা নেমে যাবে আই লিগে। সবথেকে বড় কথা দেশের শীর্ষ ফুটবল কর্তারা এটা বেশ বুঝেছেন মোহন–ইস্টকে ছাড়া আইএসএল বাণিজ্য পরিপূর্ণ হওয়া অসম্ভব। দুটো দলের ফ্যান বেসই এর প্রধান কারণ। এখন যেভাবে পরিস্থিতি এগোচ্ছে তাতে ২০২০–২১ থেকেই হয়তো ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান নেমে পড়বে আইএসএলের মূল মঞ্চে। তারপর নিশ্চিতভাবে ভারতীয় ফুটবলের চাকাও গড়াবে দ্রুততার সঙ্গেই। এমনটাই অভিমত ফুটবল বিশেষজ্ঞদের।

একসময় ফুটবলারদের আদর ছিল জামাইষষ্ঠীর জামাইবাবাজীবনদের মতো। বিশেষ করে ফুটবল মক্কা বলে ভারতে পরিচিত কলকাতার অলিগলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শুধই ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের অবস্থাই আজ এখানে দুয়োরাণীর মতো। ক্রিকেটের দাপটে ফুটবলের যে এই দুরাবস্থা এই যুক্তিটাই উঠে আসছে সামনে। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, প্রোমোটারদের কোপে জমির আকালও ফুটবলের কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। তাও সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালোর ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০–১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে।

কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও। যদিও বাংলাদেশের সঙ্গে ঘরের মাঠে ড্র করে ভারতীয় ফুটবলের সাম্প্রতিক উত্থানের ছবি একটু হলেও ধাক্কা খেয়েছে।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে।

তাও মোহনবাগান গত ৩–৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের। চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০–৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সাম্প্রতিক অবস্থান বোঝাচ্ছে পেশাদারিত্বের ট্রাকে হাঁটতে চাইছে দুটো দলই। এর সঙ্গে যদি আইএসএল যোগ সম্পন্ন হয় তবে দেশের ফুটবল যেমন উপকৃত হবে, ঠিক তেমনই লাভবান হবে দুই প্রধানও।

শেষ হল ৬৫ তম অনুর্দ্ধ ১৪ রাজ্য স্কুল হ্যান্ডবল

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ হল ৬৫ তম ১৪ অনুর্ধ রাজ্য হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের মসজিদবাটি পার্বতী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল মাঠে গত ১৫ অক্টোবর ৬৫ তম রাজ্য অনুর্দ্ধ ১৪ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়ানশিপ ২০১৯ প্রতিযোগিতার সূচনা করেছিলেন অভিনেতা বিশ্বজিত চক্রবর্তী। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুবকল্যাণ ও বিদ্যালয় ক্রীড়া বিভাগ আয়োজিত ৬৫ তম হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায়

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ জেলা সহ রাজ্যের ১১ টি জেলার ১৭৬ জন অনুর্দ্ধ ১৪ বালক অংশগ্রহণ করেছিল। সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা বিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের সাধারণ সম্পাদক শুভেন্দু ঘোষ, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন লস্কর, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া ম্যানেজার হেগুইন কংশায়, মসজিদবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গৌর সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। ৬৫ তম রাজ্য ১৪ অনুর্ধ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় সকল কে তাক লাগিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোচবিহার জেলা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে টুর্ণামেন্টের শেষে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স জেলা দলের হাতে পুরস্কার এবং মানপত্র তুলে দেন বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন লস্কর।

শারদীয়া–দীপাবলী ও ছটপূজোয়
শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
সৌজন্যে :
হেমন্তকুমার

(বিশিষ্ট সমাজসেবী)
নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ফোন : ৬২৯০৯৯২২০২

কাটোয়া মহকুমা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন দাঁইহাট

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: এবার কাটোয়া মহকুমা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি (ডি এফ এ)। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে গোবিন্দ বাগান ময়দানে সম্প্রতি আয়োজিত এই লিগের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি ৪–২ গোলের ব্যবধানে কাটোয়া ওয়াইএমসি'কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ডি এফ এ'র পক্ষে গোল করেন টোটোন চৌধুরী, চঞ্চল সেন, ফারুক শেখ, কানু হালদার এবং ওয়াই এম সি'র পক্ষে গোল করেন রাম মাঝি ও দেবেশ ঘোষ। প্রথম সেমিফাইনালে কাটোয়া স্টার ক্যাপকে ২–১ গোলে পরাজিত করেছিল দাঁইহাট ফুটবল

কাটোয়া মহকুমা ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্বের খেলা

আকাদেমি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অগ্রদ্বীপ ফুটবল ক্লাবকে ৪–০ গোলে হারায় কাটোয়া ওয়াই এম সি। এবারের এই ফুটবল লিগে কাটোয়া মহকুমার মোট ১২টি দল অংশগ্রহণ করেছিল।

স্বর্ণপদক বোলপুরের পারমিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক 'জিত কুনে–ডু' প্রতিযোগিতা। ব্রাজিলের প্রতিযোগীকে হারিয়ে স্বর্ণপদক পায় পারমিতা ভট্টাচার্য। বীরভূম জেলার বোলপুর থানার গোয়ালপাড়া গ্রামের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী পারমিতা । গত ২৩শে সেপ্টেম্বর পারমিতাকে বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দিলো জেলা সম্পাদক ওয়াসিফ ইকবালের নেতৃত্বাধীন এসএফআই সদস্যরা । ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পথে অর্থনৈতিক বাধা প্রধান সমস্যা পারমিতার । পারমিতার সাফল্যে খুশির হাওয়া জেলায় ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com